হেনরি ডিরোজিও

তাঁর জীবন ও সময়

জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা

হেনরি ডিরোজিও

তাঁর জীবন ও সময়

সুবীর রায়চৌধুরী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

শঙ্খ ঘোষকে
তাঁর ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে
এবং
প্রতিমা ঘোষকে

স্বীকৃতি

আমার ঋণের তালিকা দীর্ঘ। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত নানা দুষ্প্রাপ্য ছবি ও উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ম্যাজ সংগ্রহের ডিরোজিওর মা-বাবার বিয়ের সার্টিফিকেট, ডিরোজিওর দীক্ষাস্নানের প্রতিলিপি, তাঁর বাড়ির স্কেচ সবই তাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত। অলোক রায়ের কাছ থেকে অনেক দুর্লভ বই পেয়েছি। স্বপন মজুমদার বইটির পরিকল্পনা থেকে রচনা পর্যন্ত নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর গ্রন্থসংগ্রহও আমি ব্যবহার করেছি। আর যাঁদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করেছি, তাঁরা হলেন অমিয় দেব, রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন ভট্টাচার্য এবং হায়াৎ মামুদ। সুশোভন সরকার প্রকাশিত ও সম্পাদিত হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর কর্মচ্যুতির বিবরণ প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য শিপ্রা সরকারকে ধন্যবাদ।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে অনেক সহায়তা পেয়েছি।

সু. রা. চৌ.

সূচীপত্র
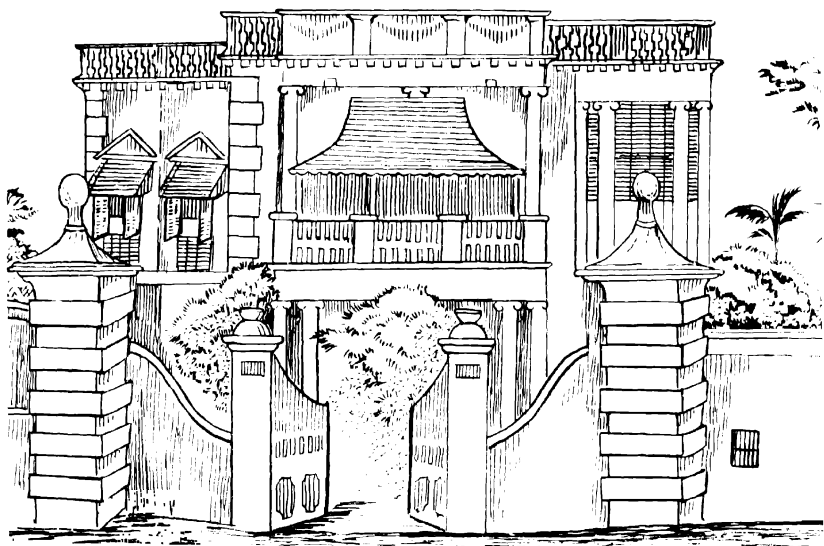
ম্যাজ--এর ফাইলে ডিরোজিওর বাড়ির স্কেচ। 1910 সালে আঁকা স্থাপত্যের দিক থেকে কলকাতার 155 আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের বর্তমান বাড়িটির সঙ্গে মিল আছে। এই ঠিকানাতেই ডিরোজিও জন্মগ্রহণ করেন।

জীবন ও সময়

উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (1809-31)। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক কবি, সাংবাদিক এবং সংস্কারক। যুগে যুগে দেখা যায় যাঁরা নতুন চিন্তাধারার পথিকৃৎ, সমসাময়িক কাল তাঁদের ওপর অবিচার করেছে। ডিরোজিওর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু সেদিনের সেই বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের অভিঘাত আজও আমরা লক্ষ করি। তাই দেখি ডিরোজিওর মৃত্যুর একশো-দেড়শো বছর পরে তাঁকে নতুন ক'রে স্মরণ করেছেন কবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, সমাজসংস্কারক এবং রাজনৈতিক কর্মীরা। কবি রূপে তাঁর প্রত্যক্ষ অনুকারী আজ হয়তো কেউ নেই,তবে যেসব ভারতীয় ইংরেজিতে কাব্যচর্চা করেন অর্থাৎ যাঁদের 'ইন্ডো-অ্যাংলিয়ান কবি' বলা হয়, তাঁরা প্রায় সবাই ডিরোজিওকে আদিগুরু ব'লে মানেন। স্বদেশপ্রেমের কবিতার সূচনাও তিনি করেন। আর শিক্ষকরূপে তাঁর জনপ্রিয়তা তো কিংবদন্তির মতো। এ বিষয়ে তাঁর তুলনা হ'তে পারে সেযুগের আর দুজন প্রসিদ্ধ শিক্ষকের সঙ্গে — ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন (1801-65)[1] এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (1820-91)। স্বভাবে, ব্যক্তিত্বে, জীবনযাত্রায় কোনো মিল ছিলো না এঁদের মধ্যে। ডিরোজিও ছিলেন ইউরেশীয়, রির্চাডসন ইংরেজ আর বিদ্যাসাগর ভারতীয় হিন্দু। কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সংঘাতে, রক্ষণশীলতা বনাম প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্বে এই তিনটি নাম ঘুরেফিরে আসে। প্রথম দুজন হিন্দু সমাজের বাইরে ছিলেন ব'লে বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র ছিলো তাঁদের ছাত্রেরা। ক্লাসঘরের প্রেরণা সেদিন তরুণদের কতটা উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা উভয় শিক্ষকের তালিকা দেখলে বোঝা যাবে। ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে আছেন প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (শেষ দুজন অবশ্য তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না) প্রমুখ। আর হিন্দু কলেজ ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ মিলিয়ে রির্চাডসনের কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্র হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু,

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ চন্দ্র, গৌরদাস বসাক, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রিচার্ডসন হিন্দু কলেজ শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন 1835 খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ডিরোজিওর মৃত্যুর চার বছর পরে। এই বছরই টমাস ব্যাবিংটন মেকলে-র (1800-59) শিক্ষা বিষয়ক ঐতিহাসিক মিনিটটি তদানীন্তন সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। এর ফলে ভারতে ইংরেজি হলো উচ্চশিক্ষার বাহন। 1817 খ্রিষ্টাব্দে যখন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অধিকাংশ দেশীয় কর্তৃপক্ষেরা ভেবেছিলেন যে রাজভাষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করলেও তাঁদের ছেলেরা আচার-আচরণে হিন্দুই থাকবে। কিন্তু ভাষা তো কেবল শব্দসমষ্টি নয়, সাহিত্য সংস্কৃতির বাহন। তাই একটা জীবন্ত সংস্কৃতি যখন আরেকটি জীবন্ত সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন পারস্পরিক প্রভাব কিছুটা পড়বেই। তবে যে-সংস্কৃতি বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার দিক দিয়ে উন্নত, তুলনামূলকভাবে তার অভিঘাতই বেশি হবে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু কলেজের গোড়ার দিকের ছাত্রেরা মাত্রাতিরেক উচ্ছ্বাস করেছিলেন, তেমনি অন্যপক্ষের প্রতিরোধেও বেশ কিছুটা আতিশয্য ছিলো। কিন্তু নানা ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে এদেশের রক্ষণশীল সমাজ ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন যে শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। সব ব্যক্তিরই নিজস্ব ধর্মমত থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষা হবে উদার। হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ রূপান্তরিত হতে সাঁইতিরিশ-আটতিরিশ বছর লেগেছিল, আর এই চার দশকের মধ্যে ডিরোজিওর কর্মচ্যুতি (1831), গণিকা হীরা বুলবুলের পুত্রের হিন্দু কলেজে প্রবেশ নিষেধ (1853)[2] প্রভৃতি অনেক কাণ্ডই ঘটে গেছে। শেষোক্ত জনের ছেলেকে নিয়ে সেদিন কলকাতায় শাসক-শাসিত মহলে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কেউ কেউ শিক্ষাব্রতী সমাজপতি বিদ্যাসাগরের অভিমত জানতে চান ঃ

> ...বিদ্যাসাগরের কয়েকজন বন্ধু ছুটে এলেন তাঁর কাছে। বললেন — আপনার মত কি ? বিদ্যাসাগর হেসে উত্তর দিলেন— হীরা গণিকা হতে পারে ; তার ছেলে ত আর কোন দোষ করেনি। লেখাপড়া শিখতে তার বাধা কি ?[3]

ডিরোজিও-রিচার্ডসনকে বাদ দিয়ে সেযুগের ভাব-আন্দোলনকে বোঝা যাবে না। রাজার জাত ছিলেন বলে রিচার্ডসন সম্পর্কে দেশীয় রক্ষণশীল সমাজের একটি সম্ভ্রমের দূরত্ব ছিলো। তাই দেখি হীরা বুলবুলের ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করার জন্য সরকারি শিক্ষাসমিতির কাছ থেকে যখন চাপ আসে, তখন প্রতিবাদে 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ' স্থাপিত হয় এবং অধ্যক্ষরূপে মনোনীত হন বিদেশী রিচার্ডসন। অন্যদিকে ডিরোজিও ছিলেন ভারতীয়। তাই তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষটা ছিলো প্রত্যক্ষ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাবার ইচ্ছে ছিলো তাঁকে হিন্দু কলেজে পড়াবার।[4] তা যদি হতো আমরা পরবর্তী বিদ্যাসাগরকে পেতাম কি ? আজ অবশ্য এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা অর্থহীন। কিন্তু এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে বিদ্যাসাগর ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ ছিলো। কেননা বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন নয় বছর বয়সে অর্থাৎ 1829 খ্রিষ্টাব্দে। ডিরোজিও তার পরেও প্রায় দু-বছর পড়িয়েছেন। অবশ্য তিনি 'সিনিয়র' অর্থাৎ কলেজ বিভাগে যুক্ত ছিলেন।

যাই হোক, ডিরোজিও এবং বিদ্যাসাগরের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজনের পঠনপাঠনের বিষয় ছিলো সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র, অন্যজনের পাশ্চাত্য (ইংরেজি) সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস। তাছাড়া বিদ্যাসাগরের কর্মক্ষেত্রও অনেক ব্যাপক ছিলো। তা সত্ত্বেও তিনি শিক্ষাদানকে সমাজসংস্কারেরই অংশ বলে মনে করতেন। যে-মুক্তচিন্তার তাগিদে তিনি সংস্কৃত কলেজে মিলের তর্কশাস্ত্র পড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন অথবা ইংরেজি ভাষা শেখানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, হিন্দু সমাজ বহির্ভূত ডিরোজেওরও চেষ্টা ছিলো পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের আলো ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। দুজনেই শেষ পর্যন্ত শিক্ষাকর্মে টিকে থাকতে পারেন নি। বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেছিলেন, আর ডিরোজিও নামে পদত্যাগ করলেও আসলে কর্মচ্যুত হয়েছিলেন।

শিক্ষকরূপে ডিরোজিও এবং রিচার্ডসনের প্রতিতুলনা যোগেশচন্দ্র বাগল প্রমুখ কেউ কেউ করেছেন।[5] কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডিরোজিওর আলোচনা কেউ করেননি। তার একটা কারণ আগেই বলা হয়েছে। শিক্ষক বিদ্যাসাগরেরও প্রধান ভূমিকা ছিলো সমাজসংস্কারকের। তিনি পাঠ্যতালিকার পরিবর্তন করেছেন, বিদ্যালয়ে নানারকম নিয়মশৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করেছেন, গ্রন্থাগারকে আধুনিক ক'রে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর লেখা একটি চিঠিতে দেখি তিনি ইংরেজিতে একটি বাইবেল কেনার অর্ডার দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে জানাচ্ছেন যে সংস্কৃত এবং বাংলায় বাইবেল তাঁদের আছে।[6] শুধু হিন্দুশাস্ত্রচর্চা নয়, নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিলো। কিন্তু ক্লাস ঘরে বিদ্যাসাগরের পরিচয় খুব কম পাই। তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলিতে শিক্ষকদের অথবা সহকর্মীদের যত ঘনিষ্ঠ বিবরণ আছে, তুলনায় ছাত্রদের পরিচয় নেই বললেই চলে। বিচ্ছিন্নভাবে কতকগুলি ঘটনার কথা পাই যা থেকে বোঝা যায় ছাত্রদের ওপর তাঁর প্রভাব কত গভীর ছিলো। কিন্তু আলাদা করে কোনো ছাত্রের নাম পাই না। অন্যদিকে ডিরোজিওর প্রাথমিক ভূমিকা ক্লাসঘরকে কেন্দ্র ক'রে— পাঠ্যতালিকা প্রণয়নে অথবা কলেজ পরিচালন ব্যবস্থায় ডিরোজিওর কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়।

বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট ছাত্ররা অজ্ঞাত থেকে যাবার কারণ হলো প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সংঘাত হিন্দু কলেজে যেরকম প্রত্যক্ষ ছিলো, সংস্কৃত কলেজের ক্ষেত্রে সেরকম প্রশ্ন ওঠে না। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিলো প্রথানুগ শিক্ষাব্যবস্থার যথাসম্ভব আধুনিকীকরণ। আর হিন্দু কলেজের প্রধান ঝোঁকটাই ছিলো পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। ফলে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস বা সংস্কারের সঙ্গে লড়াইটা ছিলো সরাসরি। তাহলেও আমাদের জানতে ইচ্ছে করে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনে তাঁর নিজের ছাত্রদের মধ্যে কে কে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন ? কেননা এসব জনহিতকর কাজে ডিরোজিওর ছাত্র (যেমন রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ) এবং রিচার্ডসনের ছাত্র (রাজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখ), উভয় গোষ্ঠীরই তিনি সহায়তা পেয়েছিলেন। আর মধুসূদন কী চোখে বিদ্যাসাগরকে দেখতেন সে তো সবারই জানা। সুতরাং এক দিক দিয়ে ডিরোজিও এবং বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা পরিপূরক। আর সেই কারণেই বিবিধ সমাজহিতৈষী প্রকল্পে ডিরোজিয়ানদের সমর্থন পাওয়া বিদ্যাসাগরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

সাংবাদিকরূপেও ডিরোজিওর বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব 'ক্যালকাটা জর্নাল'- এর জেমস সিল্ক বাকিংহাম (1784-1855) এর সঙ্গে তুলনীয়। সেযুগের অন্য কৃতী সম্পাদকদের বাদ দিয়ে বিশেষ করে বাকিংহামের নামোল্লেখের কারণ হলো তিনি একদিকে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক দুর্নীতি ও দুরবস্থা, অন্যদিকে হিন্দুধর্মের বিবিধ কুপ্রথার বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে কলম চালিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে নানারকম নির্যাতন ভোগ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত সরকারি আদেশে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন বাকিংহাম। বিলেতে ফিরে গিয়েও সুবিচার পাননি তিনি। ডিরোজিও ভারতীয় ছিলেন বলে বাকিংহামের মতো তাঁকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের জন্য তিনিও বহুবার শ্বেতাঙ্গ মহল এবং দেশীয় হিন্দু সমাজের আক্রমণের উপলক্ষ হয়েছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে সম্পাদিত তাঁর 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়া' পত্রিকাটি ইউরোপীয়দের মুখপত্র হলেও তিনি এটিকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে রাখতে পেরেছিলেন।

হিন্দু সমাজের বাইরে ছিলেন বলে সামাজিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু বিধর্মী হলেও তিনি বিদেশী ছিলেন না। তাই দেখি সতীদাহ প্রথা রদ হলে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত। আবার রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের বিশ্বাস এবং আচরণের নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন

তিনি। তেমনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (1801-68) বাইরে পৌত্তলিকতায় অনাস্থা আর বাড়িতে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানের বিষয়ে তিনি কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। কিন্তু এসবই তিনি করেছেন নিজেকে বিধর্মী ভেবে নয়, তিনি নিজেকে মনে প্রাণে ভারতীয় ভাবতেন। আর সেজন্যই তেইশ বছরও পূর্ণ করে যেতে পারেননি যে তরুণটি, তাঁকে বাদ দিয়ে ভারতীয় নবজারণের কহিনী অসম্পূর্ণ। তিনি অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় চেতনার উদ্বোধক এবং এদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও যুক্তিবাদের অন্যতম ভগীরথ।

উল্লেখপঞ্জি

1 দ্রঃ "ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন", 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, 1963, এরপর থেকে উ.শ.বা. ব'লে উল্লিখিত।

2 "হীরা বুলবুল ও হিন্দু কলেজ", 'সেযুগের কেচ্ছা একালের ইতিহাস', সুবীর রায়চৌধুরী, কলকাতা, 1970 এরপর থেকে সে.কে. ব'লে উল্লিখিত।

3 'বিদ্যাসাগর', সন্তোষকুমার অধিকারী, কলকাতা,1970, পৃ. 34.

4 'বিদ্যাসাগর', শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, 1376 বঙ্গাব্দ (1970) পৃ. 24.। কৌতূহল, পাঠকের জন্য প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দেওয়া হ'লো :

'তাঁহাদের কথার উত্তরে ঠাকুরদাস বলিলেন, "আমি ঈশ্বরকে হিন্দু কলেজে দিব ভাবিতেছি"। তখন কেহ কেহ বলিলেন, আপনার 10 টাকা আয়, এরূপ অবস্থায় কিরূপে হিন্দু কলেজে উহাকে পড়াইবেন ?" তখন ঠাকুরদাস দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "ঈশ্বরের পড়ার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বেতন দিব, আর অবশিষ্ট 5 টাকা সংসার খরচের জন্য বাড়ি পাঠাইব'।

5 বাগল, উ. শ. বা.।

6 *Unpublished Letters of Vidyasagar,* Arabinda Guha ed., Calcutta,1971, Letter no, 160, পৃ.72. বইয়ের সরকারি এজেন্ট উড়কে বিদ্যাসাগর লিখছেন :

'I have the honor to request the favor of your forwarding for the Sanscrit College Library a copy of the Bible in English. One copy each in Bengali and Sanscrit is already in the Library of this Institutions.'

7 দ্র *Social Ideas and Social Changes in Bengal (1818-1835), A. F.* Salahuddin Ahmed, 2nd edn., Calcutta 1976 এবং রায়চৌধুরী, সি. কে.

জন্ম, শৈশব ও পরিবেশ

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও কলকাতার মৌলালি অঞ্চলে 1809 খ্রিষ্টাব্দের 18 এপ্রিল মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন। যে গৃহে তিনি জন্মেছিলেন সেটি বহু আগে ভেঙে ফেলা হলেও জায়গাটির অস্তিত্ব এখনও আছে এবং বর্তমানে তার ঠিকানা হলো 155 আর্চায জগদীশচন্দ্র বসু রোড (প্রাক্তন লোয়ার সার্কুলার রোড)।[1] পিতা ফ্রান্সিস এবং মাতা সোফিয়া (জনসন)। ডিরোজিওর পিতৃকুলের পদবি ঠিক কী ছিলো এ নিয়ে তাঁর দুই জীবনীকার টমাস এডওয়র্ডস এবং ইলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ-এর মধ্যে মতভেদ আছে। এডওয়র্ডস লিখেছেন তাঁরা ডিরোজারিও নামে সম্ভ্রান্ত পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত। কিন্তু ম্যাজ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে তাঁদের কুল পদবি ডিরোজিও, ডিরোজারিও নয়। ম্যাজ ডিরোজিওর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ এবং তাঁর কলেজে নিয়োগের বছর বিষয়ে এডওয়ার্ডস-এর ভুল সংশোধন করেছেন। ম্যাজ সেন্ট জন গির্জার পুরনো নথিপত্র এবং পারিবারিক বাইবেলের ফ্লাই লিফ্ দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে হেনরি জিরোজিওর মা-বাবার বিবাহের সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ছিলো, তাতে স্পষ্ট লেখা আছে 1806 খ্রিষ্টাব্দের 11 অক্টোবর ফ্রান্সিস ডিরোজিও এবং সোফিয়া জনসন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। (দ্র পরিশিষ্ট) অন্যদিকে হেনরি জিরোজিওর দীক্ষাস্নানের (ব্যাপ্টিজম) সার্টিফিকেটে পিতার নাম দেওয়া আছে ফ্রান্সিস ডিরোজারিও। তারিখ 12 আগস্ট 1809 খ্রি [দ্র পরিশিষ্ট]। ম্যাজ নিশ্চয় পারিবারিক বাইবেলে আগাগোড়া ডিরোজিও পদবিই দেখে থাকবেন। কেননা হেনরির পিতামহ মাইকেল প্রসঙ্গেই তিনি ডিরোজিও পদবি লিখে বন্ধনীর মধ্যে বলেছেন, 'ডিরোজারিও নয়'।

মাইকেল ডিরোজিও (1742-1809) ছিলেন ব্যবসায়ী। তাঁর পত্নীর নাম বিজেট ডিরোজিও (1756-1832)। মাইকেল তাঁর পৌত্র কবি হেনরির জন্মবছরেই মারা যান, তবে তিনি পৌত্রের মুখ দেখে গিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। আর পিতামহী কবির মৃত্যুর পরেও এক বছর বেঁচে ছিলেন। ডিরোজিওর জীবনীবিষয়ক গ্রন্থগুলিতে ঠাকুমার

কথা নেই। তিনি কি এক বাড়িতে থাকতেন না ? যাই হোক, মাইকেল ও বিজেট-এর দ্বিতীয় পুত্র হলেন ফ্রান্সিস (1779-1830)। ফ্রান্সিস-সোফিয়ার পাঁচ সন্তান— তিন পুত্র, দুই কন্যা। এঁরা সবাই খুব স্বল্পায়ু। কোনো ভাই-বোনই তেইশ বছর পেরোতে পারেননি। শোনা যায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গীতে বেশ ঝোঁক ছিলো, কিন্তু তাঁর বয়স যখন প্রায় কুড়ি, তিনি আত্মহত্যা করেন। দ্বিতীয় সন্তান হলেন আমাদের চরিত গ্রন্থের নায়ক। তারপরে কন্যা সোফিয়া (1810-27)। তিনি মারা যান সতেরো বছর বয়েসে। তৃতীয় পুত্র গিলবার্ট অ্যাশমোরকে (1814 -34) উচ্চ শিক্ষার্থে স্কটল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে হেনরি একটি কবিতাও লিখেছিলেন। তিনি নিজের জীবনে যে সুযোগ পাননি, মনে হয় ছোটো ভাইয়ের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি 'এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া' নামে একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গত মন্তব্য করেন যে,[2] ভারতে তাঁর জন্ম এবং এখানেই তিনি মানুষ হয়েছেন। দেশের জন্য তিনি গর্বিত এবং এর সেবায় নিজেকে যথাসাধ্য নিয়োজিত করবেন। কিন্তু ঃ

> Even love of country shall not hinder me from expressing what I believe to be right. I have a brother in Scotland, where he is to study a profession, which here he could never learn. Would it not have been injustice to have detained him here, and then to say to him at a future period, "you might have been doing well in the world, but you are educated in India from a patriotic motive?"[3]

পূর্বোক্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যায় কত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশে ফেরার পর বাইশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। হেনরির সব ভাই-বোনেদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিলো, বিশেষ করে এমিলিয়ার (1813 - 35) সঙ্গে। 1833 খ্রিষ্টাব্দের 25 অক্টোবর এমিলিয়ার বিয়ে হয় তাঁর জ্ঞাতি আর্থার ডিরোজিও জনসনের সঙ্গে। ভদ্রলোক রাজস্থানের অন্তর্ভুত কোটা-র মহারাজ বিষেণ সিং-এর সচিব এবং গৃহশিক্ষক ছিলেন। এই কোটাতেই এমিলিয়ার মৃত্যু হয় 1835 খ্রিষ্টাব্দের 12 এপ্রিল। তাঁর মৃত্যুর পরে আর্থার জনসন আবার বিয়ে করেন।

ছয় বছর বয়েসে মাতৃহারা হন হেনরি ডিরোজিও। 1816 খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বাবা আনা মারিয়া নামে এক ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহে কোনো সন্তানাদি হয়নি। আনা তাঁর সতিন-সন্তানদের নিজের ছেলেমেয়েদের মতোই দেখতেন। সেদিক থেকে পরিপূর্ণ শান্তির সংসার ছিলো তাঁদের।

বেশ সচ্ছল পরিবারে জন্মেছিলেন হেনরি। তাঁর বাবা ছিলেন জেম্স স্কট অ্যান্ড কোম্পানি নামে এক সওদাগরি অফিসের চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট। পোশাকে আশাকে অত্যন্ত কেতাদুরস্ত ছিলেন হেনরি। মাঝখানে সিঁথি করা, টুপি পরতেন না। ঘোড়ায়

চড়বার শখ ছিলো আর শীতকালে ময়দানে ক্রিকেট খেলতেন। খেলার সঙ্গীসাথীদের মধ্যে ছিলেন চিত্রশিল্পী চার্লস পোট, ওয়েল বাইর্ন, উইলিয়াম কর্কপ্যাট্রিক এবং ডি সুজার পরিবারের ছেলেরা। এঁদের বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

ডিরোজিওর গায়ের রঙ কীরকম ছিলো তা নিয়ে ম্যাজ এবং এডওয়র্ডস এই দুই জীবনীকারের মধ্যে মতভেদ আছে। ম্যাজ ডিরোজিওর সমসাময়িকদের কাছে যা শুনেছিলেন তাতে তাঁর বর্ণ বেশ উজ্জ্বলই ছিলো। অবশ্য কবির ব্যক্তিত্ব বিচারে এই প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর।

ডিরোজিওর পারিবারিক বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায় বিষয়ও কিছু বলা দরকার। তাঁরা ধর্মে ছিলেন প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান। কিন্তু তাঁরা যে-গোষ্ঠীভুক্ত, তাঁদের সেযুগে বলা হ'তো ইউরেশীয়ান অথবা ঈস্ট ইন্ডিয়ান, চলতি বাংলায় ফিরিঙ্গি। 1843 খ্রিষ্টাব্দে 'ইউরোপীয়ান অ্যান্ড অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হবার পর এঁরা নিজেদের 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান' বলে অভিহিত করতে শুরু করেন। আগে 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান' বললে বোঝাতো ভারতপ্রবাসী অথবা ভারতে জন্ম হয়েছে ইংরেজদের। আর 'ইউরোপীয়' অথবা 'ঈস্ট ইন্ডিয়ান' ছিলেন তাঁরা, যাঁদের পিতৃকুলে ইউরোপীয় এবং মায়ের দিক থেকে ভারতীয় রক্ত প্রবাহিত। ক্ষেত্রবিশেষে উল্টোটাও হ'তে পারে।[3] বলা বাহুল্য সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মতো এরকম রক্তের মিশ্রণ অনিবার্য। ইউরোপীয় নেতা জে. ডব্লু. রিকেটস 1830 খ্রিষ্টাব্দে 'হাউস অব কমন্সে' সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন : 'বাঙলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ইউরেশীয়দের দেশীয় মাতারা অধিকাংশই দরিদ্র কিন্তু সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কন্যা। এঁরা অনেকেই মোগল-পাঠান বংশোদ্ভূত'।[4] দুঃখের কথা সেদিনের বৃটিশ ঔপনিবেশিকেরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে এই মিশ্রিত জাতির প্রতি কোনো দায়িত্ব তো পালনই করেননি, উপরন্তু সুপরিকল্পিত ভাবে তাঁদের ভারতীয় জনজীবনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। তাঁরা না ভারতীয় না ইউরোপীয় থেকে গেলেন। একদিকে 'বিশুদ্ধ' শ্বেতাঙ্গ সমাজে তাঁদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিলো না। অন্যদিকে 1791 খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে সেনাবিভাগে এবং দেওয়ানি বিভাগের সবরকমের উচ্চপদ ঈস্ট ইন্ডিয়ানদের জন্য বন্ধ হ'য়ে যায়।* অথচ জেনারেল জোন্স, কর্ণেল স্টিভেনসন, কর্নেল স্কিনার প্রমুখ ইউরোপীয়গণ সেনাবিভাগে খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের জন্য খোলা ছিলো

---

* এই আইনের আওতায় অবশ্য অন্য ভারতীয়রাও পড়তেন। কিন্তু তারা অন্তত সুবাদার, জমাদার, হাবিলদার, নায়েকের পদগুলি পাবার অধিকারী ছিলেন। 1795 খ্রিষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ আরেকটি আইনের দ্বারা নৌ ও সেনা-বিভাগে ইউরেশীয়দের প্রবেশাধিকার বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হয়।

শুধু ড্রামবাদক এবং গায়কের চাকরি। আগে দেশীয় রাজাদের অধীনে সেনাবিভাগে অনেক ইউরেশীয় উচ্চপদে আসীন ছিলেন। পরে নিয়ম হয় সরকারের বিনানুমতিতে এরকম পদ গ্রহণ করা চলবে না। এসব বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়নের কারণ সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বাগল মনে করেন ঃ

> অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের অনেকে সরকারী নৌবিভাগ ও সেনাবাহিনীতেও বহুদিন যাবৎ কর্মরত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চ পদে উন্নীত হন ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু ঐ সব কৃতবিদ্য সেনানী অধিক বেতনের আশায় কোম্পানির বিরুদ্ধপক্ষ দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং বিদেশী ফরাসী শক্তির সঙ্গে যোগ দেন। কর্তৃপক্ষ ভাবিলেন, তাহাদের নিকট হইতে সমরকৌশল শিখিয়া ঐ সব ব্যক্তি পরে তাহাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হন এবং তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করেন। সে কারণ কোম্পানির এইরূপ নিষেধাজ্ঞা।[5]

কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা খাস ইংরেজদের বেলাতেও প্রযোজ্য ছিলো। তা থেকে বোঝা যায় যে অনেক বৃটিশও দেশীয় রাজ্যে বিভিন্ন জীবিকার সন্ধানে যেতেন। অথচ তাঁদের বেলায় সেনাবিভাগের দরজা বন্ধ হ'য়ে যায়নি।

আইন-আদালতের ব্যাপারেও বিচিত্র নিয়মের অধীন ছিলেন ইউরেশীয়ানরা। মফস্বলে তাঁদের 'বৃটিশ প্রজা' রূপে স্বীকৃতি ছিলো না। 'বৃটিশ প্রজা' র অর্থ দেওয়ানি ব্যাপারে ইংলন্ডে বিধিবদ্ধ আইনের বিচারাধীন হবার সুযোগ পাওয়া। ফলে কলকাতার সীমানা পেরোলেই ইউরোপীয়গণ বিবাহ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে হয় হিন্দু নয়তো ইসলামি আইনের এক্তিয়ারভুক্ত হতেন। অন্যদিকে তাঁরা মুন্সেফের পদ পেতে পারতেন না। উকিল বা ব্যবহারজীবী হবার অনুমতিও এই সম্প্রদায় সেদিন পাননি। সরকারি ইস্কুল-কলেজ পড়বার সুযোগও ছিলো না ইউরেশীয় ছেলে-মেয়েদের। এমন কি নিজেদের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতেও সরকারি সাহায্য বরাদ্দ ছিলো না বহুদিন পর্যন্ত। জে. ডব্লু. রিকেট্স পার্লামেন্টে প্রকাশ্যভাবে বলেছিলেন যে ফরাসি, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ইস্পাহানি অধিকৃত কোনো উপনিবেশেই এই মিশ্রিত জাতির এরকম হীন অবস্থা নয়।

এরকম একটি নিপীড়িত সম্প্রদায়ে জন্মেছিলেন ডিরোজিও। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের দুরবস্থা বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানতেন যে এই অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কোনো সংকীর্ণতা বা বিভেদনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সবরকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এই কারণে সেদিন সবচেয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন হয়েও হিন্দু সমাজে প্রবল আলোড়ন তুলতে পেরেছিলেন ডিরোজিও। রক্ষণশীলরা তাঁর বিরোধিতা করলেও তাঁকে উপেক্ষা করতে পারেননি।

এই উদারতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ডিরোজিও কোথায় পেয়েছিলেন ? শৈশবে তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে যাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন ডেভিড ড্রামন্ড (1787-1843)। ড্রামন্ডের স্কুলে ডিরোজিও ছয় বছর থেকে চোদ্দো বছর (1815-23) বয়েস পর্যন্ত পড়েছিলেন। ড্রামন্ডের সমতুল্য শিক্ষক সেদিন কলকাতায় আর একজনও ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। দুঃখের বিষয় ড্রামন্ড সম্পর্কে তথ্যের চেয়ে কিংবদন্তিরই আধিক্য। পরবর্তী অধ্যায় আমরা চেষ্টা করবো তাঁর বিষয়ে যতটুকু জানা যায়, তার ভিত্তিতে এই মনীষীর জীবনকাহিনী বিবৃত করবার।

উল্লেখপঞ্জি

1 ম্যাজএর ফাইলে ডিরোজিওর বাড়ির একটি স্কেচ পাওয়া যায়, যেটি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হ'লো। আঁকার তারিখ 1910 খ্রিঃ। স্থাপত্যরীতির দিক দিয়ে 155 আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে এখন যে বাড়িটি দেখা যায়, তার সঙ্গে খুব মিল আছে।

2 'Education in India', Henry Louis Vivian Derozio, included in 'ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও' – ড. পল্লব সেনগুপ্ত, কলকাতা, 1982, পৃ. 103.

3 *Hobson - Jobson,* Col. Henry Yule & A. C. Burnell compiled, 2nd edn. edited by William Crooke, New Delhi, 1968-এতে Eurasian বিষয়ে বলা হয়েছে : A modern name for persons of mixt European and Indian blood, devised as being more euphemistic than *Half-caste* and more precise than *East-Indian*. [" No name has yet been found or coined which correctly represents this section. *Eurasian* certainly does not. When the European and Anglo-Indian Defence Association was established 17 years ago, the term *Anglo-Indian*, after much consideration, was adopted as best designating this community".- [*Procs. Imperial Anglo-Indian Ass.* in *Pioneer Mail*, April 13, 1900), পৃ 344.]

4 দ্র Henry Derozio, *The Eurasian Poet, Teacher and Journalist,* Thomas Edward, 2nd edn., Calcutta, 1980, পৃ. 252.

5 'ডিরোজিও', যোগেশচন্দ্র বাগল, কলকাতা,1976 পৃ. 8

গুরু ডেভিড ড্রামন্ড

শিষ্য ডিরোজিও-র মতোই ড্রামন্ড-এর (1787 - 1843) জীবন পতন-অভ্যুদয়ে বন্ধুর। অনেক ব্যাপারেই তাঁদের মিল ছিলো। দুজনেই ছিলেন শিক্ষক, কবি এবং সাংবাদিক। তবে ড্রামন্ড ডিরোজিও-র মতো স্বল্পায়ু না হলেও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য জীবনের শেষ দশ-বারো বছর পঙ্গু ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। অত্যন্ত সচ্ছলতার মধ্যে জীবনযাপন করে পরে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মারা যান। তাঁর কবিতার বই শুধু অগ্রন্থিত নয়, পাণ্ডুলিপিও লুপ্ত। একটি বইই তিনি শুধু প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন, সেটি হলো 'অবজেকশন্স্ টু ফ্রেনোলজি'। আর তিনি সাংবাদিক হয়েছিলেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে, যখন তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে :

ছাব্বিশ বছর বয়েসে ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া করে স্কটল্যান্ড থেকে ভাগ্যান্বেষণে ভারতে চ'লে আসেন ডেভিড ড্রামন্ড। তেরো বছর আগে স্কটল্যান্ড থেকে এমনি আরেকজন এসেছিলেন এদেশে। তিনি হলেন ডেভিড হেয়ার (1775-1842)। দুজনের কেউই আর স্বদেশে ফিরে যাননি। হেয়ার এদেশের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিলেন। ড্রামন্ডের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ধরনের ছিলো। হেয়ারের মতো হিন্দু সমাজ অথবা ছাত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ তাঁর ছিলো না। সাধারণ দেশবাসীর সঙ্গে দূরত্ব বা ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ড্রামন্ড এদেশকে ভালোবেসেছিলেন। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে তাঁর ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকজন স্কটল্যান্ডবাসীর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন আলেকজান্ডার ডাফ (1806-1878)। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন চব্বিশ বছর বয়সে। এদেশের হেয়ারের আগমন ব্যবসায়ী উপলক্ষে। কিন্তু পরে তিনি ব্যবসা ছেড়ে জনহিতকর কর্মে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেন। ডাফ ভারতবর্ষে এসেছিলেন খ্রীষ্টধর্মপ্রচার এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সংকল্প নিয়ে। ডাফের মতো বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র ড্রামন্ডের ছিলো না। বস্তুত তাঁর বিষয়ে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে তিনি যে শিক্ষাব্রত নিয়েই ভারতবর্ষে এসেছিলেন, এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল।

কিন্তু এই বৃত্তিতে তাঁর যোগ্যতা এবং প্রভাব আজ তর্কাতীত। হেয়ারের মতো এদেশীয় মহলে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ছিলো না, অন্যদিকে ডাফের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিও তিনি নন। কেননা শিক্ষিত হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ বা সংঘাত কখনো হয়নি। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে ড্রামন্ড অবিস্মরণীয়।

1843 খ্রিষ্টাব্দের 28 এপ্রিল ডেভিড ড্রামন্ডের মৃত্যু হলে 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন' (1 খন্ড, 5 সংখ্যা, মে 1843)-এ প্রকাশিত শোকবার্তায় বলা হয় যে তিনি ছিলেন বহু গুণের আধার প্রতিভাবান ব্যক্তি। এই দেশের বিশিষ্ট মেটাফিজিশিয়ানদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বয়েসকালে আলাপচারিতায় তাঁর কোনো জুড়ি ছিলো না। পুরোটা না হলেও জীবনের অনেকটাই তিনি কাটিয়েছেন সাহিত্যচর্চায়। এদেশের সঙ্গে তাঁর যোগ তিরিশ বছরের। ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রবীণ ব্যক্তি।

পূর্বোক্ত পত্রিকার পরের সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে ড্রামন্ডের জীবনী প্রকাশিত হতে শুরু করে। রচনাটি অস্বাক্ষরিত, কিন্তু অনেকের অনুমান এর লেখক সি. এইচ. মন্টেগু। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঐ পত্রিকার একই বছরের দশম সংখ্যায় ডিরোজিওর যে জীবনকাহিনী ছাপা হয় বিশেজ্ঞদের ধারণা তারও লেখক মন্টেগু। যাই হোক, ডেভিড ড্রামন্ড সম্পর্কিত রচনাটি ডিরোজিওর অধিকাংশ চরিতকারই দেখেননি। ফলে ড্রামন্ড বিষয়ে অনেক ভুল ধারণা চ'লে আসছে, বিশেষত তাঁর দেশত্যাগের কারণ এবং ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে।

ডেভিড ড্রামন্ড ঠিক কোথায় জন্মেছিলেন জানা যায় না। তবে 1813 খ্রিষ্টাব্দের 22 জানুয়ারি তিনি সিলভার লেভেন তীরবর্তী ফাইফশায়ার চিরকালের মতো ত্যাগ করে লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন। লন্ডন পৌঁছোতে তাঁর আটদিন লেগেছিল। তাঁর আরো চার ভাই এবং তিন বোন ছিলো। তাঁর বাবা ছিলেন 'প্রতিবাদী পাদ্রী' অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক চার্চের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ছিলো। টমাস এডওয়র্ডস থেকে যোগেশচন্দ্র বাগল পর্যন্ত ডিরোজিওর বহু জীবনীকার লিখেছেন যে ড্রামন্ডের সঙ্গে বাড়ির লোকেদের মতান্তরের কারণ তাঁর পাদ্রি হ'তে অস্বীকার করা। কিন্তু পিতা স্বয়ং যেখানে প্রতিবাদী, সেখানে ছেলেকে যাজক হবার জন্য জোর করবেন বলে মনে হয় না ; ড্রামন্ডের নথিপত্র থেকে তাঁর দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো হদিশ পাওয়া দুরূহ। তবে ভাইদের সঙ্গে গুরুতর মনোমালিন্য হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। কলকাতা থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি তাঁর এক ভাইকে লিখেছিলেন ঃ

> ভেবেছিলাম ইউরোপ ছেড়ে যাবার আগে তোমাদের লিখবো, অবশ্য সেটাও শুধু বিদায় জানাবার জন্য। কিন্তু তখন আমার যা মানসিক অবস্থা, আমি ভাবলাম মেজাজ ঠিক রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমাদের সম্পর্কে এমন চিড় ধরবে যা সহজে জোড়া লাগাবার নয়। এখন কিছুটা সময়ে কেটে যাওয়ায় সেই যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির উপশম হয়েছে। আমি পুরোপুরি তুষ্ট এই ভেবে যে আমি বিচক্ষণের মতোই কাজ করেছিলাম।
> এটা ঠিক যে যাদের আবার দেখা হওয়াটা সুদূর পরাহত, সেই আমাদের ছাড়াছাড়ি ভ্রাতৃসুলভ হয়নি। কিন্তু ঐ প্রশ্ন নিয়ে আমি আর উত্তেজিত হবো না। আমাদের মধ্যে এখনও তীব্র মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু সেগুলি চাপা থাক — রক্তের সর্ম্পক বাঁচানো গেছে। শত হার্দ্য বিরোধ সত্ত্বেও তা একেবারে ঘুচে যায় না।

এখানে লক্ষণীয় যে উদ্ধৃত পত্রাংশে পিতৃপ্রসঙ্গ নেই। সুতরাং ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ায় বাবার দায়িত্ব কতটা আমরা জানি না। যাই হোক, জনৈক স্মল-এর চেষ্টায় তিনি ভারতগামী জাহাজ 'নর্দাম্বারল্যান্ড'-এ জায়গা পান। 1813 খ্রিষ্টাব্দের 2 জুন জাহাজটি পোর্টসমাথ বন্দর থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। পাঁচ মাস লেগেছিল কলকাতায় পৌঁছোতে।

জাহাজ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুখপ্রদ হয়নি তাঁর। সহযাত্রীদের সঙ্গে খুব একটা বনিবনাও হতো না তাঁর। তিনি তাঁদের খল এবং বর্বর-স্বভাবের বলে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া শরীরটাও সুবিধার ছিলো না। ড্রামন্ড শিক্ষিত ছিলেন ব'লে তাঁর ওপর লগবুক রাখার দায়িত্ব ছিলো। এই সুযোগে তিনি নৌবিদ্যাও কিছুটা শিখে ফেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সেযুগে কলকাতার অনেক স্কুলে নৌবিদ্যা পড়ানো হ'তো। 'দ্য ক্যালকাটা রিভিউ'-তে প্রকাশিত কলকাতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিষয়ক একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধে দেখতে পাই যে কিড-এর উদ্যোগে খিদিরপুর ডকের প্রতিষ্ঠা হ'লে নৌবিদ্যার চাহিদা খুব বেড়ে যায়। এখানে অনেক জাহাজও তৈরি হ'তো। সুতরাং নৌবিদ্যায় সামান্য জ্ঞান থাকলেই চাকরি জুটে যেতো।

কলকাতায় পৌঁছোবার পর তিনি দিন দশেক কাটিয়ে বহরমপুরে জনৈক ক্রিস্টির বাড়ি গমন করেন। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন,

> ব্রিটিশ অধিকারে পদার্পণ করিবার উপায় নাই, কেন না 'লাইসেন্স' বা অনুজ্ঞাপত্র তাঁহার ছিল না। তিনি সরাসরি ডাচ-শাসনাধীন শ্রীরামপুরে আসিয়া উপনীত হন। এখান হইতে ব্রিটিশ অধিকারে যাইতে বাধা নাই।[2]

এই তথ্যের ভিত্তি কী জানি না। তবে ড্রামন্ড যাজকপুত্র ছিলেন এই ধারণাও অনুমানের ভিত্তি হ'তে পারে। কেননা সে যুগে বৃটিশ শাসিত এলাকায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের খুব কড়াকড়ি ছিলো।

ড্রামন্ড বহরমপুরে থাকাকালীন 'ধর্মতলা একাডেমি'তে একটি শিক্ষকের পদের জন্য কাগজে বিজ্ঞপ্তি বেরোয়। তিনি দরখাস্ত করেন এবং 1814 খ্রীষ্টাব্দের 14 জানুয়ারি ইন্টারভিউ দেবার পর তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন। তাঁর মাইনে ছিলো বার্ষিক 150 পাউন্ড (টমাস এডওয়র্ডস লিখেছেন মাসিক 125 টাকা)।

ড্রামন্ড 'ধর্ম্মতলা একাডেমি'তে যোগ দেবার পর এই স্কুলের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কেননা তিনি ছিলেন জাতশিক্ষক। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার আগে সেযুগের বিদ্যালয় এবং পঠনপাঠনরীতি সর্ম্পকে কিছু বলা দরকার।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সরকারি দপ্তরে ইংরেজিজানা কর্মীর চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেকালে ব্যাঙের ছাতার মতো স্কুল গজাতে শুরু করে। যে অন্য কোনো কাজ পেতো না, বিশেষভাবে তার মাতৃভাষা যদি ইংরেজি হতো, তাহলে সে একটা স্কুল তৈরি করতো। সেনাবিভাগে বাতিল সৈনিক, দেউলিয়া বণিক, অর্ধশিক্ষিত বেকার প্রভৃতি সবারই শেষ সম্বল ছিলো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ফলে অধিকাংশ স্কুলেই বিদ্যার মান ছিলো অতি নীচু। কয়েকটি শব্দের বানান ও উচ্চারণ, ব্যাকরণের দু-একটি নিয়ম, ভূগোল ও গণিত বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান— এটুকুই যথেষ্ট বিবেচিত হ'তো। নীলকর সাহেবদের দপ্তরে অথবা সওদাগরি হৌসে কাজের জন্য এতেই চলে যেতো।

কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম অব্যবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। কলকাতা শহরে সেই সময়ে টোল-মাদ্রাসা-চতুষ্পাঠীর ব্যবহারিক উপযোগিতা কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে বিকল্প পাশ্চাত্য শিক্ষা অযোগ্য শিক্ষকের হাতে পড়ে পরিণামে ক্ষতিকর হলো। শিক্ষার প্রয়োজন তো শুধু অর্থোপার্জনের জন্য নয়, সুশাসনের জন্য চাই শিক্ষিত কর্মী। এদেশে ইংরেজ শাসন যতোই কায়েম হতে লাগলো, ততোই শাসকগোষ্ঠী এ বিষয়ে সচেতন হতে লাগলেন। গোড়ায় তাঁরা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কেননা তাঁদের আশঙ্কা ছিলো যে ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ পেলে ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের সঙ্গে সমানাধিকার দাবি করবে। ঔপনিবেশিক ইংরেজ বিদেশে যতোই অত্যাচারী হোক না কেন, স্বদেশে তাঁরা স্বাধীনতার পূজারী। কিন্তু পরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা গেলো কেরানিকুলও যদি ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করতে হয়, তাহলে শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে। সুতরাং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বদল হলো। 'ক্যালকাটা রিভিউ' তে প্রকাশিত পুর্বোক্ত প্রবন্ধে সেযুগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে চারটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যেমন,

1 ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থাপিত বিদ্যালয়
2 অভিজাত গোষ্ঠীর পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়
3 মিশনারিদের উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয় ও
4 সরকারি বিদ্যালয়

পলাশির যুদ্ধেরও দশ বছর আগে প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় 'ফ্রী স্কুল' স্থাপিত হয় দরিদ্র-অনাথ খ্রীষ্টান ছাত্রদের জন্য। অনেকের মতে ইংরেজদের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত দাতব্য সংগঠনগুলির মধ্যে এটিই প্রথম। 1747 খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য একটি তহবিল তৈরি হয়। পরে আরো অনেকে অর্থদান করে বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সমৃদ্ধ করেন। 1756 খ্রিষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌল্লার সেনাবাহিনী ইংলিশ চার্চ ভেঙে ফেললে আবার তা গড়ে তোলার জন্য যে-অর্থ সংগৃহীত হয়, তার উদ্বৃত্ত অংশ বিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে জমা পড়ে। তাছাড়া জনৈক কনস্টানটিন ছয়-সাত হাজার টাকা দান করেন। বোম্বাই প্রদেশের গর্ভনর বাউরচিয় অনেক টাকা দিয়েছিলেন। সরকারি সাহায্যও নিয়মিত পেতো স্কুলটি।

বাউরচিয় বোম্বাইয়ের ছোটোলাট হবার আগে কলকাতার মাস্টার অ্যাটেনডান্ট ছিলেন। তাছাড়া ব্যবসা করেও তিনি প্রচুর টাকার মালিক হন। সে-সময়ে কলকাতার পৌরপ্রতিষ্ঠানের মেয়র এবং অল্ডারম্যানদের দপ্তরে বসে কাজকর্ম করা এবং সভাসমিতির জন্য আলাদা কোনো ঘর ছিলো না। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশে বাউরচিয় ওল্ড কোর্ট হাউসে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে সরকারকে দান করেন। তাঁর শর্ত ছিলো যে সরকার এর বিনিময়ে বার্ষিক চার হাজার আর্কট টাকা কোনো বিদ্যালয়ে (দাতব্য প্রতিষ্ঠান হওয়া চাই) দান করবেন। এই সব সাহায্য সত্ত্বেও ক্রমে দেখা গেলো যে পুরনো দাতব্য বিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের পুরো প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। তখন 'চ্যারিটি স্কুল' এবং 'ফ্রী স্কুল সোসাইটি' (ডিসেম্বর 1789) তহবিল একত্র ক'রে বিদ্যালয়টি আরো সমৃদ্ধির পথে এগোয়। 1813 খ্রিষ্টাব্দ থেকে ডে-স্কলার বা অনাবাসিক ছাত্র নেওয়াও শুরু হয়। বৈতনিক ছাত্রদের জন্য একটি বিভাগ খোলা হয় 1817 খ্রিষ্টাব্দ থেকে। ইংরেজি শিক্ষার এই আদি প্রতিষ্ঠানটিতে ছেলে-মেয়ে উভয়েই পড়তে পারতো।

'ফ্রী স্কুলের' জনপ্রিয়তায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে জনৈক আর্চার 1800 খ্রিষ্টাব্দে ছেলেদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সে যুগে আর্চার-এর স্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো ফ্যারেল-এর সেমিনারি এবং 'ধর্ম্মতলা একাডেমি'। তাছাড়া হ্যালিফ্যাক্স, লিন্ডস্টেড্ট ও ড্রেপার-এর স্কুলেরও অল্প-বিস্তর খ্যাতি ছিলো।

ডিরোজিওর জীবনীকারদের অনেকেই শেরবোর্নের স্কুলের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'ক্যালকাটা রিভিউ'-তে প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এই পাঠশালা বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। শেরবোর্নের মা ছিলেন ব্রাহ্মণকণ্যা। তিনি প্রাচীন প্রথামতো গুরুদক্ষিণা নিতেন। চিৎপুরে অবস্থিত তাঁর বিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ ছাত্রদের অন্যতম হলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর এবং ডিরোজিওশিষ্য রামগোপাল ঘোষ। কৈলাসচন্দ্র বসু তাঁর 'রামগোপাল ঘোষ' বিষয়ক পুস্তিকায় শেরবোর্নের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে পাই তিনি 'কালো মাঝারি উচ্চতাবিশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট গড়নের ছিলেন'। তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ বিষয়ে কৈলাসচন্দ্র বসু লিখেছেন, 'আজও অনেকে সপ্ততিবর্ষীয়েরা আছেন, যাঁরা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি শিখেছিলেন শেরবোর্ন-এর স্কুলে এবং তাঁদের বিদঘুটে উচ্চারণ 'চীনেবাজারের দোকানদারদের মধ্যে শোনা যায়'।[3]

এবারে এদেশীয়দের প্রচেষ্টায় স্থাপিত ইংরেজি বিদ্যালয়গুলির কথা বলা দরকার। 1793 খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ইউনিয়ন স্কুল' বোধহয় এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। রাজা রামমোহন নাকি হিন্দু কলেজের (1817) পূর্বে একটি অবৈতনিক ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেছিলেন।[4] তিনি তাঁর বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডমস-এর সাহায্যে 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল' নামে আরেকটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। 1850 খ্রিষ্টাব্দে দেখতে পাই এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা একশো। এর পরেই নাম করতে হয় গৌরমোহন আঢ্য প্রবর্তিত 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'-র। 1823 খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের একজন হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 1850 খ্রিষ্টাব্দে এই স্কুলে 585 জন পড়তো। একই সময়ে 'শীলস ফ্রী কলেজে' শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো 300।

বোঝাই যাচ্ছে যে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা ক্রমে বাড়ছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত স্কুলগুলির মতোই ভারতীয় পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশেরই মান খুব একটা উন্নত ছিলো না। গৌরমোহন আঢ্য তো উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের সামনে স্বীকারই করতেন যে তাদের পড়াবার মতো যোগ্যতা তাঁর নেই। তবে স্কুলের হিতসাধনে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন।

কিন্তু বিদ্যালয় বলতে যেরকম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার মিলনস্থল বোঝায়, সেরকম চেহারা বেশির ভাগ স্কুলেরই ছিলো না। সেই অর্থে এর পরিবেশ ছিলো সংকীর্ণ এবং সাম্প্রদায়িক। একই ক্লাসঘরে পাশাপাশি ইউরোপীয়, ইউরেশীয় এবং অন্যান্য ভারতীয় ছাত্র পড়ছে, সে যুগে এ দৃশ্য সত্যিই বিরল ছিলো। সেদিক দিয়ে উজ্জ্বল

ব্যতিক্রম 'ধর্ম্মতলা একাডেমি' । এই বিদ্যায়তন সব সম্প্রদায়, সব শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য অবারিত দ্বার ছিলো । 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার 1830 খ্রিষ্টাব্দের 20 ডিসেম্বরের সংখ্যায় এই মন্তব্য করা হয় :

It was very pleasing to see so many Hindoo youths, as belong to this School (Durrumtollah Academy), besides their Chirstian fellow students entering the same lists with them, and with them contending for fame. Slight beginnings of this nature may, imperceptibly pave the way to a general amalgamation among the two communities, and be the means of bringing us nearer to our Native fellow subjects than the course of circumstances has hitherto permitted. Friendships and attachments formed in early life among some of those whom we had the gratification of seeing in the same classes on Saturday last, community of thought and sentiment, and other matters which from their apparently trivial nature, searcely enter into the calculation, may, ere long, make us well acquainted with the hearth stones and household gods of those among we live as utter strangers, and over whom we rule without having the means of being well acquainted with their domestic and social wishes and opinion.[5]

(*The Days of John Company : Selections from Calcutta Gazette 1824-1832*, Compiled and edited by Shri Anil Chandra Das Gupta, থেকে সংকলিত ।)

'ধর্ম্মতলা একাডেমি'র প্রাক্তন ছাত্র হরিদাস বসু স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে :

29 ডিসেম্বর 1821 16 পৌষ 1228

ইম্তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা ।— মোকাম কলিকাতাতে যেখানে ২ ইঙ্গরেজী পাঠশালা আছে তাহার পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে যে বড় দিনের সময়ে সেখানকার তাবৎবালকের পরীক্ষা হয় তাহাতে যে ২ বালকেরা পূর্ব্ব বৎসর হইতে পর বৎসরে অধিক বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে তাহারা স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি পারিতোষিক পায় । তাহাতে ২১ ডিসেম্বর শুক্রবার ধর্ম্মতলার শ্রীযুত ড্রমন্দ সাহেবের স্কুলে পরীক্ষা সময়ে কলিকাতার শ্রীযুতবাবু গোপীকৃষ্ণ দেবের জামাতা শ্রীযুত হরিদাস বসু উঠিয়া সকলের সাক্ষাৎকারে কহিলেন যে আমি এই স্কুলে পাঁচ বৎসর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলাম ইহাতে স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবদের আমার প্রতি যেমত অনুগ্রহ তাহা আমি কহিয়া কি জানাইব এবং এই সংসারে যত দান আছে বিদ্যাদানের তুল্য কোন দান নহে এই বিদ্যা আমাকে দান করিয়াছেন অতএব আপনাদের অনুগ্রহেতে আমি কৃতবিদ্য হইয়া কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করি ইহা কহিয়া অতি মনোদুঃখে বিদায় হইলেন । পরে অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহার বাক্যেতে তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক এক কেতাব দিলেন ও তাহার উপায়ের সৎ পরামর্শ তাহারা দিলেন ।

('সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খন্ড (1818-1830) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, 1377 বঙ্গাব্দ, পৃ 35 থেকে উদ্ধৃত)

বস্তুত শুধুমাত্র এই কারণেই 'ধর্ম্মতলা একাডেমি'র বিশেষ গুরুত্ব ও গৌরব আছে। যদিও আরো বহু বিষয়ে স্কুলটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আসলে ডেভিড ড্রামন্ড ছিলেন মহৎ অর্থে পেশাদার শিক্ষক। তিনি পন্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্য তাঁর সহৃদয়তাকে আচ্ছন্ন করেনি। সেজন্য কঠিন শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো সহজ ও সুন্দর। তিনি স্কুলে যেসব নতুন ব্যবস্থা প্রর্বতন করেছিলেন, তার মধ্যে আছে ঃ 1 বার্ষিক পরীক্ষাগ্রহণ 2 ভূগোল পড়াবার জন্য গ্লোবের ব্যবহার 3 ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণের রীতিমতো পঠনপাঠন 4 ইংরেজি সাহিত্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা 5 রোমান ক্লাসিক্স পাঠের সূচনা। তাঁর বিদ্যালয়ের বিপুল জনপ্রিয়তার কাছে নিষ্প্রভ হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ফেরেল-এর সেমিনারি।

1826 খ্রিষ্টাব্দের 12 জানুয়ারি 'গভর্নমেন্ট গেজেটে' ধর্ম্মতলা একাডেমিতে গৃহীত পরীক্ষার বিষয়সূচি এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা প্রকাশিত হয়। তা থেকে পাঠক্রম সম্পর্কে অনেক তথ্য আমরা জানতে পারি। যেমন ওখানে ভাষাশিক্ষার মধ্যে ছিলো ইংরেজি, ফরাশি, ল্যাটিন, গ্রীক, ফারশি এবং বাংলা। তাছাড়া গণিত এবং বুককীপিং, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি এবং বীজগণিতও পড়ানো হতো। সবচেয়ে কম ছাত্র ছিলো বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির ক্লাসে— মাত্র দুজন। তারপরেই গ্রীক — ছাত্রসংখ্যা তিনজন। বাংলা ও ফারশি ক্লাসে ছিলো পাঁচজন করে। অঙ্কনবিদ্যাও শেখানো হতো। পুরস্কারপ্রাপকদের মধ্যে কিষেণচন্দ্র দত্ত, তারে (তারা) নাথ মল্লিক, হরিলাল বসাক, দয়ালচন্দ্র দে প্রমুখের নাম দেখতে পাই।

ড্রামন্ড প্রবর্তিত বার্ষিক পরীক্ষা-ব্যবস্থা শুধু অভিনব নয়, ছেলে-শিক্ষক-অভিভাবকদের কাছে পালাপার্বণের মতোই আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিলো। তখন পরীক্ষা নেওয়া হতো প্রকাশ্যে সর্বসাধারণের সামনে — পরীক্ষকেরা ছিলেন বহিরাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। তাঁদের মধ্যে একজন পরীক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতেন। উত্তর সঠিক হলে তুমুল হর্ষ-এবং কর-ধ্বনির মধ্যে ছাত্রটি অভিনন্দিত হতো। পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ছিলো। বুককীপিং পরীক্ষাতেও বেশ রোমাঞ্চ ছিলো। শহরের নামজাদা হিসাবপরীক্ষক লেজার পোস্টিং-এর কাজ দিতেন। হলে বসেই সেটি করতে হতো। আমাদের ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই দিনগুলিতে যখন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হ্যালিফ্যাক্স প্রশ্ন করেছেন কিশোর ডিরোজিওকে। আর ঠিক জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে সপ্রশংস করতালি, ডিরোজিও তাঁর শ্রদ্ধাভাজন গুরু ড্রামন্ডের কাছ থেকে পদক গ্রহণ করছেন। আবৃত্তি এবং অভিনয়েরও ব্যবস্থা থাকতো। এ ব্যাপারেও ডিরোজিও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন ড্রামন্ড। বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি দরাজভাবে পয়সা খরচ করতেন। তিনি জানতেন যে বার্ষিক পরীক্ষা অথবা পুরস্কার বিতরণী সভা অন্য সামাজিক অনুষ্ঠানের মতোই – মহিলার উপস্থিতি ছাড়া শোভাহীন। তাই তিনি তাঁর এক বান্ধবীকে বল নাচের আসর এবং ভোজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সদলবলে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের দিন উপস্থিত হতে রাজি করান।

ডিরোজিওর সঙ্গে 'ধর্ম্মতলা একাডেমির' যোগাযোগ কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। মৃত্যুর নয়দিন আগেও তিনি তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন পরীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (দ্বিতীয় খণ্ড)য় নিম্নলিখিত খবরটি পাই :

24 ডিসেম্বর 1831 10 পৌষ 1238

> ধর্ম্মতলা একাডিমি। – ১৭ তারিখে ইহার পরীক্ষা দর্শান অনেক সাহেব বিবি ও হিন্দু লোক এবং শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর আগমন করিয়াছিলেন এবং ইম্‌তেহান ডাক্তার এডেম ও মেষ্টর ডিরোজিউ সাহেব কর্তৃক নীত হইল। আর ছাত্রদের "এক্‌ট ও স্পিচ" ইত্যাদি অবলোকন করিয়া আমোদিত হইলেন।

এবার আমরা একটি বিতর্কিত প্রশ্নে আসি। ড্রামন্ড কি নাস্তিক ছিলেন ? তাঁর স্কুলে কি নাস্তিক্যবাদ শিক্ষা দেওয়া হতো ? টমাস এডওয়ার্ডস বলেছেন যে ড্রামন্ডের স্কুলের জনপ্রিয়তা কমে যাবার অন্যতম কারণ হলো ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি। তিনি তাঁর গ্রন্থে এরকম ইঙ্গিত করেছেন যে আর্চডেকন ডিয়ালট্রির নেতৃত্বে যাজকসম্প্রদায় মোটামুটি সার্কুলার রোডে অবস্থিত একটি বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, যেটি নাকি কলকাতার একমাত্র স্কুল, যেখানে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা দেওয়া হয় বলে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরতো[7]। বিনয় ঘোষ তাঁকে একেবারে 'ঘোর সংশয়বাদী' বলেছেন। তিনি তাঁর 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' গ্রন্থে লিখেছেন :

> ঈশ্বর যদি কেউ থাকেন তো থাকুন, যাঁদের অফুরন্ত অবসর আছে তাঁরা স্বর্গলোক কোথায় তার হদিশ করুন, কিন্তু ইহজীবনে মানুষই ঈশ্বর। মানুষই তার সর্বময় প্রভু, এবং মানবচিন্তাই ঈশ্বরচিন্তার নামান্তর। মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই পৃথিবীতে। ঘোর সংশয়বাদী ও যুক্তিপন্থী ড্রামন্ড একথা কেবল যে বন্ধুদের বা সমদর্শীদের বলতেন তা নয়, মধ্যে মধ্যে ছাত্রদেরও শোনাতেন, এবং ছাত্রদের কর্ণেই যে কেবল তা প্রতিধ্বনিত হত তা নয়, কিঞ্চিৎ রেশ তার মর্মেও পৌছত। (ঐ, দ্বিতীয় সং,পৃ. 31)

কী ভিত্তিতে বিনয় ঘোষ এই মন্তব্য করেছেন জানি না। কেননা ক্লাসঘরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করলে সেযুগে কোনো হিন্দু পড়তো কিনা সন্দেহ। অন্য ধর্মীয়

সম্প্রদায় সম্পর্কেও একই কথা বলে চলে। ড্রামন্ডশিষ্য ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে কর্মচ্যুত করার সময়ে একটি অভিযোগ ছিলো যে তিনি নাস্তিক। কলেজে, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্ররা পড়ে, সেখানেই যদি এরকম হলুস্থুল কাণ্ড হতে পারে তো বিদ্যালয়ে আরো আলোড়ন হবে, এটাই স্বাভাবিক। সেযুগের সংবাদপত্রগুলিতে স্কুল-কলেজগুলি সম্পর্কে যেসব খবর বেরতো, তাতে মাঝে মাঝে এরকম মন্তব্য থাকতো অমুক স্কুলে নাস্তিকতা শিক্ষা দেওয়া হয় না। বস্তুত এ বিষয়ে অভিভাবক-সম্পাদক সবাই খুব সর্তক ছিলেন। প্রসঙ্গত 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' প্রসঙ্গে একটি খবর উদ্ধৃত করছি। এটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'-র দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

25 ফেব্রুয়ারি 1832 18 ফাল্গুন 1238

> ...আমরা অনুমান করি এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর হইল স্থাপন হইয়াছে এ পর্যন্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্য ভদ্র লোক ঐস্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না এবং যে সকল পুস্তকাদি পাঠে নাস্তিক হয় তথায় পাঠ হয় না (পৃ. 57-58)

বস্তুত আমাদের হাতে যে তথ্য আছে তাতে ড্রামন্ডের স্কুলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসের কথা বলা তো দূরের কথা, তিনি নিজে সংশয়বাদী অথবা নাস্তিক ছিলেন কিনা তাও জোর করে বলা মুশকিল। পূর্বোক্ত 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে ড্রামন্ডের জবানবন্দিতে বলা আছে ঃ

> আমি ছেলেদের ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষাদানে স্থির সংকল্প। এ যাবৎ এ বিষয়ে খুবই কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি তাদের প্রতি রবিবার গির্জাতে নিয়ে যাবো এবং সভ্যতা-ভব্যতা শেখাবো। এটা মিস্টার মেজার অথবা ওয়ালেসের পক্ষে যতোই সংকীর্ণ মনে হক, আমার অহঙ্কারে লাগবে না ; এতে শুধু ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যপালনই হবে না, মানুষেরাও তারিফ করবে।[8]

ড্রামন্ডের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় অখ্রিষ্টান ছাত্রদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলো না। যাই হোক, স্বয়ং ড্রামন্ডের সাক্ষ্যে বলা যায় যে তাঁর স্কুল নিয়মশৃঙ্খলার জন্য প্রসিদ্ধ হলেও এখানে ধর্মবিরোধী শিক্ষা দেওয়া হতো না।

ড্রামন্ড ছিলেন একই সঙ্গে ভোগবাদী এবং উদার মানবতাবাদী। ভালো থাকা, ভালো খাওয়া, ভালো পরা এগুলিকে তিনি বিশেষ মূল্য দিতেন। 'বুনো রামনাথে'র আদর্শ তাঁকে কখনো অনুপ্রাণিত করেনি। তাঁর জীবনযাত্রা বিষয়ে কিছু বলার আগে তিনি কী ক'রে 'ধর্ম্মতলা একাডেমি'র মালিক হলেন, সেটা জানা দরকার।

ড্রামন্ড যখন শিক্ষকরূপে যোগ দেন, তখন 'ধর্ম্মতলা একাডেমি'র মালিক ছিলেন মিস্টার মেজারস এবং মিস্টার ওয়ালেস। তদানীন্তন 'ওল্ড লিটল থিয়েটার'-এর স্বত্বাধিকারী মিস্টার মরিস থাকতেন ওয়ালেস-এর সঙ্গে। ওয়ালেস মরিসকে পরামর্শ দিলেন নতুন করে পুরনো থিয়েটারকে চালু করতে যা নয়া থিয়েটারকে ছাড়িয়ে যাবে। ওয়ালেস এই থিয়েটার নিয়ে এমন মেতে উঠলেন যে তিনি ভুলে গেলেন তাঁর প্রাথমিক বৃত্তি শিক্ষকতা। স্কুলের অনেককেই তিনি দলে টানলেন। ড্রামন্ডকেও নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মিস্টার মেজারস-এর হস্তক্ষেপে তা আর সম্ভব হয়নি। ওয়ালেস তখন থিয়েটার নিয়ে এতোই মত্ত যে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে তিনি তাঁর মেয়েকে মঞ্চে নামালেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন দাম্ভিক, নিজে যেটা ভালো মনে করতেন সেটাই করতেন। একজন শিক্ষকের মেয়ে মঞ্চাভিনেত্রী — সে যুগে এ নিয়ে নিশ্চয় খুব হৈ চৈ হয়েছিল। অন্তত এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ওয়ালেস এবং মেজারস-এর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ড্রামন্ড লিখেছেন যে তাঁর ধারণা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত মেজারসই স্কুল পরিচালনা থেকে সরে দাঁড়াবেন আর ওয়ালেস একাই মালিক হবেন। তাহলে ড্রামন্ডের চাকরি রাখা মুশকিল হতো, কেননা তিনি অভিনয় করতে রাজি না হওয়ায় ওয়ালেস তাঁর ওপর চটে ছিলেন। কিন্তু পরে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে ওয়ালেস বিদ্যালয়ের স্বত্ব ত্যাগ করেন। মেজারস-এর সঙ্গে তাঁর আরো চুক্তি হয় যে পরবর্তী দু-বছরের মধ্যে তিনি বঙ্গদেশের কোথাও নতুন স্কুল করতে পারবেন না।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। পূর্বোক্ত ঘটনা থেকে এমন কথা মনে করবার কারণ নেই যে ড্রামন্ড অভিনয়বিরোধী ছিলেন। বরং ঠিক উল্টো —তিনি আবৃত্তি এবং অভিনয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এ ব্যাপারে ডিরোজিও প্রমুখের হাতেখড়ি ড্রামন্ডের বিদ্যালয়েই। তিনি তখনকার দিনে তিন হাজার টাকা খরচ করে স্কুলে একটি মঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন।

যাই হোক, আমরা আগের ঘটনায় ফিরে আসি। মেজারস ড্রামন্ডকে ডেকে বললেন যে একা তাঁর পক্ষে স্কুল পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তিনি যদি অংশীদার হতে রাজি থাকেন তো কয়েকদিনের মধ্যে তাঁকে জানাতে হবে। ড্রামন্ড হিসেব করে দেখলেন যে এর ফলে তাঁর মাসিক আয় দাঁড়াবে পাঁচশো টাকা। মেজারস তাঁকে আরো বলেছিলেন যে এক বছর বাদে তিনি পুরো স্বত্ব কিনে নিতে পারেন। এই হলো ড্রামন্ডের মালিক হবার ইতিহাস। 1831 খ্রিষ্টাব্দে ড্রামন্ড অবসর গ্রহণ করলে স্কুলটির অধিকারী হন জনৈক উইলসন। কিন্তু তখনও বিদ্যালয়টি ড্রামন্ড ও উইলসনের 'ধর্ম্মতলা একাডেমি' নামে পরিচিত ছিলো।

ড্রামন্ড থাকতেন রাজার হালে। তিনি এন্টালিতে একটি বাগানবাড়ি কিনেছিলেন। সেখানে দর্শন এবং সাহিত্যচর্চার সঙ্গে খানাপিনা লেগেই থাকতো। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বর্ণনা তিনি নিজে দিয়ে গেছেন ঃ

> সকালে একজন বশংবদ চাকর এসে হাজির হয় ঘরদোর সাফ করবার জন্য। আরেকজন দাসের মতো আসে আমার মুখ-হাত-পা ধোবার সময়ে জল ঢেলে দিতে। সে আমার পোশাক পরিয়ে দেয়, জুতোর ফিতে বাঁধে আর খাবার সময়ে টেবিলের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে হুকুম তালিম করতে। প্রাতরাশের পর স্কুলে যাই, দুটো পর্যন্ত সেখানে থাকি। এই হলো সারাদিনের কাজ। সান্ধ্যভোজ সারি পাঁচটায়। যদি বাইরে বেরোই তো চারজন অথবা ছয়জন বেহারায় টানা পাল্কিতে চাপি। কোনো ইউরোপীয়ানকে হেঁটে চলাফেরা করতে দেখলে সেটা হবে ক্ষমাহীন অপরাধ। ইউরোপীয় কোট ছাড়া, যেটা এই ঋতুতে পরা চলে, আমার পরনে সব সময়ে থাকে সেরা মসলিনের পোশাক — চাকরবাকরদের হাতে ধবধবে করে কাচা। আর আমি রোজিই পোশাক পাল্টাই। গরমকালে কেউ কেউ ঘন ঘন পোশাক বদল করে।
> এই প্রাচুর্যের দেশে ইউরোপীয়ানরা সবাই সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং মহিলা। তারা তোমার চেয়ে ভালো খানাপিনা করে এবং ঘুমোয়। অর্ধেকটা সময় আমাদের কাটে আমোদপ্রমোদে। এখানে আমরা রাজার মতোই অভ্যর্থনা এবং খাতির পেয়ে থাকি।[10]

পোশাক-আশাকে ডিরোজিও গুরুর মতোই কেতাদুরস্ত ছিলেন। তাঁর বাড়িতেও নিয়মিত আড্ডা বসতো। তবে গুরুর মতো তাঁর বল নাচ প্রীতি ছিলো কিনা জানা যায় না।

ড্রামন্ড তাঁর স্কুলে নৃত্যশিক্ষারও প্রবর্তন করেছিলেন। ব্যাপারটি 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'- এর জীবনী লেখক অনুমোদন করেননি। তাঁর মতে, ছেলেমেয়েদের যৌথ নৃত্যব্যবস্থা ক্ষতিকর। তার ফলে তাদের আগ্রহ লেখাপড়ার চেয়ে অন্য ব্যাপারে বেশি লক্ষ্য করা যায়। তিনি দেখেছেন, যেসব মেয়েদের দুধের দাঁত পর্যন্ত পড়েনি, তারাও ছেলেবন্ধুদের স্তোকবাক্য শুনে এমনভাবে 'ছি ছি যাঃ' বলে যে বয়স্কদেরই অধোবদন হতে হয়। পরে অবশ্য স্কুল থেকে নৃত্যশিক্ষা উঠে যায়, কিন্তু ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয় পরিবারের মধ্যে এর প্রচলন ছিলো। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে 'ধর্ম্মতলা একাডেমি'তে কি পরে সহশিক্ষার প্রচলন হয়েছিল ? কেননা পুর্বোক্ত জীবনী লেখকের রচনা থেকে ধারণা হয় ছেলে-মেয়েদের এক সঙ্গেই নাচ শেখানো হতো। 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' (খন্ড 27 ক্রমিক সংখ্যা 53-54 জানুয়ারি-জুন 1928)-এ জনৈক এইচ. ডব্লু. বি. মনরো লিখেছিলেন যে 1830 খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ড্রামন্ডের 24 ধর্ম্মতলা স্ট্রীটস্থ স্কুলে স্থাপিত হয় 'দুপ্যাঁর ডান্সিং অ্যাকাডেমি'।

দেড় দশক পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বিদ্যালয় চালিয়েছিলেন ড্রামন্ড। তারপর তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাঁর অবসর নেবার কথা আগেই বলা হয়েছে।

এমনিতেই অভিভাবকেরা ক্রমশ ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি বিষয়ে আস্থা হারাচ্ছিলেন। কেননা মালিক অসুস্থ হলে অথবা কোনো কারণে অনিয়মিত হলে স্কুলের পঠনপাঠন এবং শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়তো ড্রামন্ডের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এদেশে ইংরেজ শাসন যতোই কায়েম হচ্ছিলো, পাশ্চাত্যরীতিতে সুশিক্ষার চাহিদা ততোই বাড়ছিল। শুধু চাকরির জন্য লেখাপড়া নয়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দিকে ঝোঁক দেখা দিলো। ড্রামন্ড একা হয়ে পড়ায় এবং শরীরও অপটু থাকায় নতুন যুগের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিলেন না। তৃতীয়ত, ড্রামন্ডের স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইউরেশীয় সম্প্রদায়। তাঁরা ক্রমশ নিজেদের দাবিদাওয়া এবং অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা চাইছিলেন এমন শিক্ষ্যব্যবস্থা যা শুধু অর্থকরী নয়, আধুনিক যুগের উপযোগী। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই এই দিকে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। 1823 খ্রিষ্টাব্দের পয়লা মার্চ জন মিলার রিকেটস-এর উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দ্য পেরেন্টাল একাডেমি'। উদ্যোক্তাদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর কয়েকজন একই বছরে স্থাপন করলেন 'দ্য ক্যালকাটা গ্রামার স্কুল'। ক্রমে ক্রমে এরাই ড্রামন্ডের স্কুলের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। অবশেষে মার্স্টার্স পরিচালিত 'ভেরুলাম একাডেমি'র সঙ্গে 'ধর্ম্মতলা একাডেমি' মিলিত হয়। কিন্তু মার্স্টার্স 'লা মার্টিনিয়ার'-এর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হলে পূর্বোক্ত বিদ্যালয়টি উঠে যায়।

'দ্য ক্যালকাটা গ্রামার স্কুল' সে যুগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই স্কুলে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং দেশীয় ভাষা পড়ানো হতো। এর বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আছেন সি. জে. মন্টেগু, যাঁর লেখা ড্রামন্ডের জীবনী বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান উপকরণ। তাঁর অন্যান্য রচনা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। তিনি পরে ঐ স্কুলেরই শিক্ষক হন। মন্টেগু লিখেছেন যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও তাঁর এবং লরিমর-এর চেষ্টায় স্কুলটি ভালোই চলছিল। তাঁদের প্রধান প্রতিযোগী ছিলো 'লা মার্টিনিয়ার' (প্র. মার্চ 1836)।

ড্রামন্ডের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অবসর নেবার কিছু আগে আগমন হলো আলেকজান্ডার ডাফের। ডাফ-ড্রামন্ড পরস্পরের কতটা পরিচিত ছিলেন জানি না। কিন্তু ডিরোজিও-ডাফের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ না হলেও 'ইয়ং বেঙ্গল' দলকে কেন্দ্র করে স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হলো। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ডিরোজিওর একাধিক শিষ্য ডাফের কাছে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক ডাফ কতটা সফল তা

নিয়ে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু বাইবেল অবশ্যপাঠ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্কুলগুলির জনপ্রিয়তা তুলনাহীন। 1843 খ্রিষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডের চার্চ বিভক্ত হলে ডাফ নিমতলায় 'ফ্রী চার্চ ইন্‌স্টিটিউশন' স্থাপন করেন। 1850 খ্রিষ্টাব্দে তার ছাত্রসংখ্যা বলা হচ্ছে 1400 জন।

নতুন যুগে নানা কারণে শিক্ষার জগৎ থেকে ধীরে ধীরে সরে গেলেন ডেভিড ড্রামন্ড। শিক্ষক ছাড়াও স্বাধীন চিন্তাবিদরূপে ড্রামন্ডের খ্যাতি ছিলো। তিনি কিছুদিন 'ক্যালকাটা ফ্রেনোলজিক্যাল সোসাইটি'র উৎসাহী সদস্য ছিলেন। 1825 খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর প্যাটারসনের উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা হয়। ড্রামন্ড কিন্তু শিগ্‌গিরই এই ফ্রেনোলজির চর্চায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। পূর্বোক্ত সোসাইটিতে পঠিত কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ে তাঁর আপত্তি লিপিবদ্ধ করেন, যেটি 1829 খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ফ্রেনোলজিক্যালে সোসাইটি বিষয়ে বিশদ বিবরণ টমাস এডওয়র্ডস-এর ডিরোজিওর জীবনচরিতে পাওয়া যাবে।

1829 খ্রিষ্টাব্দেই ড্রামন্ড স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সিঙ্গাপুরে যান। ঠিক কতদিন তিনি ওখানে ছিলেন বলা মুশকিল। 1831 খ্রিষ্টাব্দে তাঁর স্কুলের হস্তান্তর হয়। সেই সময়ে তাঁর কলকাতায় থাকাটাই স্বাভাবিক। একই বছরে 26 ডিসেম্বর ডিরোজিওর মৃত্যু হয়। কিন্তু তখনকার যে কয়টি পত্র-পত্রিকায় ডিরোজিওর শোকসভার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ড্রামন্ডের উপস্থিতির কোনো উল্লেখ নেই। কলকাতায় থেকেও তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্রদের শোকসভায় থাকবেন না, এটা অবিশ্বাস্য। 1831 খ্রিষ্টাব্দের পয়লা জুলাই ইউরেশীয় সম্প্রদায় পার্লামেন্টে দ্বিতীয় আবেদন পাঠাবার জন্য টাউন হলে সভা করেন। জে. ডব্লু. রিকেটস সভাপতি ছিলেন আর প্রধান বক্তা ডিরোজিও। এই সভায় ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ড্রামন্ড উপস্থিত ছিলেন দেখতে পাই। ডিরোজিও বিষয়ে তিনি যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তা-ও অনেক পরে — তাঁর সম্পাদিত 'উইকলি এগজামিনার' কাগজের 16 আগস্ট এবং 26 সেপ্টেম্বর (1840 খ্রিষ্টাব্দের) সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি একমাত্র ইলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ ছাড়া ডিরোজিওর আর কোনো জীবনীকার দেখেননি। তিনি তাঁর বইতে এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। তাতে প্রিয় ছাত্র বিষয়ে একটি লাইন আছে, ডিরোজিও ছিলেন, 'The pride of his countrymen and the darling of all who knew him.'

স্কুলটি উঠে যাওয়ায় বেশ আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়লেন ড্রামন্ড। ভোগবিলাস এবং দানধ্যান — উভয় ব্যাপারেই তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। স্যান্ডফোর্ড আর্নট তাঁর 'হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ' ('ফারশি ব্যাকরণ' — লিখেছেন টমাস এডওয়র্ডস এবং বিনয়

ঘোষ)-এর উৎসর্গপত্রে ডেভিড ড্রামন্ড বিষয়ে লিখেছেন, 'যিনি প্রাচ্যের ভোগবিলাসের মধ্যে অত্যন্ত সার্থকভাবে মেটাফিজিক্স এবং স্কটল্যান্ডের কাব্যদেবীর চর্চা করেছেন'। কিন্তু অভাব এবং অসুখ তাঁর জীবনযাত্রা বদলে দিলো। জনপ্রিয় মানুষটি ক্রমশই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলেন। তার্কিক হিসেবে বিভিন্ন বিতর্কসভায় প্রায়ই তাঁর ডাক পড়তো। তিনি সুবক্তা ছিলেন, যদিও সমসাময়িক সাক্ষ্যে বলা যায় তিনি পরমত অসহিষ্ণু ছিলেন। তবে তাঁর মতো বাগ্মিতার খ্যাতি ডিরোজিওর ছিলো না। ডিরোজিওর মতামত যুক্তিপূর্ণ ছিলো, বক্তব্য স্পষ্ট ছিলো, কিন্তু ড্রামন্ড অনর্গল বলে যেতে পারতেন। সব মিলিয়ে ড্রামন্ড ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তি।

শরীর একটু ভালো হলে ড্রামন্ড জীবিকানির্বাহের জন্য পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করলেন। 1840 খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'দ্য উইকলি এগজামিনার' প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে বেশিদিন চালাতে পারেননি ড্রামন্ড। 1841 খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। টমাস এডওয়র্ডস লিখেছেন যে 'উইকলি এগজামিনার' বেরোয় 1839 খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দ্বিতীয় খন্ডে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা থেকে নিম্নলিখিত খবরটি সংকলিত হয়েছেঃ

21 মার্চ 1840 9 চৈত্র 1246

[ধর্ম্মতলার একাডিমিক নামক বিদ্যালয়ের পূর্ব অধ্যক্ষ]

> মেষ্টর ড্রামন্ড সাহেবের সাপ্তাহিক একজামীনের এবং কলিকাতা লেটররি রেজেষ্টর নামক অভিনব সংবাদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়াছি।

পত্রিকাটি সুগৃহীত হয়েছিন মনে হয়। শুরুতে পাঁচশো জন গ্রাহক হন। লেখক তালিকায় মোটামুটি নিয়মিত ছিলেন ড্রামন্ডের দুই বন্ধু. ডক্টর জন গ্র্যান্ট এবং ডি. এল. রির্চাডসন। কিন্তু 'ইংলিশম্যান'-এর তৎকালীন সম্পাদক স্টকলার ড্রামন্ডের পত্রিকাকে সুনজরে দেখেননি। একবার স্টকলার-এর থিয়েটার বিষয়ক প্রবন্ধ সর্ম্পকে ড্রামন্ড কটাক্ষ করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে গ্রাহক থাকতে অস্বীকার করেন।

টমাস এডওয়র্ডস-এর মতে, পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়নি। কেননা ড্রামন্ডের ভাষা ছিলো মার্জিত, শাণিত — সাধারণ পাঠকের উপযোগী নয়। সংবাদপত্রের গ্রাহকেরা চাইতো উত্তেজনা — প্রথম আফগান যুদ্ধের তখন অন্তিম অবস্থা। লোকেরা সাগ্রহে টাটকা খবরের আশায় থাকতো। কিন্তু নতুন খবর সংগ্রহের সামর্থ্য ড্রামন্ডের ছিলো না, তিনি বাসি খবরের ওপর টীকা-টিপ্পনী লিখতেন। তাছাড়া তথ্যের চেয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর উৎসাহ বেশি ছিলো। পত্রিকাটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এ-বিষয়ে

নিশ্চিতভাবে কিছু বলা মুশকিল। অবশ্য ম্যাজ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে টমাস এডওয়র্ডস 'উইকলি এগজামিনার' দেখেননি।

পত্রিকাটি উঠে গেলে ড্রামন্ডের গ্রাসাচ্ছাদন চলতো 'হরকরা' পত্রিকায় লিখে। তাঁর দুই বন্ধু জন গ্র্যান্ট এবং ডি. এল. রির্চাডিসন তাঁকে আর্থিক সাহায্যে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ড্রামন্ডের আত্মমর্যাদাবোধ এমন প্রখর ছিলো যে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত ড্রামন্ডের চরিতকার তাঁর শেষ জীবনের একটি অন্তরঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন। ড্রামন্ডের সময়ে ফাউন্টেন পেনের প্রচলন ছিলো না। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে উক্ত লেখক এবং তাঁর বন্ধু ড্রামন্ডের সঙ্গে যখন দেখা করতে যান, তখন তিনি 'হরকরা'-র জন্য লেখায় ব্যস্ত। তাঁদের দেখে ড্রামন্ড বললেন, 'দৃষ্টিশক্তি এখন ক্ষীণ; একাজের আমি আর যোগ্য নই। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বেচারা আমার কলমগুলি বানায়। কিন্তু কোনো সুদক্ষ কারিগর যদি এমন কলম তৈরি করতে পারতো যাতে এখনকার চেয়ে অনেক বেশিক্ষণ কলমে কালি থাকে! যখনই দোয়াতদানিতে কলম ডোবাই, আমার চিন্তার স্রোত ব্যাহত হয় — ধারাবাহিকতা থাকে না আর আমি অনুভব করি যে ছিন্নসূত্র জোড়াতালি দিতে আমি অক্ষম।' ঝরনা কলম কিন্তু তার আগেই ইউরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে।

চোখের আড়াল থেকে মনের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন ডেভিড ড্রামন্ড। তাঁকে শেষবারের মতো সাধারণ্যে দেখা যায় তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে টাউন হলে। উপলক্ষ ছিলো মেকানিক্স ইন্‌স্টিটিউটের বার্ষিক সভা। প্রধান বক্তা ছিলেন র্জজ টমসন। 1842 খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর এদেশে র্জজ টমসনকে নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন পার্লামেন্টের সদস্য এবং ভারতহিতৈষী বলে খ্যাতি ছিলো তার। তিনি ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। উইলিয়ম অ্যাডাম প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'র তিনি সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি তাঁর সম্পাদিত 'বৃটিশ ইন্ডিয়া অ্যাডভোকেট' পত্রিকায় ভারতবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে জনমত সংগঠনে সবিশেষ প্রয়াসী হন। এদেশে টমসনের ভূমিকা বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু সেযুগে তিনি বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষত ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিলেন। তাঁর বাগ্মিতাও ছিলো অসাধারণ। যাই হোক, পূর্বোক্ত সভায় টমসনই ছিলেন প্রধান আকর্ষণ—ড্রামন্ডকে কে আর মনে রেখেছে? ড্রামন্ড যখন বক্তৃতা দিতে উঠলেন, তখন চাপা গলায় গুঞ্জন শোনা গেলো, কে ইনি? নতুন প্রজন্ম ড্রামন্ডকে দেখেনি, তাঁর নামও শোনেনি। ড্রামন্ডেরও সেই

বাগ্মিতা আর নেই, গলার জোরও নেই। মৃত্যুর আগের দিন ড্রামন্ডের ছাত্র ও বন্ধু এইচ. বি. গার্ডেনার তাঁকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানেই ছাপ্পান্ন বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় একটি যুগের।

ড্রামন্ডের সমাধিফলকে তাঁর নানা গুণাবলির উল্লেখ থাকলেও কবি-পরিচয়ের কথা বলা হয়নি। কিন্তু তিনি আজীবন কাব্যর্চচা করে গেছেন। স্কটল্যান্ডে থাকতেই তাঁর কাব্যর্চচার শুরু। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন যে, বহু জনপ্রিয় স্কটিশ সঙ্গীত যা তখনকার দিনে লোকেদের মুখে ফিরতো তা তাঁরই রচনা। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, দেশে থাকতে যেসব কবিতা তিনি লিখেছেন সেগুলি লণ্ডনে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য। ভারতে আসবার সময়ে জাহাজেও তিনি কবিতা-গান রচনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেননি। এদেশে একটু গুছিয়ে বসেই তিনি আবার কাব্যর্চচা শুরু করেন। একটি কবিতাসংগ্রহের পাণ্ডুলিপি তিনি জাহাজ ডাকে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে ছাপানোর জন্য। কিন্তু জাহাজটি জলমগ্ন হওয়ায় সেই পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। সংবাদপত্রের মুক্তিদাতা চার্লস মেটকাফ-এর উদ্দেশ্যে ড্রামন্ড 'হরকরা' পত্রিকায় একটি প্রশস্তি-কবিতা লিখেছিলেন। ডি. ডি. স্বাক্ষরিত এই কবিতাটি মেটকাফ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদিন তাঁর এ. ডি. সি. 'হরকরা' সম্পাদক স্মিথের কাছে ড্রামন্ডের প্রকাশিতব্য কবিতার বইয়ের পঞ্চাশ কপির অগ্রিম মূল্য দিয়ে যান। কিন্তু এই কবিতার বই শেষ পর্যন্ত বেরোয়নি। বিনয় ঘোষ অবশ্য লিখেছেন যে এটি প্রকাশিত হয়।

'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এর জীবনীকার দাবি করেছেন যে ডিরোজিওর 'ফকীর অব জঙ্ঘীরা'র অনেক সংশোধন এবং সংযোজন ড্রামন্ডের। শেষ বয়েসে তিনি উক্ত কাব্যগ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করে আনন্দ পেতেন। ছাত্রের রচনা শিক্ষক সংশোধন করেই দিতে পারেন। তবে এই কথা তাঁর আর কোনো জীবনীকার বলেননি। ডিরোজির গ্রন্থেও কোনো স্বীকৃতি নেই। তবে এটা খুবই স্বাভাবিক যে ডিরোজিওর কবিত্বের উন্মেষ ড্রামন্ডের স্কুলে হয়েছিল।

রিচার্ডসন ড্রামন্ডের বন্ধু হলেও তাঁর কবিতার কি অনুরাগী ছিলেন ? মনে হয় না। কেননা তাঁর *Selections from the British Poets : from the time of Chaucer to the Present Day (1840)* নামক বৃহৎ সংকলনে ড্রামন্ডের কোনো কবিতা স্থান পায়নি। ভারতীয়দের মধ্যে আছেন দুজন— ডিরোজিও এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ। এছাড়া ভারতপ্রবাসী বহু ইংরেজ কবির কবিতা এই সংগ্রহের অন্তর্ভূত। ড্রামন্ডের কবিতা

আজ প্রায় দুর্লভ। সেজন্য একটি কবিতা নীচে উদ্ধৃত হ'লো :

LINES TO THE MEMORY OF ROBERT BURNS

Poor luckless child! to thee was given
To prove the just behests of heaven;
For though in dark misfortunes of gloom,
On bleakest waste, 'twas thine to bloom,
Bursting through every cloud of fate,
Thou soard'st above the pamper'd great,
And spread'st, amid their haughty ring,
The sweetest note, the wildest wing.
Yet though thy country hailed with pride,
Thy swelling soul : and drank its tyde,
Imbibed, with rapture, all the store
Thy true and tender hearth could pour—
Though "quick to learn—and wise to know",
The only meed was want and woe'!
But through the shades of dread repose
Thy "narrow house" for ever close—
Though mute for aye they magic lyre;
And ever fled thy soul of tire—
While freedom has a spark to warm,
Or beauty has a beam to charm,
And when the sons of wealth and pride,
Who passed thee by with heedles stride,
Are mouldered in oblivious urns,
Thy name shall live—neglected Burns
Thy darling lays, in every clime,
Shall mock the power of wasting time,
And Scotia's proudest banner wave
Triumphant o'er thy hallowed grave.

ডিরোজিও ছয় থেকে চোদ্দো বছর পর্যন্ত ড্রামন্ডের স্কুলে পড়েছিলেন। শিষ্যের ওপর গুরুর প্রভাব গভীর হলেও ডিরোজিও-র স্কুলজীবন সম্পর্কে তথ্য খুব সামান্য। আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে, ডিরোজিও স্কুল থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও 'ধর্ম্মতলা একাডেমি'র বার্ষিক পরীক্ষায় এসেছেন। কিন্তু ডিরোজিও প্রবর্তিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' বা অন্যান্য বিতর্কসভায় ড্রামন্ড কখনো যোগ দিয়েছেন কিনা বলা মুশকিল। ড্রামন্ডের ডিরোজিও বিষয়ক রচনাটি উদ্ধার করা গেলে হয়তো নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যেতো। তবে অন্যান্য সংবাদপত্রসূত্রে যেটুকু জানা যায় যে ডিরোজিও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অভিনয়, আবৃত্তি, খেলাধুলা সব কিছুতেই তাঁর আগ্রহ ছিলো। সহপাঠীদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ প্রায় সব

জীবনীকারেরাই করেছেন। একবার দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ডিরোজিও স্কুলে গেলে তাঁকে দেখে ছেলেরা উল্লসিত হয়ে হুড়মুড় করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসে। পাশেই ক্লাস নিচ্ছিলেন ড্রামন্ড। অন্য সময়ে হলে তিনি এরকম শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধ বরদাস্ত করতেন না। কিন্তু উপলক্ষ যেহেতু ডিরোজিও, সেজন্য তিনি হাসিমুখে ক্ষমা করলেন।

ডক্টর জন গ্র্যান্ট 'দ্য ক্যালকাটা লিটেরারি গেজেটে' (10 নভেম্বর 1833) একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে ডিরোজিও ছাত্রাবস্থায় একটি স্বরচিত নাটকের প্রস্তাবনা পাঠ করে সবাইকে মুগ্ধ করেন। তাঁর উচ্চারণ ছিলো বিশেষভাবে মার্জিত এবং শুদ্ধ।

তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে চার্লস পোট সেযুগে প্রতিকৃতিশিল্পীরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অঙ্কিত প্রতিকৃতির মধ্যে চার্লস মেটকাফ এবং ডেভিড হেয়ারের ছবি আজো সংরক্ষিত আছে। প্রথমটি পাওয়া যাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে, দ্বিতীয়টি হেয়ার স্কুলে। তিনি পরে ঢাকার পোগোজ স্কুলের হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। ঢাকার আর্মেনিয়ান গির্জায় তিনি শেষভোজের একটি ছবি আঁকেন। সেটি এখনো আছে কিনা জানি না। 1859 খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাতে তাঁর মৃত্যু হয়। চার্লস পোট বিষয়ে একটি তথ্য প্রসঙ্গত জরুরি। তিনি মুক্তচিন্তার ভাবুক ছিলেন বলে খ্রিষ্টীয় মতে তাঁর অন্ত্যেষ্টি সৎকার হয়নি। তাছাড়া তাঁর আঁকা নৈশভোজের ছবি এখনও ঢাকার আর্মেনীয় গির্জায় রক্ষিত আছে ব'লে শুনেছি। কিন্তু গির্জাটি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় আমি দুবার ঢাকায় গিয়েও ছবিটি দেখবার সুযোগ পাইনি। পোগোজ স্কুলের নথিপত্রে এবং মর্মরফলকে অবশ্য চার্লস পোট-এর নাম সংরক্ষিত আছে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর আঁকা ছবিগুলি তিন হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে ছিল। তার মধ্যে হয়তো ড্রামন্ডের কোনো প্রতিকৃতি থাকলেও থাকতে পারে।

দানধ্যানের জন্য খ্যাত ডি সুজা পরিবারের ছেলেরাও ডিরোজিওর সঙ্গে পড়তেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক ও অকল্যান্ডের এ. ডি. সি. কর্নেল জন বাইর্ন-এর ভাই ওয়েলও তাঁর সতীর্থ। কার্লাইলের প্রেমিকা ইউরেশীয় রূপসী কিটির জ্ঞাতিভাই উইলিয়ম কর্কপ্যাট্রিকও একই ক্লাসে পড়তেন। যোগেশচন্দ্র বাগল ডিরোজিও-র সহপাঠীরূপে জনৈক হরকুমার ঠাকুরের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি।

পরিশেষে ড্রামন্ডের চেহারা বিষয়ে একটা কথা বলা দরকার। তাঁর প্রায় সব জীবনীকারেরা লিখেছেন যে তিনি ছিলেন 'কুঁজো'। কিন্তু পূর্বকথিত 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় এই বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। বরং বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে

ড্রামন্ডের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, ' Light and elastic, with the vigor of youth, a pleasing countenance and brilliant blue eyes, Drummond was the hero of the day.' এখানে ' elastic' শব্দটি সন্দেহ জাগায়, কোনো কুব্জ দেহ প্রসঙ্গে একথা কি বলা যায় ? তাছাড়া ড্রামন্ডের শিক্ষকজীবনের গোড়ায় ওয়ালেস যখন তাঁকে অভিনয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন, সেটা কি ঐ শারীরিক বিকৃতি সত্ত্বেও ?

আজ আর এর মীমাংসা সম্ভব নয়। ড্রামন্ডের কোনো প্রতিকৃতি যদি কখনো পাওয়া যায়, তাহ'লে এর উত্তর পাওয়া যাবে । তবে প্রতিকৃতি ছাড়াই ড্রামন্ড স্মরণীয় হয়ে থাকবেন আমাদের মনে।

উল্লেখপঞ্জি

1 "Before leaving Europe, I intended to have written you though only to say, Farewell. But from the state of mind I was in, at that time, I found I could not address you with sufficient temper, and might have made a breach which could not have been easily healed, and not that a little time has soothed every painful recollection, I am entirely satisfied that I acted prudently.

'True we did not part like brothers, who were very likely to meet no more . But I will not agitate that question. We would still have jarring opinions. Let them rest. The ties of consanguinity are sacred and from no feeling heart can they ever he totally devested."

2 'The Educational Eastablishments of Calcutta', *The Calcutta Review, vol. XIII,* January-June1850. এই অস্বাক্ষরিত রচনাটিরও লেখক সি. জে. মন্টেগু।

3 'ডিরোজিও', যোগেশচন্দ্র বাগল, কলকাতা 1976 পৃ. 20 .

4 *A Lecture on the Life of Ramgopal Ghosh,* Koylas Chandra Bose, Calcutta, 1868, p 6.

5 দ্র *Social Ideas and Social Changes in Bengal (1818-1835),* A. F. Salahuddin Ahmed, 2nd edition, Calcutta, p 45.

6 Examination in Classes Pupils

English	1st and 2nd	29	Reading, Spellling and Catechism.
Ditto	3rd	29	Will read and resolve the parts of speech.
Ditto	4th	31	Will read and parse, and analyse, any passage in the English language.
Latin	1st	27	Will read, and parse from Rudiment Pietatis.
Ditto	1st and 3rd	14	Will read, parse and analyse Extracts from the New Testament and from Cornelius Nepos.
Greek	...	3	Will read from Moore's Grammar.
French	...	5	Will read and parse from Telemaque.
Bengallee and Persian	...	5	Will read, parse and exhibit specimens of writing.

Arithmetic and BookKeeping	1st	17	Will transact and post any simple qusetion.
Ditto, and ditto	2nd	16	Will transact (by means of counters) anything that may occur in merchandize and post the same by double entry in all the Books.
Geography	1st	27	Elements and definitions
Ditto	2nd	26	Elements and definitions of Geography and Astronomy.
Geography and Astronomy	...	23	Will solve Problems on the Terrestrial and Celestial Globes ano demonstrate by the Orrery.
Geometry	...	16	Will demonstrate propositions from Euclid.
Trigonometry and Algebra	...	2	Will resolve simple Equations.
Drawing	...	9	Specimens will be exhibited.

Op. Cit. Das Gupta, p 168

7 "The clerical party in Calcutta, headed by Archdeacon Dealtry, if it did not found, at least patronized, a school in the Circular Road, which professed in newspaper advertisements to be the"the only school in Calcutta where a Christan education could be obtained". This coupled with the secular system pursued in the Dhurrumtollah Academy, and the absence of its moving spirit, began to tell in popular estimation against Drummond's school"; (*Henry Derozio The Eurasian Poet, Teacher and Journalist*, Thomas Edwards, 2nd edition, Calcutta, 1980, p15.)

8 " I am determined to pay every attention to the religions and moral instruction of the boys— which has as yet been little attended to. I will take them to Church with me on Sunday, and assume every decencey of demeanour : this, too mean either for Mr. Measurer or Wallace, will not hurt my pride; and while it will be fulfilling my duty towards God, will also be well conceived in the opinion of men."

9 " To let you know my style of living, in the morning a servent appears with the utmost submission, and cleans my room &c. Another, in the attitude of a slave, pours out water while I wash myself, dresses me, ties my shoes, stands behind me at table and is ready at every call. After breakfast we go into the school until 2 o'clock, which is all the day's labor. Dine at 5 : if I go abroad I am carried by four sometimes by six men, in a palanquin :- a European seen walking is a crime unparadonable. Except a Europe coat, which can be worn in this season, my dress is of the finest muslin, washed by men extremely white, and then I shift entirely every day. In the hot season some people shift frequently.

" In this prolific country Europeans are all ladies and gentlemen. They eat, drink and sleep better than you. We spend the half of our time in sport. We are attended and received like kings."

10. Pote excelled as a miniature painter, but among his larger productions, which may still be seen, are portraits of Lord Metcalfe in the Town Hall, David Hare in the Hare School, J. W. Ricketts in the Doveton College, and P. S. D' Rozario, the publisher ; besides the altar-piece at the Armenian Church of Dacca. There are no doubt others in existence, but as Pote seldom or never put his name to his work, there would be some difficulty in identifying them. Two companion pictures by him, called respectively *L'Allegro* and *Il Pensoroso* were, thirty years ago, much admired at Dacca. Though plain-spoken to a fault, Pote was a person of wide sympathies and of a most generous disposition. He was

unquestionably a talented and a very *strong* man, both mentally and physically. He succumbed to a complication of disorders, and during his last illness was attended by Dr. Alexander Simpson, then Civil Surgeon of Dacca. His remains, followed by a crowd of pupils and admirers, were conveyed, in the grey light of the early morn, to their long home. But, as Pote had allowed himself a "Free Thinker", he was laid to rest without the rites of Christian burial. Our artist sleeps in a nameless and forgotten grave.

(*East Indian Worthies Being Memoir of distinguished Indo-Europeans* By Herbert A . Stark and E. Walter Madge, Calcutta, 1892)

কর্মজীবনের সূচনা ও কবিত্বের উন্মেষ

মাত্র চোদ্দো বছর বয়েসে ডিরোজিওর শিক্ষাজীবন শেষ হয়। তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ না করে কেন এতো তাড়াতাড়ি কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন তা নিয়ে কেউ কেউ অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছেন। নিজের শিক্ষার অপরিপূর্ণতার কথা ভেবেই ডিরোজিও তাঁর ভাইকে স্কটল্যান্ডে পাঠাবার ব্যাপারে এতো উৎসাহী ছিলেন। 'ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা' বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ছোটো ভাইয়ের মতো তিনিও কি বিদেশে যাবার কথা ভেবেছিলেন ? আমরা জানি না। তবে সেযুগের কলকাতায় অর্থাৎ 1823 খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ 'হিন্দু কলেজ' ছাড়া উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ আর কোথায় ছিলো ? কিন্তু সেখানেও তিনি প্রবেশাধিকার পেতেন না। তবে নিজের চেষ্টায় এবং অসাধারণ ধীশক্তিতে তিনি বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে 'হিন্দু কলেজে' শিক্ষকরূপে নিয়োগ তার প্রমাণ।

তবে শিক্ষকতা দিয়ে ডিরোজিওর কর্মজীবন শুরু হয়নি। তিনি প্রথমে পিতার অফিস মেসার্স জেম্স স্কট অ্যান্ড কোম্পানিতে যোগদান করেন। আগেই বলা হয়েছে যে তাঁর বাবা এখানকার চীফ এ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। এডওয়র্ডস, যোগেশচন্দ্র বাগলের ধারণা, তিনি হয়তো চেয়েছিলেন নিজের দপ্তরে পুত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু এ কাজে বেশিদিন মন টিকলো না তাঁর। ম্যাজ-এর ভাষায়, 'পেগেসাস-এর পক্ষে আপিসের টুক বেমানান'।[1] দু-এক বছর পরে তিনি এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভাগলপুরের অন্তর্গত তারাপুর নীল দপ্তরে যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির মালিক ছিলেন আর্থার জনসন, সিনিয়র (1782-1847 খ্রি)। তিনি সম্পর্কে ছিলেন ডিরোজিওর মামা এবং পিসে। হ্যাম্পশায়ার নিবাসী এই ভদ্রলোক ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার আগে রয়্যাল নেভিতে কাজ করতেন। তিনদিক দিয়ে ডিরোজিও পরিবারের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিলো। প্রথমে তিনি ডিরোজিওর বড়ো পিসি মারিয়াকে বিবাহ করেন 1810 খ্রিষ্টাব্দে। আটবছর বাদে মারিয়ার মৃত্যু হ'লে তাঁর ছোটোবোন ব্রিজেট-এর সঙ্গে আর্থারের বিয়ে হয়। এছাড়া ডিরোজিওর মা সোফিয়া ছিলেন আর্থারের বোন।

নীল দপ্তরে ডিরোজিওর কাজ করবার অভিজ্ঞতা কীরকম আমরা জানি না। তবে এই ভাগলপুরে এসে তাঁর রীতিমতো কাব্যচর্চা শুরু হয়। তার একটি কারণ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। টমাস এডওয়র্ডস-এর মতে, ডিরোজিও এখানে কোনো মহিলার প্রেমে পড়েন।[2] এই ঘটনাও হয়তো কাব্যপ্রেরণা জুগিয়ে থাকবে। কিন্তু পূর্বোক্ত 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত জীবনীতে বেশ জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, 'তাঁর স্বভাবের একটি দিক উল্লেখযোগ্য। তিনি কখনো কোনো মেয়েকে ভালোবাসেননি। এ-ব্যাপারে তাঁর অনুভূতি ঠান্ডা ছিলো। তাঁর কবিতাবলির অগভীর পাঠক না হ'লে চোখে পড়বে যে "দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরার" নায়িকা নলিনীর প্রেমে না আছে উত্তাপ, না আছে আত্মবিশ্বাস, না আছে নারী প্রেমের কোমলতা'।[3] অবশ্য এই প্রসঙ্গে আমাদের হাতে এমন কোনো তথ্য আসেনি যে কোনো একটি মতকে উড়িয়ে দেওয়া যায়। তবে ডিরোজিওর নারীচিত্রণ সার্থক হয়নি বলে তিনি কখনো প্রেমে পড়েননি, তত্ত্বগতভাবে এই সিদ্ধান্ত আকস্মিক। কিন্তু প্রেমের কবিতা ডিরোজিও অনেক লিখেছেন (দ্র : *'Ada'*, *'The Neglected Ministrel'*)

ডিরোজিওর কবিতারচনায় প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট'-এর সম্পাদক ডক্টর জন গ্র্যান্ট। মনে হয় 1825 খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ডিরোজিও এই পত্রিকায় প্রথম কবিতা পাঠাতে শুরু করেন। পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে নিম্নলিখিত চিঠিটি পুনর্মুদ্রিত করেছেন এবং ক্রটির তারিখ 8 জানুয়ারি 1825 খ্রিষ্টাব্দ :

To
The Editor of The India Gazette,
Sir,
The following original stanzas are at your service, if worthy of appearing in your poet's corner. Should they be acceptable you will hear often from

Your obedient servant,
JUVENIS[4]

'জুভেনিস' হ'লো ডিরোজিওর ছদ্মনাম। এরপর থেকে ডিরোজিও 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট'-এর নিয়মিত লেখক হ'য়ে ওঠেন। তাঁর জীবনকালে দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটির শিরোনাম 'পোয়েমস'— প্রকাশিত হয় মে 1827 খ্রিষ্টাব্দে (দ্র পরিশিষ্ট)। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত এবং বিক্রেতারূপে নাম আছে মেসার্স এস. স্মিথ অ্যান্ড কোং, হরকরা লাইব্রেরি। একশো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার এই সংগ্রহে সাতচল্লিশটি কবিতা আছে। শেষ চার পৃষ্ঠায় কবিকৃত টীকা সংযোজিত। বইটি ড. জন গ্র্যান্টকে উৎসর্গিত।

গ্র্যান্ট তাঁকে নাকি বলেছিলেন যে বইটি তাঁকে উৎসর্গ না করে প্রভাবশালী কাউকে করতে । কিন্তু ডিরোজিও সেকথা শোনেননি ।

ভূমিকাতে কবি বলেছেন, ' Born, and educated in India, and at the age of eighteen, he ventures to present himself as a candidate for poetic fame ;' সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানিয়েছেন যে তিনি পুরো সময়ের কবি নন । অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যচর্চা করে থাকেন ।

পরের বছর প্রকাশিত হয় 'দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরা, এ মেট্রিকাল টেল; অ্যান্ড আদার পোয়েমস' (1828 খ্রি) । প্রকাশক স্যামুয়েল স্মিথ অ্যান্ড কোং হরকরা লাইব্রেরি । মুদ্রক, পি. এস. ডি' রোজারিও, আমহার্স্ট স্ট্রীট ।* কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে হোরেস হেম্যান উইলসনকে – ডিরোজিওর জীবনে এঁর প্রভাব বিষয়ে পরে আমরা জানতে পারবো । 213 পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি দুভাগে বিভক্ত । 'দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরা' নামক দুই সর্গের কাহিনীকাব্যের পৃষ্ঠা সংখ্যা 118 এবং টীকা নিয়ে 139 পৃষ্ঠা । পরের অংশটির নাম বিবিধ কবিতা (Miscellaneous Poems) । এই পর্যায়ে এগোরোটি সনেট সহ একুশটি কবিতা গ্রন্থিত ।

পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থ দুটি ছাড়া ডিরোজিওর বসু কবিতা অধুনালুপ্ত পত্রপত্রিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । ম্যাজ যখন গত শতকের শেষে ডিরোজিও বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন, তখন টমাস এডওয়র্ডস 30 ডিসেম্বর 189 খিষ্টাব্দে লেখা একটি চিঠিতে জানান কবির অগ্রন্থিত রচনার জন্য 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট', 'দ্য ক্যালকাটা গেজেট', 'দ্য লিটারারি গেজেট', 'দ্য ক্যালকাটা ম্যাগাজিন', 'দ্য ওরিয়েন্টাল কোয়ার্টালি ম্যাগাজিন', 'দ্য ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড', 'দ্য লিটারারি গ্লীনার' প্রভৃতির পুরানো সংখ্যা অনুসন্ধান করতে । একশো বছর আগেই পত্রিকাগুলি দুষ্প্রাপ্য ছিলো, সুতারাং আর কোনোদিন সেগুলি সংগ্রহ করা যাবে কিনা সন্দেহ । এডওয়র্ডস লিখেছেন যে ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে তাঁর বোন এমিলিয়া একটি জীবনচরিত লেখার সংকল্প করেন । কিন্তু সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলে ডিরোজিওর কাগজপত্র ডি. এল. রিচার্ডসনের কাছে চ'লে যায় ।[5] রিচার্ডসনের *Selections from the British Poets (1840)*- এ ডিরোজিওর

---

* 'দ্য ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এর পূর্বোল্লিখিত ডিরোজিও বিষয়ক রচনায় বলা হয়েছে : 'In the following year, he not only reprinted his former volume, but added another ambitious poem entitled *The Fakeer of Jungheera*' (op. cit., p.40). এই উক্তি থেকে মনে হতে পারে যে ডিরোজিওর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দ্য পোয়েমস'-এর নতুন সংস্করণে 'দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরা' সংযোজিত হয়েছিল । বস্তুত এই দুইটি গ্রন্থ ভিন্ন । তাছাড়া তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের কোনো হদিশ আমি পাই নি ।

তিনটি কবিতা স্থান পেয়েছে। সেগুলি হলো 'My Country ! in thy day of glory past', 'Sonnets to the Students at the Hindu College' এবং 'Ode'(From the Persian of Hafiz)। ডিরোজিও প্রসঙ্গে লেখা আছে 'Poems by an East Indian', যেমন কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে, 'Poem by a Hindu'.

ইংরেজি কবিতার ভারতীয় পাঠকের সঙ্গে নতুন করে ডিরোজিওকে পরিচিত করাবার চেষ্টা করেন অওয়েন আরাটুন (Owen Aratoon)। ডিরোজিওর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে তিনি সংকলন করেন *The Poetical Works of Henry Louis Vivian Derozio with a memoir of the author*. প্রকাশক ডব্লু. নিউম্যান অ্যান্ড কো, 3 ড্যালহৌসি স্কোয়ার, 1871 (?).* 'দ্য ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত পূর্বোক্ত ডিরোজিও জীবনী সংক্ষিপ্ত আকারে ভূমিকা হিসেবে সংযোজিত। উৎসর্গপত্রে লেখা আছে :

To the memory
of the good
MACK ARATOON
Late a teacher at the Calcutta Boys School
The following pages are most affectionately inscribed

এই কাব্যসংকলনে 'দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরা' ব্যতীত আরো একষট্টিটি কবিতা আছে। ইতিপূর্বে অগ্রন্থিত কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সিস্টার ইন ল' কবিতাটি, যা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পরে বাংলায় রূপান্তর করেন।

আরাটুনের সংকলনের পঁয়তিরিশ বছর পরে ক্রিশ্চিয়ান বেরিয়াল বোর্ডের সম্পাদক বি. বি. সাহ 1907 খ্রিষ্টাব্দ সম্পাদন করেন *The Poetical Works of Henry Louis Vivian Derozio*. আখ্যাপত্রে আছে প্রথম খন্ড। মনে হয় আরো খন্ড বের করবার পরিকল্পনা ছিলো। ম্যাজ-এর ডিরোজিও বিষয়ক বক্তৃতাটি সংক্ষেপে ভূমিকারূপে মুদ্রিত। মুদ্রণসংখ্যা দেওয়া আছে এক হাজার কপি। কোনো কবিতার

* এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটির আমি যতোদূর জানি কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটিমাত্র কপি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়ে আখ্যাপত্র ছেঁড়া থাকায় ঐ অংশটুকু হাতের লেখায়। সম্পাদকের নাম আছে A. Arraton, যদিও এডওয়র্ডস, ম্যাজ প্রমুখ প্রদত্ত নাম ও বানান হ'লো Owen Aratoon. প্রকাশকাল হস্তলিপিতে আছে 1871, ম্যাজ-এর মতে হবে 1872 খ্রিষ্টাব্দ। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে ম্যাজ 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে দীর্ঘকাল চাকরি করেছেন। তথ্যের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন। যাই হোক, কাব্যসংকলনটি উৎসর্গিত হয় Mack Aratoon-কে। শেষ বানানটি ম্যাজ অনুযায়ী।

বইয়ের পক্ষে বেশিই বলতে হয় — আমার ধারণা ম্যাজ-এর পুস্তিকা প্রকাশের পর থেকে ডিরোজিওর কবিতা বিষয়ে সাধারণ পাঠকের মনে নতুন করে আগ্রহের সূচনা হয়। ভূমিকায় বি. বি. সাহ্ লেখেন :

> It is thirty-five years since the last edition of Derozio's poems was published, so it was felt that a new one would meet a long-felt-want.
>
> It would be next to impossible to recover all Derozio's verses which are scattered through the newspaper and periodicals of eighty years ago. I beg leave however to draw attention to the fact that the present collection contains several poems not to be found in the last published edition.

গ্রন্থটিতে কবিতার সংখ্যা আটষট্টি এবং এগুলি দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ের নাম 'Miscellaneous Poems' অর্থাৎ বিবিধ কবিতা এবং 'Unpublished Poems' অর্থাৎ অপ্রকাশিত কবিতাবলি। অগ্রন্থিত কবিতাগুলি 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট' থেকে সংগৃহীত এবং কয়েকটি কবিতা ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। গ্রন্থে অপ্রকাশিত পর্যায়ে আছে 'On the Abolition of Sattee' 'A Dramatic Scene', 'To the Friend upon His Marriage',* 'Couzonet', 'A Dramatic Sketch'. তাছাড়া সূচিপত্রে নেই, এমন একটি সনেটও আছে, 'On the Philosophy of Bacon'।

1923 খ্রিষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় এফ. বি. ব্র্যাডলি-বার্ট-এর পরিচিতিসহ *Poems of Henry Louis Vivian Derozio : A Forgotten Anglo-Indian Poet.* 1980 খ্রিষ্টাব্দে আর. কে. দাশগুপ্তর মুখবন্ধ সহ গ্রন্থটি একই প্রকাশভবন থেকে পুণর্মুদ্রিত হয়েছে। 'দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরা' সহ বইটির কবিতা সংখ্যা ছেষট্টি। ব্র্যাডলি-বার্ট-এর সংকলনরীতি কিঞ্চিৎ অভিনব। যেমন বহুক্ষেত্রে তিনি কবিপ্রদত্ত টীকাগুলি বর্জন করেছেন। ফলে বহুক্ষেত্রে অর্থবিভ্রাট হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় সর্গের পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম 'The Legend of the Shushan'. এই 'shushan' বা শ্মশান বিষয়ে ডিরোজিওর দীর্ঘ মন্তব্য আছে। তিনি কী ক'রে তাঁর এক ছাত্রের কাছ থেকে বেতালের গল্পের সঙ্গে পরিচিত হন তার বিবরণ তিনি দিয়েছেন। কিন্তু লিপ্যন্তরের দরুন 'Shushan' যে শ্মশান অনেক সময়ে তা উপলব্ধি হয় না। অনেকে সে ভুলও করেছেন।

---

* ই. ডব্লু. ম্যাজ-এর মন্তব্য সহ এই কবিতাটির প্রতিলিপি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে। সেখানে কবিতাটির শিরোনাম 'To My friend, upon his marriage', আমরা আরো জানতে পারি যে কবিতাটি ডিরোজিওর বন্ধু এবং সহপাঠী উইলিয়াম কর্কপ্যাট্রিক-এর বিবাহ উপলক্ষে রচিত হয় 21 নভেম্বর, 1827 খ্রিষ্টাব্দে।

তাছাড়া কবিপ্রদত্ত টীকা শুধু অর্থোদ্ধারের জন্য জরুরি নয়, অনেক সময়ে তা কবিস্বভাবকে প্রতিফলিত করে। এই প্রসঙ্গে ডিরোজিওর একটি মন্তব্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

'দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরা'র দ্বিতীয় সর্গের সপ্তম পরিচ্ছেদের সূচনায় এই দুটি লাইন আছে :

> But now a hum as when young bees,
> Come swarming round the rich date trees.

বইটি যখন যন্ত্রস্থ, ডিরোজিওর মনে হ'লো লাইন দুটি পার্কার-এর প্রতিধ্বনি। হেনরি মেরেডিথ পার্কার (1796?-1868 খ্রি) পেশায় সরকারি কর্মচারী হলেও তাঁর আসল পরিচয় অন্য। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে কবি, অভিনেতা, বাগ্মী এবং বেহালাবাদক। বার্নাড উইক্লিফ ছদ্মনামে তিনি লিখতেন। স্বনামে প্রকাশিত হয় *The Draught of Immortality and other Poems*. এছাড়া তিনি আরো দুটি গ্রন্থের প্রণেতা। বয়েসের ব্যবধান সত্ত্বেও ডিরোজিও এবং পার্কার পরস্পরের গুণগ্রাহী ছিলেন। ডিরোজিও পূর্বোক্ত টীকায় লেখেন :

> There are two lines, much like these, in Mr. Parkers very beautiful poem " The Draught of Immortality", but mine had passed through the press, before I made the discovery, However, I am satisfied than persons who have been in the habit of reading and writing much verse, will not charge me with plagiarism. I have often struck out lines when I have been in doubt whether "that quaint witch, Memory" was deceiving me or not, and these should have shared the fate of many that have been so got rid of, but for the fact above stated. Mr. Parker's lines are :
>
> Till they flew through heaven quick as bees
> Swarm clustering round the wild date trees.

ব্র্যাডলি-বার্ট-এর অনুসৃত আরেকটি নীতিও হয়তো রক্ষণশীল সম্পাদকেরা সমর্থন করবেন না। কবিতার সূচনায় কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তিনি নির্মমভাবে বর্জন করেছেন। প্রসঙ্গত 'The Golden Vase', 'An Invitation', 'Aspirations' প্রভৃতি কবিতাগুলির উল্লেখ করা যায়।

ডিরোজিওর আরেকটি ছোটো কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হয় 1972 খ্রিষ্টাব্দে 'রাইটার্স ওয়ার্কশপ' থেকে । কবিতার নির্বাচন পি. লাল কৃত এবং ডিরোজিওর কবিতা বিষয়ে আলোচনা সি. পল ভার্গিজ-এর। এছাড়া সুশোভন সরকারের 'ইয়ং বেঙ্গল ও ডিরোজিও' সম্পর্কিত লেখাটি এতে পুনর্মুদ্রিত রয়েছে'।

ডিরোজিওকে সেযুগে বলা হ'তো 'ভারতের বায়রন'। বলা বাহুল্য এই প্রতিতুলনা সেকালের একটা রীতি ছিলো। কিন্তু কবিরূপে ডিরোজিওর মূল্যায়ন কীরকম হতো ? প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে ডিরোজিও ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজিতে কবিতারচনায় শুধু পথিকৃৎ ছিলেন তাই নয়, এ-ব্যাপারে তিনি অনন্য। উনিশ শতকে অন্য যে সব দেশীয় কবি ইংরেজিতে লিখেছেন, তাঁদের কারোরই মাতৃভাষা ইংরেজি নয়। কেউ কেউ আবার রচনার ক্ষেত্রে দ্বিভাষী ছিলেন। যেমন কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই লিখতেন। মধুসূদন শুরু করেছিলেন ইংরেজিতে, ফিরে গেলেন বাংলায়। তরু দত্ত, অরু দত্ত প্রমুখ কখনও বাংলাতে না লিখলেও তাঁরা জানতেন যে ইংরেজি তাঁদের অর্জিত ভাষা। ডিরোজিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি একান্তভাবেই ইংরেজিভাষী। তাঁর ভারতীয় সারূপ্য নিয়ে কারো মনে কোনো সংশয় নেই, কিন্তু তিনি কবি যশোপ্রার্থী ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের আঙিনায়। দুঃখের বিষয় এখানে তাঁর প্রধান পরিচয় 'ইউরেশীয় কবি ' রূপে। এদেশেও তাঁর কবিতা-বিচারে এক ধরণের অস্থিরতা লক্ষ করি। সমসাময়িক কালে কেউ কেউ তাঁকে বলেছেন 'অসাধারণ প্রতিভাবান', 'ইংরেজিভাষার অমর কবিদের পাশে ঠাঁই পাবার যোগ্য', আবার কারো কারো ধারণা তিনি হলেন 'বায়রন-মূর-এর অক্ষম অনুকারক'। অনেক সময়ে দ্বন্দ্বটা গিয়ে দাঁড়াতো ইংরেজ বনাম ইউরেশীয় সমালোচকের। ডিরোজিওর কবিতা নিয়ে সেযুগে কীরকম বিতর্ক হতো তার কিছু কিছু নমুনা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে (দ্র পরিশিষ্ট ৪)। কবির কোনো হিতৈষী তাঁর কাব্যগ্রন্থ জেমস সি বাকিংহামকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদিত 'ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড'-এ (জুলাই, 1829 খ্রি) ডিরোজিওর কাব্যের দীর্ঘ সমালোচনা বেরোয়। মনে হয় এটি স্বয়ং বাকিংহাম কৃত। প্রসঙ্গত সমালোচক বলেন, কবিরূপে 'He has much to learn, and more perhaps to unlearn, before he can hope to produce a poem of thorough excellence' (পরিশিষ্ট দ্র)।

সবচেয়ে বিরূপ মন্তব্য ছিলো 'দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরা' প্রসঙ্গে। কাব্যটির বিষয়ে সমালোচকের ধারণা

> 'It is altogether upon the strained and extravagant model of Lord Boyron's poetic romances of love and murder; and too like the exaggerated imitation of the worst Byronic style, with which we have been overflowed in this country...'

তিনি আরো বলেন যে,

> *The Fakeer of Jungheera* is a personage lineally descended from the Corsair and near of kin to the 'Velled Prophet of Khorassan', and his lady love, Nuleeni, is as 'warm and wild', and owe-begone, as one of L.E. L. 's extatic damsels, whose only occupation is to kiss— and die,'

ডিরোজিও বিষয়ে যখন নতুন করে পুনর্মূল্যায়ন শুরু হলো, তখন প্রধানত তাঁর শিক্ষক, সংস্কারক এবং সাংবাদিক রূপই গুরুত্ব পেলো। এমন কি তাঁকে 'ইন্ডো-অ্যাঙলিয়ান কবিতা'র আদিরূপে গণ্য করা হলেও সমালোচকেরা সাধারণত তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম যশবীর জৈন-এর *The Colonial Encounter : Henry Derozio* পুস্তিকাটি। ডিরোজিওকে তাঁর কালের পটভূমিতে আলোচনা করলেও তাঁর মুখ্য আলোচনার বিষয়ে হলো কবি ডিরোজিও। তিনি মন্তব্য করেছেন,

> এটা শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে যে কবিরূপে ডিরোজিওর মূল্যায়ন কোনো ঐতিহাসিক অথবা রাজনৈতিক বিচারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা উচিত হবে না ; কবিত্বের বিচার তার নিজস্ব উৎকর্ষের ওপর নির্ভর করে।[6]

যশবীর জৈন চেষ্টা করেছেন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্রের ভিত্তিতে ডিরোজিওর কবিতা-মূল্যায়নের। তিনি কবি সম্পর্কে অনেক প্রচলিত কিংবদন্তিরও অবসান ঘটিয়েছেন। যেমন বেশ কিছু পাঠকের ধারণা ডিরোজিও প্রধানত দেশপ্রেমের কবিতা এবং কাহিনীকাব্য লিখেছেন। কিন্তু আরো বহু বিষয় যেমন নিসর্গ, মৃত্যু, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। শ্রীমতী জৈন-এর মতে ডিরোজিওর ঐতিহ্যচেতনা যেমন গভীর ছিলো, তেমনি ছিলো তাঁর বিশ্ববীক্ষা। তবে তাঁর কবিতা বিষয়ে তিনি একটি কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য করেছেন। আমরা জানি যে ডিরোজিও ফরাসি বিপ্লবে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোনো কবিতায় এর উল্লেখ নেই। ফ্রান্সের চেয়ে প্রাচীন গ্রীস তাঁকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল ;

> It is, however, surprising that though one of the most important revolutions had taken place in Europe—my reference is to the French Revolution (1789-1792)— there is no extant reference to it in Derozio's poems.[7]

ডিরোজিওর সব কবিতা সংগৃহীত হলে এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে মন্তব্য করা যেতো।

ডিরোজিওর কবিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন সি. পল ভার্গিজ। তাঁর ধারণা ডিরোজিওর মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার আদর্শ সংশ্লেষণ হয় নি। এর কারণ ঃ

> Perhaps this was inevitable in the inherent dilemma that Derozio faced as an Anglo-Indian who declared himself to be an Indian with cultural moorings neither in India nor in England[8]

অবশ্য ডিরোজিওর জীবনযাত্রা এবং কর্মধারা থেকে প্রমাণ করা মুশকিল যে তিনি এরকম 'অমূল তরু' ছিলেন।

পরিশেষে আমাদের জানতে আগ্রহ বাংলা কবিতায় ডিরোজিওর প্রভাব কতটুকু? দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ডিরোজিওর নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তার প্রমাণ পাই 'ভাইফোঁটা' গল্পে। কিন্তু ডিরোজিও কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় কতটা ঘনিষ্ঠ ছিলো, সে-বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন? তিনি যখন প্রথম ইংরেজিতে কবিতারচনা শুরু করেন, তখন তাঁর অন্যতম পূর্বসূরি ছিলেন ডিরোজিও। তাছাড়া হিন্দু কলেজে ভর্তি হবার পর তিনি নিশ্চয় ডিরোজিওর কথা অনেক শুনে থাকবেন। তাঁর সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু তো ডিরোজিওর অনুরাগীই ছিলেন বলা চলে। তাছাড়া ইয়ং বেঙ্গল দলের রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিলো। ডিরোজিয়ানদের পরিচালিত 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটরেই' তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়।[9] কিন্তু মধুসূদনের পত্রাবলিতে ডিরোজিওর কবিতাবলির কোনো উল্লেখ নেই। সুশীলকুমার দে-র মতে,

> রঙ্গালয়ের মত মধুসূদনেরও উপাখ্যানকাব্য লেখা যে স্বাভাবিক ছিল, তাহা তাঁহার প্রথম ইংরেজী রচনা The Captive Lady কাব্যে দেখা যায়। ইহার প্রত্যক্ষ আদর্শ ছিল তৎকালীন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর Fakeer of Jungheera (1828)।[10]

এটা হয়তো অনুমান। অন্তত মধুসূদনের নিজের কোনো স্বীকৃতি নেই। এমন কি ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যদের ডিরোজিওর কবিতা বিষয়ে কী ধারণা ছিলো সে সম্পর্কেও আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। রঙ্গলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিরা এই কবিকে কী চোখে দেখতেন, সেই কৌতূহল নিরসন আজ আর সম্ভব নয়।

উল্লেখপঞ্জি

1 Madge, HDEPR, p 5

2 Edwards, HD, p a 26-7

3 Madge, ঐ, p 50 মূল. উদ্ধৃতিটি হ'লো :

'One phase of his character is remarkable. He never loved a woman. His feelings were cold in this respect. To him who is not is not a superficial reader of his poems, the characteristic of Nuleenee love, the heroine of his poem, *The Fakeer of Jungheerah*, will appear to possess neither the warmth, nor the confidence, nor the tenderness of woman's love.

4 'ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও', ড. পল্লব সেনগুপ্ত, কলকাতা, 1982, P54

5 Edwards. H D, p 186

6 *The Colonial Encounter : Henry Derozio*, Jasbir Jain, *Powre Above Powres 6*, University of Mysore, 1981, P 59. মূল উদ্ধৃতি হ'লো :

'In the final instance, it must be admitted, that any assessment of Derozio as a poet should not be linked with any historical or political assessment : it has to rest on his poetic merit';

7 ঐ p. 37

8 *Poems Henry Derozio,* selected by P. Lal, preface by C. Paul Verghese, Calcutta, 1972, P xxiii.

9 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ সংস্করণ, p. 476.

10 "বাংলা মহাকাব্য ও মধুসূদন", 'নানা নিবন্ধ', সুশীলকুমার দে, কলকাতা, 1954, p. 240.

শিক্ষক ও সাংবাদিক

ডিরোজিও ভাগলপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন প্রধানত 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট'-এর সম্পাদক ডক্টর গ্র্যান্টের সহায়তায়। আমরা আগেই দেখেছি যে ডিরোজিওর কবিরূপে প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিলো। গ্র্যান্ট ডিরোজিওর পরম হিতৈষী ছিলেন। তাঁর বিষয়ে বলা হয় যে, 'he rocked the cradle of Derozio's genius and followed its hearse.'[1] গ্র্যান্টের সঙ্গে ডিরোজিওর নিয়মিত পত্রালাপ ছিলো। দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত সেই সব চিঠির একটিও উদ্ধার করা যায়নি। তাঁরই সূত্রে সম্ভবত ডিরোজিও হিন্দু কলেজের পরিদর্শক বিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্ ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসন (1786 - 1860) -এর সঙ্গে পরিচিত হন।

1826 খ্রিষ্টাব্দে ডিরোজিও কলকাতায় দুটি চাকরি পেয়েছিলেন। প্রথমটি হ'লো 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট'-এর সহ সম্পাদককের পদ এবং দ্বিতীয়টি হিন্দু কলেজের (অন্য নাম অ্যাঙলো ইন্ডিয়ান কলেজ) * শিক্ষকতা। ম্যাজের জীবনীতে আছে যে ডিরোজিও 1826 খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে পত্রিকার কাজে যোগ দেন এবং ঐ বছরেরই নভেম্বর মাসে তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।[2] কিন্তু যোগেশচন্দ্র বাগলের ধারণা যে দুটো চাকরিই তিনি বেশ কিছুদিন একসঙ্গে করেছিলেন। তাঁর এরকম মনে হবার কারণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> ডিরোজিও যে প্রথমে সহ-সম্পাদক ও শিক্ষক উভয় কর্মেই বেতনভোগী রূপে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহার একটি পরোক্ষ প্রমাণ আমি এইরূপ পাইয়াছি : একই কাজে দুইটি কাজে লিপ্ত হওয়ায় কোন না কোনটিতে বেতন কিছু কম হইতে পারে। হিন্দু কলেজের হাতে-লেখা কার্যবিবরণীর মধ্যে 1827, জানুয়ারিতে প্রদত্ত বেতনসহ শিক্ষকদের তালিকায় চৌদ্দজন শিক্ষকের নাম দেখি। ইঁহাদের মধ্যে ডিরোজিও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন চতুর্থ শিক্ষক। তৃতীয় এবং পঞ্চম শিক্ষকের মাসিক বেতন দেওয়া হইয়াছে 150 টাকা করিয়া।

---

* রাজনারায়ণ বসুর মতে, 'এই সময়ে হিন্দু কলেজকে তিন নামে ডাকা হইত, হিন্দু কলেজ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলেজ ও মহাবিদ্যালয়। উহাতে বাংলা ইংরাজী পারসী পড়া হইত বলিয়া উহার এক নাম অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলেজ হিন্দু ('হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত', শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, পৌষ 1363,পৃ 6)।

> কিন্তু চতুর্থ শিক্ষক ডিরোজিও-র মাসিক বেতন পাইতেছি 100 টাকা। ডিরোজিও-র বেতন পঞ্চম শিক্ষকের চেয়ে কম হইবার আর এক কারণ অনুমান করা যায়। পঞ্চম শিক্ষক হয়তো আগে হইতেই কর্ম করিতে করিতে বেতন বৃদ্ধি হেতু উক্ত পরিমাণ মাহিনায় পৌঁছেন।[3]

অবশ্য প্রাপ্য মাইনের চেয়ে কম টাকা নানা কারণেই অনেকে পেতে পারেন। যেমন অগ্রিম অথবা ছুটি পাওনা না থাকলে ইত্যাদি। ম্যাজ এবং 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিনের' লেখক অবশ্য লিখেছেন যে ডিরোজিওর মাইনে ছিলো দেড়শো টাকা।

আধুনিক গবেষকেরা একমত যে ডিরোজিও 1826 খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে যোগ দেন। কিন্তু কোন্ মাসে? ম্যাজের মতের কথা আগেই বলা হয়েছে। যোগেশচন্দ্রের ধারণা হ'লো 1 মে। তাঁর অনুমানের ভিত্তি হ'লো নীচের সংবাদটি।

13 মে 1826 1 জ্যৈষ্ঠ 1233

> হিন্দুকলেজ।— আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে পটলডাঙ্গার পাঠশালা ঘর প্রস্তুত হইলে হিন্দুকালেজ ঐ ঘরে আসিবেক এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে 20 বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশালা ও হিন্দুকলেজ বিদ্যালয় ঐ বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।
> ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়ারম্যান নামক এক জন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এক্ষণে প্রায় 25 জন ছাত্র আছে শুনিতে পাই যে আরো এক শত ছাত্র হইবেক আর তদনুসারে ইংরাজী শিক্ষক ও পন্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হইতে পারিবেক।

পূর্বোক্ত সংবাদ থেকে এটা স্পষ্ট নয় যে ডিরোজিও 1 মে-তেই যোগদান করেন। তাছাড়া নিয়োগপত্র পাওয়া এবং কাজে যোগ দেবার মধ্যে অনেক সময়ে ব্যবধান থাকে। তবে ডিরোজিও মে অথবা নভেম্বরে যোগ দেন কিনা সেটা তেমন জরুরি নয়, কিন্তু তিনি দুটো পদে একই সঙ্গে বৃত ছিলেন কিনা তা জানতে ইচ্ছে করে। কেননা তাহ'লে বোঝা যাবে, ডিরোজিও পড়ানোর কাজটা বেছে নিয়েছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব কি সেদিনের কিশোর কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন? হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ডিরোজিওর আসবার সুযোগ হয় ছাত্রদের মাধ্যমে এবং এই সূত্রেই তিনি উপলক্ষ হন রক্ষণশীলতা বনাম প্রগতিবাদের সংঘর্ষে। শিক্ষায় পাশ্চাত্যপন্থী এবং প্রাচ্যবাদীদের দ্বন্দ্বেরও প্রধান ক্ষেত্র ছিলো হিন্দু কলেজ। টমাস ব্যাবিংটন মেকলের (1800-59) ঐতিহাসিক শিক্ষাবিষয়ক মিনিটের (1835) অন্তত এক দশক আগেই পূর্বোক্ত মহাবিদ্যালয়ে এ বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভাষার প্রশ্নের কথাই ধরা যাক। হিন্দু কলেজের গোড়ার দিকের নিয়মাবলিতে ছিলো 'সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের ইংরেজি এবং ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে'।[5] ভারতীয়

ভাষার মধ্যে ছিলো ফারশি, সংস্কৃত এবং বাংলা। যদিও ইংরেজিই ছিলো উচ্চস্তরে শিক্ষার মাধ্যম, কিন্তু বিদ্যালয়ে, আট বছরের আগে ইংরেজি শেখানো হ'তো না।[6]

হিন্দু কলেজে সংস্কৃত শিক্ষাদান পরে বন্ধ হয়ে যায়। ফারশি শেখানো অপ্রচলিত হয় 1841 খ্রিষ্টাব্দে থেকে।[7] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 1838 খ্রিষ্টাব্দ থেকে আদালতের ভাষা রূপে ফারশি রহিত হয়। সালাহ্উদ্দীন আহমেদ-এর বইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই। তিনি লিখেছেন যে 1835 খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার 6,945 জন অধিবাসী তৎকালীন বড়োলাট লর্ড বেন্টিঙ্ককে এই মর্মে স্মারকপত্র দেন যে আদালতের ভাষা হিসেবে ইংরেজিকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে হিন্দু কলেজের কর্মকর্তা, ছাত্র ও অভিভাবকেরাও ছিলেন। তাঁরা অবশ্য ফারশি ভাষা একেবারে তুলে দেবার কথা বলেননি, কিন্তু ফারশির সঙ্গে ইংরেজির সমমর্যাদা দাবি করেন।[8]

সুতরাং মেকলে যে শিক্ষানীতির জন্য নন্দিত এবং নিন্দিত তার ভিত্তি অনেক আগেই তৈরি হচ্ছিলো। শাসকের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে শাসিতের স্বার্থ সেদিন এক জায়গায় মিলিত হয়েছিল বলে মেকলের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল 'শিকড় উপড়ে ফেলা' শিক্ষানীতির প্রচলনের। শাসকেরা চেয়েছিলেন বাদামি সাহেব বানাতে আর সেযুগের সভ্রান্ত হিন্দু সমাজের লক্ষ্য ছিলো অর্থ প্রতিপত্তি মর্যাদায় সাহেবদের সমকক্ষ হওয়া। উনিশ শতকে ভারতে পাশ্চাত্যপন্থী এবং প্রাচ্যবাদী সংঘাতের ঐতিহাসিক ডেভিড কফ একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন :

> ইউরোপীয় প্রভুরা যতোদিন পর্যন্ত আধুনিকীকরণকে আঞ্চলিক না ভেবে সর্বজনীনরূপে দেখতে চেয়েছিলেন, ততোদিন বাঙালিরা সাংস্কৃতিক রূপান্তরে বিশেষ বাধা দেয়নি। কিন্তু আধুনিকীকরণ যখন মেকলেবাদের পরিচ্ছদ নিলো, তখন পুরানো মানসিকতা ভেঙে পড়লো এবং জাতীয়তাবাদের নামে সাংস্কৃতিক প্রাচীর গড়ে ছিলো।[9]

এই মন্তব্যে ঈষৎ সরলীকরণ থাকলেও হিন্দু কলেজের প্রেক্ষিতে কথাটির যৌক্তিকতা আছে। হিন্দুরা নিজেদের তাগিদেই পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। শাসকগোষ্ঠীর অর্থাৎ সরকারি স্তরে এবং ব্যক্তিগত ভাবে কিছু সাহায্য তাঁরা পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রধান উদ্যোগী ছিলেন দেশীয় ব্যক্তিরা। হিন্দু কলেজের (প্র. 1817) আদি প্রকল্পক কে ছিলেন, এর প্রতিষ্ঠায় রামমোহন বা ডেভিড হেয়ারের কতটুকু ভূমিকা ছিলো, সে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। উৎসাহী পাঠক রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র, সুশীলকুমার দে, সালাহ্উদ্দীন আহমেদ-এর গ্রন্থাদি দেখতে পারেন।[10]

তবে রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,'হিন্দু কলেজ রক্ষণশীল হিন্দুদের দ্বারা রক্ষণশীল হিন্দুদের জন্য পরিকল্পিত'।[11] এই মন্তব্য একপেশে। বস্তুত শাসক-শাসিতের স্বার্থ কোনো কারণে এক না হলে সরকার বাহাদুর হিন্দু কলেজের বিপর্যয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিবেন না। এই কলেজের সূচনা কাল থেকেই শাসক গোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগ দেবার ঠিক আগের বছর অর্থাৎ 1825 খ্রিষ্টাব্দের 25 এপ্রিল হিন্দু কলেজের ব্যাঙ্কার জোসেফ ব্যারেটো অ্যান্ড সন্স-এর পতন হলে মহাবিদ্যালয়ে প্রচন্ড আর্থিক সঙ্কট শুরু হয়। অবশ্য টাকার অসচ্ছলতা তার আগে থেকেই চলছিল এবং সেই জন্য 1823 খ্রিষ্টাব্দে সরকারি সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়। আয়-ব্যয় পরীক্ষায় সরকারের ক্ষমতা থাকবে, এই শর্তে সরকার আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তদারকির ভারপ্রাপ্ত হন কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন। উক্ত দপ্তরের প্রতিনিধিরূপে ভারততত্ত্ববিদ এবং প্রাচ্যপন্থী ড. হোরেস হেম্যান উইলসন হিন্দু কলেজের পরিদর্শক মনোনীত হন (1824)। পদাধিকার বলে তিনি অধ্যক্ষসভা অর্থাৎ পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন এবং তার সহসভাপতিও হন। ডেভিড হেয়ার প্রথমে ছিলেন পরিদর্শক (1819), পরে ইন্সপেক্টর (1824) এবং শেষে পরিচালকসভার সদস্যও (1825) হয়েছিলেন।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগ দেবার সময়ে অনেক বদল ঘটেছে। যেমন 1826 খ্রিষ্টাব্দ থেকেই স্থির হয় যে কলেজে পড়াবার মাধ্যম হবে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি। তাছাড়া হিন্দু কলেজ এতোদিন ভাড়া বাড়িতে ছিলো। এই বছরেই নতুন বাড়িতে উঠে আসে। ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।[12]

সুতরাং ডিরোজিও কলেজের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির দিনে এর সঙ্গে যুক্ত হন। আর তিনি বাড়ালেন প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি ও গৌরব। আবার তাঁর জনপ্রিয়তাই হলো তাঁর পতনের কারণ। তাঁর সময়েই শুরু হলো পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে দেশীয় রক্ষণশীলতার লড়াই। তিনি যদি হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত হতেন, তাহলে সেদিনের সংঘাতের চেহারাটি হতো অন্যরকম। কিন্তু তাঁর পরিস্থিতি ছিলো অসুবিধাজনক — তিনি ভারতীয় হয়েও হিন্দুর কাছে বিধর্মী, সুতরাং সহজেই সেই সমাজের আক্রমণের লক্ষ্য হতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে খ্রিষ্টান হলেও ভারতীয় (কিংবা ইউরেশীয়), এই কারণে শাসকগোষ্ঠীর সাহায্যে পাননি। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষসভার ডিরোজিওকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে ভোট নেওয়া হলে

উইলসন এবং হেয়ার দেশীয় মনোভাব ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বলে তাতে অংশগ্রহণ করেননি। অথচ ঐ সভায় নিম্নলিখিত নিয়মটিও গৃহীত হয়।

'ভবিষ্যতে উপযুক্ত ইউরোপীয় শিক্ষক পাওয়া গেলে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তাঁদের ধর্মমত এবং নৈতিক চরিত্রের অনুসন্ধান করে'।[13]

এর ফলে ইউরেশীয়দের প্রতি তো বটেই, অন্যান্য ভারতীয়দের প্রতিও ঘোরতর অবিচার করা হয়। উইলসন এবং হেয়ার কেউই এর প্রতিবাদ করেননি। আর রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ সেদিন খাঁটি সাহেবকে অনেক বেশি নিরাপদ মনে করতেন।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগদান করেন চতুর্থ শিক্ষকরূপে। তাঁকে পড়াতে হতো দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে। তাঁর বিষয় ছিলো ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস। পাঠ্যতালিকায় ছিলো :

Goldsmith's *History of Greece, Rome and England*
Russell 's *Modern Europe*
Robertson's *Charles the Fifth*
Gay's *Fables*
Pope's Homer's *Iliad and Odyssey*
Dryden's *Virgil*
Milton's *Paradise Lost*
Shakespeare's one of the tragedies[13] ।

ডিরোজিও শিক্ষকরূপে অত্যন্ত সফল হন। 'রীজ অ্যান্ড রায়ত'-এ প্রকাশিত (22 জুন 1902) একটি প্রবন্ধে সারদাপ্রসাদ দে লিখেছেন যে, হিন্দু কলেজের পরিদর্শক উইলসন ডিরোজিওর শিক্ষণপদ্ধতিতে মুগ্ধ ছিলেন এবং তিনি একাধিকবার মন্তব্য করেন যে তাঁর প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে।

ডিরোজিও মাত্র সতেরো বছর বয়েসে শিক্ষকতা শুরু করেন। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান খুব অল্প ছিলো, এমন কি কেউ কেউ তাঁর সমবয়স্ক ছিলেন। ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না কাশীপ্রসাদ ঘোষ (1809 - 73 খ্রি), কিন্তু তিনি হিন্দু কলেজে যোগ দেবার সময়ে কাশীপ্রসাদ ছাত্র। দুজনের জন্মসাল একেবারে এক। এখানে আরেকটি কথা বলা দরাকার। চিন্তাভাবনায়, রুচিনীতি এবং মানসিকতায় দুজনে ভিন্ন মেরুর লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটাই মিল ছিলো— ইংরেজিতে কবিতা লেখা। স্বভাবে রক্ষণশীল কাশীপ্রসাদ রাধাকান্ত দেবের (1784 - 1867 খ্রি) ধর্মসভার উৎসাহী সদস্য ছিলেন। কিন্তু রাধাকান্তর প্রগতিশীল দিকগুলি যেমন স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে আগ্রহ, এসব কোনোটিই তিনি সমর্থন করেননি। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ রদ

আন্দোলনের তিনি বিরোধী ছিলেন। উইলসন কিন্তু কাশীপ্রসাদ এবং ডিরোজিও উভয়কেই সবিশেষ স্নেহ করতেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষের মৃত্যুর পরে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় 17 নভেম্বর 1873 খ্রিষ্টাব্দে যে শোকসংবাদ বেরোয়, তাতে বলা হয়েছিল যে তাঁর সম্পাদিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' (1846 - 57 খ্রি) সম্পূর্ণ ভারতীয় মালিকানায় ও সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র।[14] এই গৌরব অবশ্য ডিরোজিওর ছাত্রবৃন্দ পরিচালিত স্বল্পায়ু 'পার্থেনন'-এর প্রাপ্য। এই বিষয়ে পরে দ্রষ্টব্য।

ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (1814 - 78), রামগোপাল ঘোষ (1815 - 68)*, প্যারীচাঁদ মিত্র (1814 -83) রাধানাথ শিকদার (1813-70), রামতনু লাহিড়ী (1813-98), শিবচন্দ্র দেব (1811-90), দিগম্বর মিত্র (1817-79),গোবিন্দচন্দ্র বসাক (? ?) প্রমুখ। অন্যদিকে হরচন্দ্র ঘোষ (1809-64), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (1813-85), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (1810-58) সেই অর্থে তাঁর ছাত্র না হ'লেও ভাবশিষ্য ছিলেন। ডিরোজিওর আরেকজন অনুরাগীর কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী (1806-57)। রামমোহনের অনুগামী এবং ডিরোজিয়ানদের মধ্যে তিনি ছিলেন যোগসূত্র। আভিধানিক, পুরাণের অনুবাদক তারাচাঁদের জীবন ছিলো কর্মবহুল। তিনি এক সময়ে ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁর প্রগতিশীল মতামতের জন্য 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' তাঁর গোষ্ঠীকে অভিহিত করতেন 'চকরবর্তী ফ্যাকশন' বলে। অন্যদিকে রাজা রামমোহন কর্তৃক স্থাপিত ব্রহ্মসভার (1828) প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি। প্যারীচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্রকে (1822 - 73) বলা যায় 'বিলম্বিত ডিরোজিয়ান'। তিনি ডিরোজিওর ছাত্রদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

ছাত্রেরা কাছাকাছি বয়েসের হওয়ায় ভাবের আদানপ্রদানে নিশ্চয় খুব সুবিধা হতো। তাছাড়া ডিরোজিও শিক্ষাদানকে শুধু ক্লাসঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। ক্লাসের বাইরে তাঁর বাড়িতে অথবা অন্যত্র, তিনি ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হতেন। বিতর্ক, আলোচনা সভা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ এসবেও মূলত ডিরোজিও ছিলেন প্রেরণাদাতা। সুতরাং বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন ঠিক তা-ই।

---

* রামগোপাল সান্যাল প্রমুখ জীবনীকারেরা রামগোপালের বাংলা জন্মসাল দিয়েছেন আশ্বিন 1221 বঙ্গাব্দ। তাহলে খ্রিষ্টাব্দ অনুসারে জন্ম দাঁড়ায় 1814 সাল। কিন্তু আছে 1815 দ্র Ramgopal Sanyal, *A General Biography of Bengal Celebrities* (1889), Swapan Majumdar ed. Riddhi, Calcutta 1976, p 148. শিবনাথ শাস্ত্রীর বইতেও পাই 1815 খ্রিষ্টাব্দ।

ক্লাসে তিনি ঠিক কীরকম পড়াতেন ? তিনি যে গুরু ড্রামন্ডের মতো বাগ্মী ছিলেন না, সেটা আমরা আগেই জেনেছি। তবে তিনি তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে পারতেন। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি বিষয় দুজন ছাত্রের উক্তি উল্লেখযোগ্য।

প্যারীচাঁদের মতে, ' শিক্ষকদের মধ্যে ডিরোজিওই ছিলেন সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় সর্ববিষয়ে খোলাখুলি আলোচনার সবচেয়ে বড়ো প্রেরণাদাতা। তিনি স্বয়ং ছিলেন মুক্ত চিন্তার ভাবুক এবং প্রিয়ভাষী। তিনি ছাত্রদের কাছে এসে মন খুলে কথাবার্তায় উৎসাহ দিতেন। হিন্দু কলেজের ওপরের ক্লাসের ছাত্রেরা প্রায়ই টিফিনের সময়ে, স্কুলের পরে তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গলাভের জন্য আসতেন। এর ফলে স্বাধীনভাবে মনের আদান- প্রদান হতো এবং যেসব বই এমনিতে হয়তো পড়া হ'তো না তা পঠিত হ'তো। এই বইগুলি প্রধানত ছিলো কাব্য, দর্শন এবং ধর্মবিষয়ক'।[15]

রাধানাথ লিখেছেন ঃ

> ডিরোজিও দয়ালু এবং স্নেহপরায়ণ শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাবত্তার অভিমান করিলেও তিনি সুবিদ্যান (sic) ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁহার শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আজও তাহা আমার সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত এবং আমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি, যাহা চিরকাল আমার কার্যকে প্রভাবিত করিবে। বড়ই দুঃখের বিষয়, উন্নতির নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করিতেই মৃত্যু তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছে। নিশ্চিত বলিতে পারি যে, সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা— যাহা সমাজের শিক্ষিতসাধারণের মধ্যে আজ এত অধিক পরিমাণে দেখা যায়— এসকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।[16]

ক্লাসঘরে ডিরোজিও যে পাঠক্রমের বাঁধা ছকের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন না তার একাধিক প্রমাণ আছে। ইতিহাস থেকে দর্শনে, দর্শন থেকে সাহিত্যে সহজ আনাগোনা ছিলো তাঁর। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর ডেভিড হেয়ারের জীবনীতে একটি ঘটনার কথা লিখেছেন। তখন হিন্দু কলেজ জুনিয়র এবং সিনিয়র দুটি ভাগে বিভক্ত থাকলেও একজন প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকতো। ঐ সময়ে প্রধানশিক্ষক ছিলেন ডি' আন্সেলমে। তখন একটা নিয়ম ছিলো, প্রতি মাসে পড়ানোর রিপোর্ট দিতে হতো। ডিরোজিও বাঁধাধরা নিয়মে পড়াতেন না। একবার তিনি প্রধানশিক্ষক ডি' আনসেলমেকে মাসিক কার্যবিবরণী দিতে যান। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ডেভিড হেয়ার। আন্সেলমে ডিরোজিওর রিপোর্টে এতোই ক্ষুব্ধ হন যে তাঁকে মারতে ওঠেন। কিন্তু তিনি পিছিয়ে যাওয়ায় মারতে পারলেন না প্রধানশিক্ষক। তখন আক্রোশটা পড়লো হেয়ারের ওপর। তাঁকে বললেন, 'নির্লজ্জ ধামাধরা'। হেয়ার মুচকি হেসে বললেন, 'ধামাটা ধরছি কার ?'

ব্যাপারটি অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়। হিন্দু কলেজের 5 ফেব্রুয়ারি 1831 খ্রিষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতে দেখা যায় ডি' আনসেলমের আচরণের বিরুদ্ধে ডিরোজিওর লিখিত অভিযোগ বিবেচিত হচ্ছে।[17] তা থেকে আরো জানতে পারি যে, প্রধানশিক্ষক নালিশ করছেন ডিরোজিও পড়া তৈরি করতে হবে এই অজুহাতে প্রায়ই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান। পরস্পর ক্ষমা প্রার্থনায় ঘটনার ইতি হলেও বেশ বোঝা যায় যে তাঁদের সম্পর্কটা বেশ তিক্ত হয়ে উঠেছিল।

ডিরোজিওর বিশেষ অনুরাগ ছিলো দর্শনচর্চায়। তাঁরই সূত্রে ছাত্রেরা পরিচিত হন লক, রীড এবং ডুগাল্ড স্টুয়ার্টের রচনাবলির সঙ্গে। হিউমের যুক্তিবাদের সঙ্গে পরিচয়ও এইখানে। ছাত্রেরা এই দর্শনপাঠ খুব উপভোগ করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এবং রামগোপাল সান্যালের গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ পাই। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষাতেই বলা যাক ঃ

> একদিন সুবিখ্যাত দর্শনকার লকের (Locke) গ্রন্থাবলী পড়িবার সময় রামগোপাল বলিয়া উঠিলেন, "লকের মস্তক প্রবীণের ন্যায় কিন্তু রসনা শিশুর ন্যায়"। অর্থাৎ লক অতি প্রাঞ্জল ভাষাতে গভীর মনোবিজ্ঞানতত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এই উক্তিতে ডিরোজিও অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', নিউ এজ দ্বিতীয় সং, কলকাতা, পৃ. 113)।

ডিরোজিও কান্টের দর্শন খন্ডন করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যে-বিষয়ে পুরনো বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ডব্লু. এইচ. মিল মন্তব্য করেন যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকেরাও এরকম লিখতে পারলে ধন্য হতেন। টমাস এডওয়র্ডস-এর ডিরোজিও জীবনী থেকে জানতে পারি যে তিনি ফরাশি দার্শনিক M. Pierre Louis Moreau De Maupertuis-এর নৈতিক দর্শন বিষয়ে রচনার অনুবাদ করেছিলেন এবং এটি তাঁর মৃত্যুর পরে 1833 খ্রিষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা কোয়ার্টার্লি ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত হয়।[18] তিনটি অধ্যায় মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। একই বছরে 13 অক্টোবর সংখ্যায় ডিরোজিওর 'আধুনিক বৃটিশ কবিদের বিষয়ে প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। দুঃখের বিষয় এগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য।

ডিরোজিও ছাত্রদের বিতর্কসভা ও পত্রিকাপরিচালনাতেও উৎসাহ দিতেন। 1828 খ্রিষ্টাব্দে তাঁর অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'। শিক্ষিতসমাজের প্রথম বিতর্কসভারূপে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে আলোচনা ও বিতর্ক হতো, যেমন স্বদেশপ্রেম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পৌত্তলিকতার সারহীনতা, হিউম, রীড, ডুগাল্ড স্টুয়ার্টের দর্শন ইত্যাদি।[19] আসলে ক্লাসঘরে সব বিষয়ে আলোচনার সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে চিন্তার আদান-প্রদানের পক্ষে এই

জাতীয় সভা আদর্শ। বস্তুত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র অনুকরণে নানা জায়গায় ছোটো-বড়ো এরকম সভা গ'ড়ে ওঠে। রামগোপাল ঘোষের উৎসাহে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য 'পত্র সভা' (এপিস্টোলারি অ্যাসোসিয়েশন) স্থাপিত হয়েছিল।

ডিরোজিও ছিলেন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি। সম্পাদক উমাচরণ বসু। ডিরোজিওর ছাত্র এবং অনুরাগীরা প্রায় সবাই যেমন, প্যারীচাঁদ, রাধানাথ, রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, শিবচন্দ্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু প্রমুখ এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র গোড়াপত্তন হয় ডিরোজিওর বাসগৃহে। পরে সভাগুলি হতো কলেজের অধ্যক্ষসভার অন্যতম সদস্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়িতে। ছাত্ররা ছাড়া আর যেসব বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ডেভিড হেয়ার, বিশপ্‌স কলেজের অধ্যক্ষ ড. ডব্লু. এইচ. মিল, বড়োলাট বেন্টিকের একান্ত সচিব কর্নেল বীটসন, বাংলার পরবর্তী সহকারী ছোটোলাট ডব্লু. ডব্লু. বার্ড।

1839 খ্রিষ্টাব্দে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' উঠে যায়। কিন্তু তার এক বছর আগে অর্থাৎ 1838 খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা', যার ইংরেজি নাম 'সোসাইটি ফর দ্য অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ'। এরও প্রধান উদ্যোক্তারা ছিলেন ডিরোজিওর ছাত্র এবং অনুরাগীবৃন্দ। সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, অন্যতম সহ-সভাপতি রামগোপাল ঘোষ। যুগ্ম সম্পাদক রামতনু লাহিড়ী এবং প্যারীচাঁদ মিত্র। পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য হলেন কৃষ্ণমোহন এবং হেয়ার ছিলেন পরিদর্শক।[20]

'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' থেকে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' স্থাপনের মধ্যে ব্যবধান এক দশকের। কিন্তু এর মধ্যেই কিছু কিছু বদল ঘটেছে দেখতে পাই। যেমন ধর্মীয় প্রসঙ্গে সব রকম আলোচনা নিষিদ্ধ হয়েছে।

আলোচনা সভার মাধ্যমে মতের আদান-প্রদান ছাড়াও সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য পত্রিকা-প্রকাশের অভাব অনুভব করছিলেন তাঁরা। পত্রিকা পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো ডিরোজিওর। তিনি এ-বিষয়ে ছাত্রদেরও উদ্বুদ্ধ করেন। 15 ফেব্রুয়ারী 1830 খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো ইংরেজিতে সাপ্তাহিক পত্র 'পার্থেনন'। পরিচালকবর্গের মধ্যে ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ। যোগেশচন্দ্র

বাগলের মতে, 'দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত ইংরেজী সংবাদপত্রের মধ্যে এইখানিই প্রথম'।[21] আমারা আগেই বলেছি যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে কাশীপ্রসাদের 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার'-এর পক্ষে এই দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু তার ষোলো বছর আগে বেরিয়েছে 'পার্থেনন', যদিও একটি সংখ্যাই মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যাটি মুদ্রিত হলেও হিন্দু কলেজের পরিদর্শক উইলসন বাধা দেওয়ায় প্রচারিত হতে পারেনি। সালাহ্উদ্দীন আহমেদ লিখেছেন :

> এটি ('পার্থেনন') হিন্দু ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে আক্রমণে পরিপূর্ণ ছিলো। এদেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসবাসের (কলোনাইজেশন) পক্ষে প্রচণ্ডভাবে সমর্থন জানায় পত্রিকাটি। এর ফলে অবাধবাণিজ্যশক্তির সমর্থক এবং প্রগতিশীলদের মতই প্রতিধ্বনিত হয়। সমসাময়িক প্রগতিশীল পত্র 'ইন্ডিয়া গেজেট' 'পার্থেনন' পত্রিকা সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'জন্মসূত্রে হিন্দু অথচ শিক্ষাদীক্ষায় ইউরোপীয়রা' কী করতে পারে পত্রিকাটি তার একটি অতি আশাপ্রদ দৃষ্টান্ত।[22]

'পার্থেনন' পত্রিকা আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হতোদ্যম হননি ডিরোজিয়ানগণ। তাঁরা পরে আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এগুলি হ'লো 'দ্য এনকোয়ারার'(17 মে 1831, সাপ্তাহিক), 'জ্ঞানান্বেষণ' (18 জুন 1831, সাপ্তাহিক), 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' (এপ্রিল-1842), 'মাসিক পত্রিকা' (আগস্ট, 1854)।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজ ছেড়ে দেবার (25 এপ্রিল) সপ্তাহ তিনেক পরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'দ্য এনকোয়ারার' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার পরিকল্পনায় ডিরোজিওর যথেষ্ট ভূমিকা ছিলো। 1834 খ্রিষ্টাব্দ থেকে পত্রিকাটি মাসিক রূপে বেরোতে থাকে। 'সমাচার দর্পণে'র খবরে পাই যে উক্ত পত্রিকার লেখকেরা চোদ্দো থেকে পনেরো বছর বয়েসের। এটি অবশ্য অতিরঞ্জিত। সম্পাদকের বয়েস তখন আঠারো পূর্ণ হয়েছে। এভাবে হঠাৎ 'পার্থেনন' কাগজের প্রচার বন্ধ করে দেওয়ায় কৃষ্ণমোহন আরো প্রবলভাবে হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণ চালিয়ে যান। সালাহ্উদ্দীন আহমেদ বেন্টিঙ্ক পেপার্স ঘেঁটে কয়েকটি আকর্ষণীয় খবর পেয়েছেন। যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় যখন পত্রিকা প্রকাশের অনুমতির জন্য পুলিশ অফিসারের কাছে যান, তখন এফিডেভিটের জন্য হিন্দু হিসেবে তাঁকে গঙ্গাজলে শপথ নিতে বলা হয়। হিন্দু ধর্মে তাঁর আস্থা নেই এই অজুহাতে তিনি অস্বীকার করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে

পারে যে আরেকজন ডিরোজিয়ান রসিককৃষ্ণ মল্লিক 1834 খ্রিষ্টাব্দের 19 ডিসেম্বর একটি খুনের মামলায় জুরি হন। তিনিও গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করতে অসম্মত হন।*

আরেকটি তথ্য হ'লো 23 নভেম্বর 1831 খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন লর্ড বেন্টিঙ্ককে লিখেছেন : ' হিন্দুর, আমার দেশবাসীর মধ্য থেকে কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্যে আমি গত চার-পাঁচ মাস ধ'রে দ্য এনকোয়ারার নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করছি'।[22ক]

অবশ্য কৃষ্ণমোহনের পত্রিকায় শুধু হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ থাকতো না, তাঁর ধর্মগুরু আলেকজান্ডার ডাফ-এর ধর্মপ্রচার পদ্ধতি ও অসহিষ্ণুতা বিষয়েও সমালোচনা বেরিয়েছিল। পূর্বোক্ত পত্রিকা ছাড়াও কৃষ্ণমোহন কিছুদিন 'গবর্ণমেন্ট গেজেট' (1 জুলাই 1840, সাপ্তাহিক) এবং 'সংবাদ সুধাংশু' (সেপ্টেম্বর 1850, সাপ্তাহিক)-র সম্পাদনাও করেন। শেষোক্ত পত্রিকাটি ছিলো খ্রিষ্টধর্ম প্রচার বিষয়ক।

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার প্রথমে সম্পাদক ছিলেন দক্ষিণানন্দন (দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায়। পরে এটি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক। 1833 খ্রিষ্টাব্দ থেকে পত্রিকাটি ইংরেজি-বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হ'তে থাকে। বাংলা বিভাগ সম্পাদনা করতেন গৌরীশঙ্কব (গুড়গুড়ে) তর্কবাগীশ। এই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি দাবি করেন যে সহমরণ প্রথা রদ করবার জন্য তাঁরা রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও বিধবাবিবাহের পক্ষেও তাঁরা ছিলেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা 1840 খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলেছিল।

'দ্য এনকোয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' বিষয়ে 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার'-এ বেরোয় :

> [এই পত্রিকা] দুটি হ'লো শিক্ষিত হিন্দুদের ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর মুখপত্র, যাঁরা ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন এবং উদারনৈতিক মনোভাবের দিক শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছেন... তাঁরা কর্মে এবং বিশ্বাসে হিন্দু ধর্মকে পুরোপুরি ত্যাগ করেছেন, সেই হিন্দুধর্ম শুদ্ধ-অশুদ্ধ, প্রাচীন, আধুনিক, বৈদান্তিক, পৌরাণিক যাই হোক না কেন। ধর্মক্ষেত্রে এই শূন্যতার জন্য তাঁরা জগতের সামনে হাজির হয়েছেন সত্যসন্ধানী রূপে।

---

* গঙ্গাজলের পবিত্রতা নিয়ে ডিরোজিয়ানদের বিদ্রোহের ব্যাপারে ইতিহাসের একটি কৌতুক আছে। গঙ্গাতীরে শ্মশান রাখা অথবা সৎকার করা চলবে না, সরকার এরকম আইন প্রণয়নে উদ্যত হ'লে প্রবল প্রতিবাদ করেন ডিরোজিয়ান রামগোপাল ঘোষ। তিনি অবশ্য বলেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁকে কোথায় দাহ করা হবে তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না, কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনোভাব বিচার করে তিনি এর বিরোধী। তিনি আবেগপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেন সরকারের আসন্ন আইন বিষয়ে দুজন ব্রাহ্মণের প্রতিক্রিয়া — তাঁদের কাছে প্রশ্নটি শুধু ইহকালের নয়, পরকালেরও। রামগোপাল প্রশ্ন করেন, 'এইসব নিরীহ শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন করা কি উচিত ?' দ্র Ramgopal Sanyal *op. cit.* p. 174

'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' সূচনায় ছিলো মাসিক এবং ইংরেজি-বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হতো। প্যারীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ এটি প্রকাশ করতেন। পত্রিকাটি সেপ্টেম্বর 1842 থেকে পাক্ষিকে এবং পরের বছর থেকে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। 1843 খ্রিষ্টাব্দের 20 নভেম্বর থেকে 'বেঙ্গাল স্পেকটেটর'-এর প্রকাশ রহিত হয়।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রথম সংখ্যায় নিবেদিত হয়েছে :

> অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি বিষয়ে সকল আমাদিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যে প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের উদ্যোগের আনুকূল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসনকারিরা প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ ও ইংলণ্ডদেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমারদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে এবং তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে।[23]

পত্রিকাটির প্রচার রহিত হবার পর তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রকাশ করেন 'দ্য কুইল'। রসিক কৃষ্ণ মল্লিক 'জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ' নামে আরেকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। 'মাসিক পত্রিকা'-ও সেযুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাধানাথ শিকদার এবং প্যারীচাঁদ মিত্র উভয়েই ইংরেজিনবিশ হওয়া সত্ত্বেও মাতৃভাষায় পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারেও তাঁদের উৎসাহ ছিলো। আলোচ্য পত্রিকা বিষয়ে তাঁরা লিখেছিলেন,

> এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।

কথ্যভাষার সঙ্গে লেখ্যভাষার ব্যবধান কমিয়ে আনার এই চেষ্টা নিঃসন্দেহ বৈপ্লবিক। পত্রিকাটি বছর চারেক চলছিল। এখানেই প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' টেকচাঁদ ঠাকুরের ছদ্মনামে প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা থেকে (ফেব্রুয়ারি 1855) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে এটিই বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস এবং প্যারীচাঁদকে বলা হ'তো 'বাংলার ডিকেন্স'।

আমরা আবার 'পার্থেনন' প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এই পত্রিকা বিষয়ে 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর'-এ লেখা হয় :

> আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির (ডিরোজিও) সাহায্যে 'পার্থেনন' নাম ইংরাজি সমাচার পত্র বাঙালীদিগের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার ১ম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং

POEMS,

BY

H. L. V. DEROZIO.

If the pulse of the patriot, soldier, or lover
Have throbb'd at our lay, 'tis thy glory alone;
I was but as the wind passing heedlessly over,
And all the wild sweetness I waked was thy own.
Moore, to the Harp of Erin

Calcutta:

[illegible] FOR THE AUTHOR, AT THE BAPTIST MISSION PRESS;
[illegible]
[illegible]

ডিরোজিওর কাব্যগ্রন্থ : POEMS-এর আখ্যাপত্র

TO

JOHN GRANT, Esq.

CALCUTTA,

This Volume is inscribed,

WITH

SENTIMENTS OF RESPECT & ESTEEM,

BY

HIS MOST OBEDIENT SERVANT,

HENRY LOUIS VIVIAN DEROZIO.

POEMS-এর উৎসর্গপত্র

PREFACE.

THOUGH fearful of the inutility of general apologies, yet the Author feels that the circumstances under which his work appears before the Public require some explanations.

Born, and educated in India, and at the age of eighteen, he ventures to present himself as a candidate for poetic fame; and begs leave to premise, that only a few hours gained from laborious daily occupations have been devoted to these poetical efforts.

POEMS-এর ভূমিকা

The publication of a work of this nature in India is not a frequent occurrence; and the Author trusts that a simple reference to the facts which he has laid before the Public will prove a sufficient plea for the imperfections of his little work.

CALCUTTA,
May, 1827.

THE

FAKEER OF JUNGHEERA,

A METRICAL TALE;

AND

OTHER POEMS.

BY

HENRY LOUIS VIVIAN DEROZIO.

CALCUTTA.
SAMUEL SMITH AND CO. HURKARU LIBRARY.
1828.

FAKEER OF JUNGHEERA-র আখ্যাপত্র

TO

HORACE HAYMAN WILSON, ESQ.

OF

THE HONORABLE EAST INDIA COMPANY'S

BENGAL MEDICAL ESTABLISHMENT,

AND

SECRETARY TO THE ASIATIC SOCIETY,

CALCUTTA,

THIS POEM IS INSCRIBED BY

HIS MOST OBEDIENT SERVANT,

THE AUTHOR.

FAKEER OF JUNGHEERA-র উৎসর্গপত্র

THE

POETICAL WORKS

OF

HENRY LOUIS VIVIAN DEROZIO,

EDITED BY

B. B. SHAH,

Secretary, Christian Burial Board.

WITH A BRIEF MEMOIR OF THE AUTHOR,

BY

E. W. MADGE,

Of the Imperial Library; Member of the Calcutta Historical Society; etc., etc., etc.

VOLUME I.

CALCUTTA:
PUBLISHED BY SANTO AND COMPANY,
11-5 KARAYA BAZAR ROAD.

ডিরোজিওর কাব্যসংগ্রহের আখ্যাপত্র

Page 105 B 17.

Burials at Calcutta Fort William in Bengal A.D. 1831.

Year	Month	Day	Names	Profession and Residence	Where Buried	[illegible]
1831	December	26th	Henry Louis Vivian Derozio, Aged 22 years 8 months and 4 Days.	Eleve of the East Indian	at Calcutta	Wm Eales Senior Presidency Chaplain.
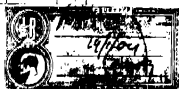
This is to Certify that the above is a true Extract from the Register of Burials kept at St John's Church, Calcutta. Witness my hand this Nineteenth day of January [illegible] in the year of Our Lord one thousand [illegible]

[illegible]
Chaplain [illegible]

ডিরোজিওর মৃত্যুর সাটিফিকেট। পেন্সিলে অস্পষ্ট মন্তব্যে লেখা আছে, ডিরোজিওর বয়সের হিসেবে গোলমাল আছে।

Extract from the Parish Registers of Saint John's, Calcutta,
WITHIN THE ARCHDEACONRY AND DIOCESE OF CALCUTTA

B. 17 Page 105

Burials at Calcutta, Fort William, in Bengal, A. D. 1831.

Year	Month	Day	Names	Profession or Residence	Where Buried	Signature & Title of Person
1831	December	26th	Henry Louis Vivian Derozio, aged 22 years [illegible] Days	Eleve of the East Indian	at Calcutta	Wm Eales [illegible]

I, [illegible], Chaplain of the Parish Church of Saint John (Old Cathedral), Calcutta, do certify the foregoing to be a true copy of an Entry in the Register of Burials kept at the aforesaid Church of Saint John. As witness my hand this [illegible] day of Feb [illegible] in the year of Our LORD one thousand eight hundred and ninety [illegible]

[illegible]
Chaplain of St. John's

10 ডিরোজিওর মৃত্যু বিষয়ক দ্বিতীয়

Poets' Corner.

TO MY FRIEND, UPON HIS MARRIAGE*.

Now all that's good betide thee,
All joys of wedded love !
To her who sits beside thee
All blessings from above !

On life's eternal ocean,
As hand in hand ye go,
Still gentle be its motion,
And musical its flow !

May every star shine o'er you
With beams e'en doubly bright,
To brighten all before you,
And cheer life's dreary night !

The winds their music bring you,
At the silent fall of even ;
Their hymns let angels sing you,
As they watch the gates of Heaven !

May the flowers bloom around you
With a rich unfading bloom.
As the potent spell has bound you
Of their delicate perfume !

Then all that's good betide thee,
All joys of wedded love !
To her who sits beside thee
All blessings from above !

---

* *Note* —These stanzas which were composed by H. L. V. Derozio (the "Indian Byron") will not be found in his Poetical Works. They are taken from a very old publication, called *The Orient Pearl*, and were written on the 21st November, 1827. It may be added that the Poet's friend, here referred to, was Mr. William Kirkpatrick of Calcutta.

[B. W. M.]

একটি অগ্রন্থিত কবিতা

ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস — এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল এবং হিন্দু ধর্ম ও গবর্ণমেন্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল। কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্মাবলম্বী মহাশয়েরা তদ্দর্শনমাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব ২ ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টাকরতঃ তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও প্রাপকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই; তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত হিন্দু মণ্ডলীস্থ তাবৎ লোক ভীত হইয়াছিল... ।[24]

পত্রিকা প্রকাশ ছাড়াও কলেজে এবং কলেজের বাইরে প্রকাশ্য সভায় হিন্দুধর্মবিরোধী আলোচনা রক্ষণশীল সমাজকে শঙ্কিত করে তুললো। ডিরোজিওর শিষ্যগণ নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল (প্যারীচাঁদের মতে ইয়ং ক্যালকাটা) নামে পরিচিত ছিলেন। এই নব্যবঙ্গের সঙ্গে প্রাচীনদের প্রত্যক্ষ সংঘাত ক্রমশ অনিবার্য হয়ে উঠছিল। কেননা ইয়ং বেঙ্গল দল বৃহত্তর জনজীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন সেটা পরে বিচার্য, কিন্তু তাঁদের অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবনে অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মতান্তর স্থায়ী বিচ্ছেদে পরিণত হলো।

ইয়ং বেঙ্গল দলের তরুণদের বিদ্যাসাগরের মতো পরিণত মন ছিলো না। ফলে অনেক সময়েই তাঁদের প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ রূপ পেতো খাদ্যাভ্যাসের বিরুদ্ধে জেহাদে। সেযুগে পাঁউরুটি, বিস্কুট, চা খাওয়া, গোমাংস ভক্ষণের মতোই নিন্দনীয় ছিলো। এই 'অভক্ষ্য ভক্ষণ'কে কেউ কেউ শুধু মুক্তির পথ নয়, একেবারে মুক্তি বলে মনে করতেন। 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এ বলা হয়েছিল ঃ

ডিরোজিওর তত্ত্বাবধানে তাঁর ছাত্রেরা যেভাবে শূকর ও গোমাংসের মধ্য দিয়ে প্রগতির পথ খুঁজছিলেন এবং বিয়ারের গেলাশের মাধ্যমে উদারনীতির দিকে এগোচ্ছিলেন, তাতে হিন্দু কলেজের দেশীয় অধ্যক্ষবৃন্দ শঙ্কিত হলেন। হিন্দু শিক্ষার এই নতুন প্রবণতায়, যার জন্য স্তুতি বা নিন্দা মৃত ডিরোজিওর প্রাপ্য, অধ্যক্ষবৃন্দ চরমতম সর্বনাশের আশঙ্কা করছিলেন। এই সুখাদ্যতত্ত্ব বিষয়ে আরো জ্ঞান দেবার আগেই ডিরোজিওকে 1831 খ্রিষ্টাব্দে বরখাস্ত করা হলো। এটাই হচ্ছে রঙ না চড়ানো সাদামাঠা ঘটনা।[25]

হিন্দুরা যেগুলিকে কুখাদ্য মনে করতেন, সেগুলি খাবার মধ্যেই মুক্তির পথ নিহিত আছে— ডিরোজিও এরকম কথা প্রচার করতেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য পড়ে বোঝা যায় যে এ ব্যাপারেও ডিরোজিওকে দায়ী করা হয়েছিল। তবে যে-সভায় ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা হয়, তাতে দুটি নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানতে পারি। বলা হচ্ছে 18 নম্বর ধারায় এরপর থেকে দরজা বন্ধ করে ক্লাস নেওয়া চলবে না এবং 19 নম্বর ধারা অনুযায়ী শিক্ষকেরা আলাদা টেবিলে আহারাদি করবেন, স্কুল

টেবিলে খাবার প্রথা রহিত করা হলো। এই শেষ নিয়ম থেকে মনে হয় আগে মাষ্টার মশাইরা ছাত্ররা একসঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করতেন।

রুটি, বিস্কুট, গোরুর মাংস খাওয়া নিয়ে সেযুগের ছাত্রদের মাত্রাতিরেক ব্যবহার বিষয়ে মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে রাজনারায়ণ বসুর 'সে কাল আর এ কাল' বইতে।[26] গোমাংস খাওয়ার ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই কৃষ্ণমোহন গৃহ থেকে বিতাড়িত হন। গোমাংস আহার বিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব প্রচার করতেন রাধানাথ শিকদার। শোনা যায়, কৃষ্ণমোহন খ্রিষ্টান হলে প্রিন্স দ্বারকনাথ মন্তব্য করেছিলেন যে, ধর্মান্তরের কারণ হলো 'বীফ আর ব্র্যান্ডি, যা খেতে উপাদেয়'।[26ক] রামগোপাল গোরু খেয়েছিলেন বলে তাঁর বাবা গোবিন্দ ঘোষের নামকরণ হয়েছিল 'গোরু খেগো গোবিন্দ'।

খাদ্যাভ্যাস একটি দেশের শুধু সংস্কৃতির অঙ্গ নয়, অনেক সময়ে তা ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে জড়িত। ভারতবর্ষ বহু ধর্মের দেশ এবং ধর্মের কারণেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খাদ্যরুচিতে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। হিন্দুদের মধ্যেই কেউ ধর্মীয় সংস্কারে নিরামিষাশী, আবার কেউ আমিষভোজী। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে কালের প্রভাবে রুচি পরিবর্তমান। কিন্তু অভ্যস্ত খাদ্যরুচি জোর করে বদলাতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরোধ প্রবল হয়। ডিরোজিয়ানরা নিষিদ্ধ মাংসাহারকে প্রগতির লক্ষণ মনে করায় সাধারণ মানুষেরা বিরূপ হয়েছিলেন।

রাধানাথ শিকদার প্রসঙ্গে প্যারীচাঁদ লিখেছেন, 'তাঁর নেশা (hobby) ছিলো গোমাংস'। তাঁর একটি মতবাদ ছিলো গোমাংসভোজীরা সব সময়ে বলবান এবং উন্নতিশীল হয়। সুতরাং বাঙালির মুক্তি গোমাংসভক্ষণে।

এই তত্ত্বপ্রচারের তবু মানে আছে, কিন্তু কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে যা ঘটেছিল তা প্রায় বালচাপল্যের পর্যায়ে পড়ে। 1831 খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কৃষ্ণমোহনের পিতৃগৃহে তাঁর বন্ধুরা মিলিত হন। সেসময়ে কৃষ্ণমোহন বাড়িতে ছিলেন না। যাই হোক, তাঁর বন্ধুরা সবাই বর্ণভেদপ্রথাবিরোধী ছিলেন এবং তার প্রমাণ দেবার জন্য ঠিক করলেন যে দোকান থেকে গোরুর মাংস কিনে এনে বাড়িতে খাবেন। কথামতো আনা হলো। কিন্তু ভুক্তাবশিষ্ট অনেকটা রইলো। তাছাড়া তাঁরা যে নিষিদ্ধ মাংস খেয়েছেন তারও তো জানান দেওয়া দরকার। সুতরাং পাশের বাড়ির রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের ঘরে 'গোহাড়' 'গোহাড়' বলে উদ্বৃত্ত মাংস ছুঁড়ে ফেলা হলো। সেদিনের কলকাতায় এই প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়। কৃষ্ণমোহনকে বলা হলো প্রায়শ্চিত্ত করতে, নয়তো গৃহত্যাগ করতে। তিনি বাড়ি ছেড়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করলেন। একমাস তিনি

দক্ষিণারঞ্জনের বাড়িতে ছিলেন। সেখানে দক্ষিণারঞ্জনের আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেননি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে হয়। ঠিক এই সময়ে তাঁকে স্বগৃহে আহ্বান করেন আলেকজান্ডার ডাফ। 1832 খ্রিষ্টাব্দের 28 আগস্ট কৃষ্ণমোহনের বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এই খবর দিয়ে কৃষ্ণমোহন 'দ্য এনকোয়ারার ' পত্রে লেখেন,'ভবিষ্যতে ডাফ আরো সুফল পাবেন'। হলোও তাই। 1832 খ্রিষ্টাব্দের 17 অক্টোবর সম্পাদক স্বয়ং ধর্মান্তরিত হন। ডিরোজিওর মৃত্যুর এক বছরও পূর্ণ হয়নি তখন।[27]

আসলে ইয়ং বেঙ্গল দলের হিন্দুধর্ম বিরোধিতা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন আলেকজান্ডার ডাফ। আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে ডিরোজিও -ডাফের প্রত্যক্ষ সংঘাত না হলেও সেযুগের হিন্দু কলেজ প্রসঙ্গে এই দুটি নাম এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ডিরোজিওর যুক্তিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবর্গ হিন্দুধর্মের সমালোচনায় ও আক্রমণে সরব ছিলেন, যদিও ভেতরে ভেতরে অনেকে সংশয়বাদী হয়ে উঠলেন। হিন্দুধর্ম ভালো নয়, কিন্তু তার বিকল্প কী– নাস্তিক্যবাদ ? এটা লক্ষণীয় যে ডিরোজিওর শিষ্যগণ কেউ খ্রিষ্টান হয়েছেন,কেউ ব্রাহ্ম হয়েছেন, কেউ আরো গোঁড়া হিন্দুধর্মে ফিরে গেছেন, কেউ প্রেতবাদকে আশ্রয় করেছেন, কিন্তু নাস্তিক হয়ে গেছেন এমন একজনও নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা জাস্টিস দ্বারকনাথ মিত্রের (1833 - 74) মতো অজ্ঞাবাদীও (অ্যাগনস্টিক) এঁদের মধ্যে বিরল। শিবনাথ শাস্ত্রী এমন একজন ডিরোজিয়ানের কথা লিখেছেন যিনি সন্ন্যাসী হয়ে বোম্বাই অঞ্চলে বাস করতেন।[28] তিনি কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলের প্রজাদের হিতসাধনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। তার জন্য তাঁকে কারাদন্ডও ভোগ করতে হয়। এই সন্ন্যাসীর কথা শিবনাথ শাস্ত্রী শুনেছিলেন প্রার্থনা সমাজের সদস্য নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দের মুখে।

সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যাবে যে ডিরোজিওর প্রভাবে তাঁর কোনো ছাত্র ধর্মত্যাগ করেননি এবং সেরকম কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিলো বলে মনে হয় না। বস্তুত অন্তিমকালে তিনি নিজে খ্রিষ্টধর্মে আস্থাবান ছিলেন কিনা তা নিয়েও বিতর্ক আছে। সেই ডিরোজিও অন্যদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এটা অবিশ্বাস্য। আমি আগেই বলেছি যে ডিরোজিওর সহপাঠী চার্লস পোটের খ্রিষ্টীয় মতে অন্ত্যেষ্টি সংকার হয়নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ডিরোজিও আক্রমণের লক্ষ হলেন, কেননা তিনি ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রত্যক্ষ শিক্ষক। ছাত্রদের যা কিছু মাত্রাতিরেক ব্যবহার তার জন্য দায়ী

করা হতে লাগলো তাঁকে। আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ডাফ-এর শিক্ষক-যাজকরূপে কলকাতায় আগমন। 1830 খ্রিষ্টাব্দের 27 মে তিনি এখানে এসে পৌছান। এক হিসেবে বিদেশী যাজকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে ভাগ্যবান। তাঁর ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি এমন একদল তরুণ শ্রোতৃবৃন্দ পেয়েছিলেন, যাঁরা ইংরেজি ভাষায় সুপটু, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত।[29] তাছাড়া তাঁদের নিজেদের মধ্যে অস্থিরতা চলছিল। যতোই তাঁরা টম পেইন-এর 'এজ অব রীজন' উৎসাহে পড়ুন, তাঁরা কেউই শেষ পর্যন্ত শুধু যুক্তিবাদে আশ্রয় পাননি। এই পরিবেশ এবং মানসিক অবস্থা ডাফকে অনেকটাই সহায়তা করেছিল সন্দেহ নেই। ডাফের সঙ্গে ওয়র্ড-কেরী-মার্শম্যানের যুগের আবহাওয়ার কত তফাৎ তা একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। মিশনারি ওয়ার্ড কৃষ্ণপ্রসাদ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তানকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি খ্রিষ্টান হবার পরে পৈতে ছিঁড়ে ফেলেন। কিন্তু তাঁকে আরেকটি পৈতে কিনে দেন ওয়র্ড এবং তাঁকে বলেন যে খ্রিষ্টান হলেও উপবীত ধারণ করতে আপত্তি নেই। তা নিয়ে আবার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ মামলা করলেন। অন্যদিকে ডাফ যখন কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান কৃষ্ণমোহনকে ধর্মান্তরিত করলেন, তখন এ-ধরনের আপোষের প্রশ্নই ওঠেনি।

কলকাতায় এসে এক মুহূর্তের জন্যও সময়ের অপচয় করেননি ডাফ। তিন মাসের মধ্যেই আগস্ট মাসে (1830 খ্রি) তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। অলোক রায় লিখেছেন :

> কিন্তু শুধু স্কুল স্থাপন করে ডাফ ক্ষান্ত হননি। তিনি মিশনারি—সুতরাং বৃহত্তর জনসমষ্টির কাছে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই তাঁর লক্ষ্য। কলিকাতায় এসে ডাফ প্রথমে ওয়েলেসলি অঞ্চলে কয়েক মাস থাকার পর উঠে এলেন কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণে একটি বাড়িতে, যার খুব কাছেই হিন্দু কলেজ। তিনি স্থির করলেন তাঁর বাড়ির একতলার বড়ো ঘরটিতে নিয়মিত ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতার জন্য জনসভার আয়োজন করবেন। ডাফ সংগত কারণেই আশা করেছিলেন, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা দলে দলে বক্তৃতা শুনতে আসবে, তাছাড়া শিক্ষিত বাঙালীও বক্তৃতায় এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে। কলিকাতায় বিভিন্ন প্রোটেস্টান্ট মিশনারি সম্প্রদায়ের নেতারা ডাফের পরিকল্পনা মতো বক্তৃতাদানে সম্মত হলেন। স্থির হলো প্রথম পর্যায়ে চারদিন চারটি বক্তৃতা দেওয়া হবে, লন্ডন মিশনারি সোসাইটির মিঃ হিল ও মিঃ অ্যাডাম, ওল্ড মিশন চার্চের মিঃ টমাস ডিলট্রি এবং ডাফ বক্তৃতা দেবেন। 1830 সালের অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে মিঃ হিল তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন—'the Lecture –a truly appropriate and eloquent one -- was delivered to a highly respectable and attentive auditory of young native glentlemen' (1..1. M.p. 634)[30]

অলোক রায় আরো লিখেছেন :

> হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা বক্তৃতা শুনতে গেছে, এবং তাদের জন্যই এই বক্তৃতামালার আয়োজন — ফলে হিন্দু সমাজ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলো। হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের

> কাছে অভিভাবকেরা তাঁদের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, যেন কর্তৃপক্ষই এই বক্তৃতার আয়োজন করেছে। হিন্দু কলেজের ভারতীয় এবং ইউরোপীয় পরিচালকেরা বিচলিত হয়ে কলেজে নোটিশজারি করলেন — ভবিষ্যতে এই ধরনের 'রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বক্তৃতা' শুনতে গেলে ছাত্রদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হবে।[31]

ডিরোজিওর 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' জাতীয় আলোচনা সভা হিন্দু সমাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেনি, কিন্তু ডাফ আয়োজিত বক্তৃতামালা সেই আশঙ্কাকে বাড়িয়ে তুললো। কিন্তু ডাফ ছিলেন বিদেশী, অর্থ অথবা জীবিকার জন্য হিন্দু সমাজের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন না। সেদিক দিয়ে তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অন্যদিকে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক। এবারে তাঁর বিদায় আসন্ন।

সেই ইতিহাস বিবৃত করার আগে একটি কথা বলা দরকার। ডিরোজিও এবং ডাফের কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন উভয় মনীষীর একাধিক জীবনীকার। ডক্টর জর্জ স্মিথ ডাফের জীবনীতে ডিরোজিও বিষয় কিছু অবাঞ্ছিত মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, ডিরোজিও ছিলেন স্বল্প কর্মক্ষমতাধারী অতিশয় দাম্ভিক ইউরেশীয়' ('a Eurasian of some ability and much conceit')। এই উক্তির প্রতিবাদে টমাস এডওয়ার্ডস তাঁর ডিরোজিও-জীবনীর পুরো সপ্তম অধ্যায় ব্যয় করেছেন। তিনি ডাফ এবং ডিরোজিওর কর্মধারা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়জনের উওরাধিকারী। কৃষ্ণমোহন, মহেশচন্দ্র যে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা নাকি শিক্ষক-বান্ধবের শিক্ষার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি।[32]

বস্তুত ডিরোজিও যুক্তিবাদের ছদ্মবেশে খ্রিষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করতে চেয়েছিলেন, এরকম ইঙ্গিতে তাঁর প্রতি নিদারুণ অবিচার করা হয়। আর এরকম মন্তব্যে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের অভিযোগেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এডওয়ার্ডস জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেই ভুলই করেছেন।

দেখা যাবে 1830–31 সাল ব্যক্তিগতভাবে ডিরোজিওর জীবনে এবং সাধারণভাবে হিন্দু কলেজের পক্ষে খুবই ঘটনাবহুল। তার ওপর ইয়ং বেঙ্গল দল সম্পর্কে নানা রকম কুৎসা রটনা তো চলছিলই। রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে আত্মীয়স্বজনের বিরোধ-বিচ্ছেদের কথা আমরা জেনেছি। দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গেও বাড়ির লোকেদের গুরুতর মতভেদ হয়। রূপবান অভিজাত দক্ষিণারঞ্জনের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়েও নানা কুৎসা রটনা হয়েছিল।[33] একবার শোনা গেল ডিরোজিওর বোন এমিলিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে। এসব মুখরোচক কাহিনী বাড়ি বাড়ি প্রচার করে বেড়াতেন বৃন্দাবন ঘোষাল নামে জনৈক ব্রাহ্মণ। এই ভদ্রলোকের নাম উল্লিখিত হয়েছে

উইলসনকে লেখা ডিরোজিওর পত্রে। শুধু পরচর্চার জন্য তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

দক্ষিণারঞ্জনকে যে শেষ পর্যন্ত পিতৃগৃহ ত্যাগ করতে হয়েছিল সেকথা জানতে পারি ডিরোজিওর পূর্বোক্ত পত্রে। 'মাতাপিতার প্রতি ভক্তি এবং আনুগত্য থাকা উচিত কিনা' এই প্রশ্নের জবাবে তিনি প্রসঙ্গত লেখেন :

> প্রায় মাস দুই-তিন আগে দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি (যিনি সম্প্রতি এতো হৈ চৈ শুরু করেছেন) আমাকে জানান যে তাঁর প্রতি তাঁর পিতার ব্যবহার একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং একমাত্র পিতৃগৃহ ত্যাগ করলে তিনি মুক্তি পেতে পারেন। যদিও আমি জানতাম যে তিনি যা বলছেন তা সত্যি, তাহ'লেও আমি তাঁকে নিবৃত্ত করি এই বলে যে মা-বাবার অনেক কিছুই সহ্য করতে হয় এবং তাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে জগৎ-সংসার তাঁর ব্যবহার সমর্থন করবে না। তিনি আমার পরামর্শ শোনেন, যদিও দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে অল্প সময়ের জন্য। আমি অবাক হলাম কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি বাড়ি ছেড়ে আমারই পাড়ার একটি বাসায় উঠে আসেন। আমি যখন তাঁকে বললাম আমার সঙ্গে আগে কেন পরামর্শ করেননি, তখন তিনি জবাব দিলেন, 'কারণ আমি জানতাম যে আপনি বাধা দেবেন'।

ডিরোজিও মহেশচন্দ্র সিংহ নামে আরেকজন ছাত্রের কথা লিখেছেন। তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেন এবং কয়েকজন আত্মীয়কেও অপমান করেন। তিনি তাঁর পিতৃব্য উমাচরণ বসু এবং জ্ঞাতি নন্দলাল সিংহকে নিয়ে ডিরোজিওর কাছে গিয়েছিলেন। ডিরোজিও তাঁকে তাঁর উদ্ধত ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করেন।

ডিরোজিওকে তাঁর ছাত্ররা বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন ব'লেই অভিভাবকেরা ভাবলেন ছেলেদের তিনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তাছাড়া কিছু কিছু সাময়িকপত্রও ইন্ধন জোগাচ্ছিল। 1831 খ্রিষ্টাব্দের 28 জানুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (1812-59) 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক পত্র রূপে প্রকাশ করেন। 1839 খ্রিষ্টাব্দ থেকে পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়।প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার সম্মিলনে 'সংবাদ প্রভাকর' এর একটি ভূমিকা ছিলো, যদিও তার প্রবণতা রক্ষণশীলতার দিকে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং কৃষ্ণমোহন প্রমুখ বিষয়ে বিশেষভাবে কবিতা লিখে এ বিষয়ে তাঁর মত ব্যক্ত ক'রে গেছেন।[34] হিন্দু কলেজ বিষয়ে নানা প্রতিকূল খবর থাকতো এই পত্রিকায়।

আগেই বলা হয়েছে যে ডাফের আয়োজিত বক্তৃতামালার (আগস্ট 1830) প্রথম অধিবেশনের পরেই হিন্দু সমাজে প্রচন্ড বিক্ষোভ শুরু হলো। হিন্দু কলেজের অভিভাবকেরা কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানালেন প্রতিবিধানের জন্য। বহু ছাত্র ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করলেন। 1831 খ্রিষ্টাব্দের 8 জানুয়ারি তারিখে 'সমাচার দর্পণে' 1830

সালের একটি বর্ষফল প্রকাশিত হয়। তাতে দেখি 3 সেপ্টেম্বর 1830 খ্রিষ্টাব্দ বিষয়ে লিখিত আছে ঃ

> হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরা এই আজ্ঞা প্রচার করেন যে কলেজের কোন ছাত্র ব্যক্তি যদি কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত কি রাজসংক্রন্ত কোন সভাতে গমন করে তবে তাহাতে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইব ইহা কহিয়া তাহারদের গমন রহিত করেন।[35]

এই আদেশের বিরুদ্ধে বিশেষ মহলে তুমুল প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন ঃ

> এই আদেশ প্রচার হইলে চারিদিকে লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। লোকের স্বাধীন চিন্তার উপরে এতটা হাত দেওয়া কাহারও সহ্য হইল না।[36]

বলা বাহুল্য এই মন্তব্যে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন আছে। 'চারি দিকে' নয়, সম্প্রদায় বিশেষে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। 'লোকের স্বাধীন চিন্তা'র উপর যদি সাধারণভাবে দেশবাসীর আস্থা থাকতো, তাহ'লে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ ত্যাগে বাধ্য হতেন না। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভার আদেশের বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ এ. সি. দাশগুপ্ত সংকলিত ও সম্পাদিত *The Days of John Company Selections from Calcutta Gazette*-এ মুদ্রিত আছে (পৃ 575, প্রসঙ্গ নং 498)। তাতে অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞার কঠোর সমালোচনা আছে এবং কারো কারো অনুমান এটি ডিরোজিওর রচনা। কিন্তু রক্ষণশীল দেশীয় প্রতিক্রিয়া বোঝা যাবে 'সংবাদ প্রভাকর' জাতীয় পত্রিকার মন্তব্য থেকে। আলোচ্য ঘটনার সময়ে অবশ্য পূর্বোক্ত পত্রিকার জন্ম হয়নি। কিন্তু কিছু পরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে 'সংবাদ প্রভাকর'। একবার তো হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ পত্রিকাটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার কথা ভেবেছিলেন। হিন্দু কলেজের পক্ষে তৎকালীন সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জি 'সংবাদ প্রভাকর'-এর স্বত্বাধিকারীকে ইংরেজিতে লেখেন (পরিশিষ্ট দ্র) ঃ

> মহাশয়,
>
> আপনার পত্রিকায় 15 এপ্রিল দ্বাদশ সংখ্যায় হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের চরিত্র বিষয়ে অতি অশোভন ভাষায় লেখা একটি চিঠি চোখে পড়লো—আমি আপনাদের অনুরোধ করছি লেখকের নাম জানাতে যাতে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
>
> ভবদীয়
>
> হিন্দু কলেজ — লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জি
>
> 19 এপ্রিল 1831 — সম্পাদক, হিন্দু কলেজ

সম্পাদক স্বত্বাধিকারী হিসেবে চিঠির জবাব দেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি লেখেন,

মহাশয়,

আপনার 19 তারিখের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে জানাচ্ছি যে 12শ সংখ্যার প্রকাশিত কোনো একটি প্রবন্ধের লেখকের নাম প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ করেছেন, তাতে লেখকের পক্ষে নিবেদন করি যে কলেজ নামক প্রতিষ্ঠানটি—এর শিক্ষকবৃন্দ অথবা সদস্য সভার বিরুদ্ধে ঘৃণা, অবমাননা অথবা উপহাসের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় তাঁর ছিলো না। তাঁর ভাষার লক্ষ্যও তা নয়। এমতাবস্থায় আপনি বিবেচনা করুন একটি সর্বসাধারণের পত্রিকার সম্পাদক রূপে কলেজের সম্পাদক হিসেবে আপনার দাবি কী ক'রে রক্ষা করি। বিশেষত তিনি যখন স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন যে প্রতিষ্ঠানটি অথবা তার সদস্যবৃন্দের প্রতি তিনি কোনো অশোভন ভাষা ব্যবহার করেছেন—তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধটিই তার প্রমাণ।

ভবদীয়

23 এপ্রিল 1831 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর উত্তরে সন্তুষ্ট হননি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভা। তাই সম্পাদককে আবার লেখা হয় :

মহাশয়,

আমি হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই যে আপনার 23 তারিখের জবাব বিবেচনার জন্য তাঁদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং তাঁরা এটি একেবারেই সন্তোষজনক মনে করেননি। তাঁরা আশা করেন যে পত্রিকার পরের সংখ্যায় হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এরকম অসঙ্গত এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রকাশ করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

চিঠির তারিখ 7 মে 1831, কিন্তু তার প্রায় দু সপ্তাহ আগেই 25 এপ্রিল ডিরোজিও পদত্যাগ করেন।

'সংবাদ প্রভাকর' শেষ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন কিনা জানি না। তবে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র 26 এপ্রিল 1831 খ্রিষ্টাব্দের সংখ্যায় মন্তব্য করা হয় :

আমরা শুনিলাম হিন্দুকলেজের বিষয়ে সংপ্রতি প্রভাকর পত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তজ্জন্য কলেজের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় তত্প্রকাশককে যে চিটী লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা এই বোধ হয় যে কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ক্রোধিত হইয়া থাকিবেন যেহেতু সেক্রেটরী তাঁহারদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে এমত পত্র লিখিতে পারেন না এ নিমিত্ত আমরা ঐ অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে কহিতেছি তাঁহারা সম্বাদপত্র প্রকাশকদিগের প্রতি কি কারণ রুষ্ট হন যদি এমত কহেন যে কালেজের অখ্যাতি দ্বারা ক্ষতির ইচ্ছা করেন উত্তর সেই লেখকের অভিপ্রায় বিবেচনা করিতে হইবেক তাহাতে এমত বুঝা যায় না যে কালেজের কিছু হানি হয় অভিপ্রায়ে এই বুঝায় যে দোষ স্পর্শিয়াছে তাহা মোচন হউক বরঞ্চ ইহাতে কলেজের উত্তর 2 উন্নতি হইতে পারিবেক এমত অর্থও হইতে পারে যদি বলেন মিথ্যা দোষ প্রকাশ করিয়াছেন উত্তর। সেই সকল উক্ত বিষয় সপ্রমাণ করণার্থ কেন পত্র লিখিলেন না তাহাতে যদি প্রভাকর প্রকাশক অপারক হইবেন পরে ক্রোধ প্রকাশ করিলে ভাল হইত অপর অন্য প্রমাণ তাঁহারা কি অন্বেষণ করিবেন আমরা শুনিয়াছি 450 কিম্বা 460 জন বালক ঐ কালেজে পাঠার্থে আসিত এক্ষণে প্রায় দুই শত বালক কালেজ ত্যাগ করিয়াছে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই সকলি জানিতে পারিবেন পরিত্যাগ দুই শত বালকের মধ্যে প্রধান লোকের

সন্তান অনেক আমরা সে সকল নামের বিশেষ তত্ত্ব করি নাই কিন্তু জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব প্রভৃতি অনেক প্রধান লোক বালকদিগকে কালেজে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন ... (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', দ্বিতীয় খন্ড, চতুর্থ সং, 1384 BS, পৃ 14-15)

এটা ঠিকই যে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র কলেজে আসা বন্ধ করেছিল, কারো কারো অভিভাবক নাম কাটিয়েও দিয়েছিলেন। কলেজের ছেলেরা মন্ত্রোচ্চারণের বদলে ইলিয়াড-অডিসি থেকে আবৃত্তি করতো, একবার একটি ছেলে বাবার সঙ্গে কালীঘাটে কালীদর্শন করতে গিয়ে দেবীকে প্রণাম না করে 'গুড মর্নিং ম্যাডাম' বলে সম্বোধন করেন। অবশ্য এই খবরটি বেরিয়েছিল ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে বিদায় নেবার পর।

1831 খ্রিষ্টাব্দের 23 এপ্রিল শনিবার হিন্দু কলেজ পরিচালন সমিতির বিশেষ সময় আহুত হয় কলেজ প্রাঙ্গণে। এই সভায় মোট দশজন উপস্থিত ছিলেন (পরিশিষ্ট দ্র)।

বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর — গভর্নর
এইচ. এইচ. উইলসন — সহসভাপতি
বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়
বাবু রাধাকান্ত দেব
বাবু রামকমল সেন
ডেভিড হেয়ার
বাবু রসময় দত্ত
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর
বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ
লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় — সম্পাদক

এই সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বিষয়ে বলা হয় জনৈক শিক্ষকের (প্রস্তাবে কারো নাম করা হয়নি) আপত্তিকর আচরণ, যাঁর প্রভাবে ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক অধঃপতনের প্রবণতা এবং সমাজে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে।

প্রস্তাব থেকে আমরা জানতে পারি যে 25 জন সম্ভ্রান্তবংশীয় ছেলেরা ইতিমধ্যেই কলেজ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে। আরো অন্তত 160 জন অসুস্থতার অজুহাতে কলেজে আসছে না, কিন্তু তারাও অবস্থার উন্নতি না হ'লে কলেজ ছেড়ে দেবে। যাই হোক, সভার বিবেচনার জন্য উনিশটি বিষয় (আসলে

আঠারোটি, কেননা ভুল করে 7-এর পর ক্রমিক সংখ্যা আছে 9) ছিলো। তার মধ্যে প্রথমটি হলো :

1 মিস্টার ডিরোজিও যেহেতু সকল নষ্টের মূল এবং সাধারণের আশঙ্কার কারণ, তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হোক এবং ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হোক।

পরবর্তী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রসঙ্গগুলিও ডিরোজিওর সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন :

2 ওপরের ক্লাসের যেসব ছাত্রদের বদভ্যাস এবং কুরীতি পরিচিত এবং যারা ভোজসভায় উপস্থিত ছিলো, তাদের সরিয়ে দেওয়া হোক।

3 যেসব ছাত্রেরা প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্মের এবং দেশের প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা করে, তাদের আচরণে যদি তার প্রমাণ থাকে তো তাদেরও বহিষ্কার করা হোক।

অন্যান্য প্রস্তাবগুলির মধ্যে আছে :

4 (এর পর থেকে) ভর্তির বয়ঃসীমা এবং কলেজের সময় নির্দিষ্ট হবে যথাক্রমে 10 থেকে 12 এবং 18 থেকে 20।

5 ছেলেদের অপরাধের শাস্তি দেবার জন্য বকুনিতে যখন কাজ হবে না, তখন বেতমারার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধানশিক্ষকের বিবেচনার ওপর এটি ছেড়ে দেওয়া হলো।

6 ছেলেদের স্বভাবচরিত্র বিষয়ে আগে থেকে অনুসন্ধান না করে নির্বিচারে ভর্তি করা চলবে না।

7 [প্রসঙ্গটি আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে বলা হয়েছে যে অতঃপর শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে]।

9 (sic) ছুটির পরে কোনো ছাত্রকে কলেজে থাকতে দেওয়া হবে না।

10 কোনো ছাত্র যদি সাধারণ সভা বা বক্তৃতা শুনতে যায়, তাহ'লে তাকে বের করে দেওয়া হবে।

11 পাঠ্যবইয়ের তালিকা এবং পড়াবার সময় নির্দিষ্ট থাকবে।

12 যেসব বই নৈতিক ক্ষতি করতে পারে, সেসব বই কলেজে আনা, পড়া বা পড়ানো চলবে না।

13 ফারশি এবং বাংলা পঠনের সময় বাড়িয়ে দিতে হবে।

14 সিনিয়র ছাত্রেরা সংস্কৃত পড়বে।

15 এরপর থেকে তাদেরই মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে, যারা সচ্চরিত্র, লেখাপড়ায় ভালো এবং যারা আরো কিছুদিন পড়লে কলেজের পক্ষে ভালো বলে বিবেচিত হবে।

16 যারা জলপানি পেতে চায় তাদের সংস্কৃত এবং আরবিতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার।

17 স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আগত ছাত্রদের সাধারণ নিয়মমাফিক ভর্তি করতে হবে এবং এতোদিন যেভাবে চলে আসছিল সেভাবে নয়। তারা কোন্ ক্লাসে পড়বে সেটা ঠিক করে দেবেন প্রধান শিক্ষক।

18 ও 19 [প্রসঙ্গটি বিষয়ে আমরা আগেই মন্তব্য করেছি অর্থাৎ দরজা বন্ধ ক'রে ক্লাস নেওয়া চলবে না এবং শিক্ষকেরা স্বতন্ত্র জায়গায় আহারাদি করবেন]।

প্রথম প্রস্তাবটি সবিস্তারে আলোচনা করে দেখা গেল যে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণ করা দুরূহ। পরে বিষয়টি নিম্নলিখিত আকারে বিবেচিত হয় :

> **ছাত্রদের ওপর মিস্টার ডিরোজিওর প্রভাব বিষয়ে যতোটুকু জানা যায় তা থেকে অধ্যক্ষসভা কি সঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে তাঁর নৈতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের দরুন তিনি তরুণদের শিক্ষাদানে অনুপযুক্ত ?**

চন্দ্রকুমার ঠাকুর বললেন যে রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ছাড়া ডিরোজিওর শিক্ষার কুফলের কথা তিনি কিছুই জানেন না। উইলসন বলেন, তিনি কোন কুপ্রভাবই লক্ষ করেননি এবং তাঁর ধারণা ডিরোজিও খুব উঁচুদরের শিক্ষক। রাধাকান্ত দেবের মতে তরুণদের শিক্ষাদানের পক্ষে ডিরোজিও একেবারে অনুপযুক্ত ব্যক্তি। রসময় দত্ত চন্দ্রকুমার ঠাকুরের প্রতিধ্বনি করে বলেন রিপোর্ট ছাড়া ডিরোজিওর সংস্কার বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমাণাভাবে ডিরোজিওকে সব অভিযোগ থেকে রেহাই দেবার পক্ষে ছিলেন। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন তিনি যা শুনেছেন তা থেকে তাঁর বিশ্বাস ডিরোজিও অনুপযুক্ত ব্যক্তি। রামকমল সেন রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন যে তরুণদের শিক্ষকরূপে তিনি একেবারে অযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণসিংহের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি একেবারেই অযোগ্য নন এবং ডেভিড হেয়ারের মতে ডিরোজিও অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষক এবং তাঁর অধ্যাপনায় ছাত্রেরা সবসময়ে উপকৃত হয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে অধ্যক্ষসভার অধিকাংশ সদস্য ডিরোজিওর শিক্ষার কুফল বিষয় নিশ্চিত নন। তখন প্রস্তাবটি সংশোধিত হলো এইভাবে ঃ

> **কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণের বর্তমান মনোভাব বিবেচনা করে মিস্টার ডিরোজিওকে বরখাস্ত করা সময়োচিত কিনা।**

চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন এবং রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। রসময় দত্ত এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে পরিস্থিতি বিবেচনা করে এটি সময়োপযোগী। শ্রীকৃষ্ণর সিংহের মতে এর কোনো দরকার নেই। দেশীয় সম্প্রদায়ের মনোভাবের বিষয় বলে হেয়ার এবং উইলসন ভোটদানে বিরত থাকেন। শেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ঃ 'সিদ্ধান্ত হ'লো যে মিস্টার ডিরোজিওর যোগ্যতা ও কাজের যথাযোগ্য বিবেচনার পর তাঁকে কর্মচ্যুত করা হবে।'

অধ্যক্ষসভার সিদ্ধান্ত সেই দিনই ডিরোজিওকে জানিয়ে দেন উইলসন। তিনি ঠিক কী লিখেছিলেন জানি না, কেননা প্রথম চিঠিটি কোন জীবনী গ্রন্থে নেই। তবে 25 এপ্রিল ডিরোজিও উইলসনকে একযোগে দুটি চিঠি পাঠান — একটি ব্যক্তিগত, অন্যটি পদত্যাগপত্র।[37] উইলসনকে লেখা চিঠি প'ড়ে মনে হয় তিনি বোধহয়

ডিরোজিওকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছেন এরকমভাবে লিখতে। এমনও ইঙ্গিত তিনি করেছিলেন যে পরিস্থিতি বদল হলে তাঁর পুনর্নিয়োগও হতে পারে।

উইলসনের প্রতি পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেও ডিরোজিও লেখেন যে তাঁর পক্ষে এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। তিনি জানান যে,

> আমার প্রতি কলেজের দেশীয় অধ্যক্ষবৃন্দ যে অসংযত ব্যবহার করেছেন, তাতে মনে হয় না যে তা এতো তাড়াতাড়ি প্রশমিত হবে যাতে আপনার প্রত্যাশামতো এই প্রতিষ্ঠানে আবার ফিরে আসতে পারবো।[38]

উইলসন কেন যে এরকম আশা করেছিলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। ডিরোজিও কিন্তু রক্ষণশীল সমাজকে ভালো ক'রেই জানতেন। তিনি তাঁর পদত্যাগপত্রে স্পষ্টভাষায় বলেন :

> [এই প্রসঙ্গে] আমি আমার পত্রে কিছু ঘটনার যদি উল্লেখ না করি তা হলে আমার সুনামের প্রতি, যা আমার কাছে মূল্যবান, তার প্রতি অবিচার করা হবে। আপনাদের অপরাধ বিচারে আমার ধারণা এগুলি স্থান পায়নি। প্রথমত আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। দ্বিতীয়ত যদি আনা হয়েও থাকে তো আমাকে জানানো হয়নি। তৃতীয়ত অভিযোগকারী কেউ থাকলেও আমাকে তাঁর সামনে হাজির হবার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। চতুর্থত কোনো পক্ষেই কোনো সাক্ষী ছিলো না। পঞ্চমত আমার চরিত্র ও আচরণ বিষয়ে সমালোচনা হলো, অথচ আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেলাম না। ষষ্ঠত শুনলাম অধিকাংশ সদস্যই কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকার পক্ষে আমাকে অনুপযুক্ত মনে না করলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে আমাকে বহিষ্কার করা হবে। সুতরাং আমার কথা না শুনে, পরীক্ষা না করে, বিচারের একটা প্রহসনের পর্যন্ত ব্যবস্থা না করে আপনারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমাকে কর্মচ্যুত করা হবে। এই হলো ঘটনা। আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না।
> আমি এই সুযোগে মিস্টার উইলসন, মিস্টার হেয়ার এবং বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের প্রতি আমার ধন্যবাদ লিপিবদ্ধ করতে চাই। গত শনিবারের সভায় তাঁরা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে শুনলাম, তার জন্য।

চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন উইলসন। তিনি লিখলেন :

> প্রিয় ডিরোজিও,
>
> আমার বিশ্বাস তুমিই ঠিক ; তাহলেও দেশীয় অধ্যক্ষদের প্রতি অযথা কঠোর না হলেও পারতে। তাঁরা শুধু জনসাধারণের সরব অভিযোগের ভিত্তিতে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এর সুবিচার-অবিচারের দায় তাঁদের ছিলো না। কোনো বিচারের অভিপ্রায় তাঁদের ছিলো না — (কাউকে) কোনো ধিক্কারও দেওয়া হয়নি।

তারপর উইলসন লিখলেন যে তিনি তাঁকে গোপনে জানাচ্ছেন, ডিরোজিওর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ উঠেছিল। সেগুলির ভিত্তিতে তিনি প্রশ্ন করলেন, ডিরোজিও কি :

1. ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না ? 2. মাতা-পিতার প্রতি আনুগত্য নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করেন না ? 3. ভাই-বোনের বিবাহ কি শুদ্ধ এবং অনুমোদনযোগ্য বিবেচনা করেন ?

উইলসন আরো জানিয়েছিলেন যে ডিরোজিওকে জেরা করার অধিকার তাঁর নেই। তিনি ইচ্ছে হলে জবাব না-ও দিতে পারেন। তবে তাঁর কাছ থেকে লিখিত কোনো উত্তর পেলে তিনি জোরের সঙ্গে সেগুলি অন্য সদস্যদের দেখাতে পারবেন, যাঁদের মতামত মূল্যবান।

উত্তরে ডিরোজিও ৠছ এপ্রিল দীর্ঘ পত্র দেন (পরিশিষ্ট দ্র)। এই চিঠিটি উইলসন অধ্যক্ষসভার সদস্যদের মধ্যে বিলিও করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। কার্যবিবরণীতে শুধু এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ আছে ডিরোজিওর পত্রাবলি (পদত্যাগপত্র সহ) সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত হবে। তারিখ ৠছ এপ্রিল।

উইলসন ভেবেছিলেন যে ডিরোজিওর চিঠিতে কাজ হবে। তা হয়নি। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো উইলসন হিন্দু কলেজের দেশীয় অধ্যক্ষদের অসহায়তা বিষয়ে ডিরোজিওকে কেন এতো কথা বলতে গেলেন ? এটা কি নেহাৎই সৌজন্যবোধ থেকে নাকি ক্ষুব্ধ ডিরোজিওর ক্রোধ প্রশমনের জন্য ? তবে উইলসনের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বরাবরই খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। তিনি এমন কি আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে সতীদাহ যে হিন্দুধর্মের অংশ নয় এটা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল।[39]

বস্তুত ডিরোজিওর প্রতি অবিচারে আমরা শুধু দেশীয় কর্মকর্তাদের দায়ী করতে অভ্যস্ত, কিন্তু উইলসন এবং হেয়ারেরও অনেক দ্বিধা ছিলো। ডিরোজিওকে কর্মচ্যুত করার ঐতিহাসিক সভায় স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের বিষয়ে (17 নম্বর) যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার কোনো প্রতিবাদ করেননি হেয়ার। ডিরোজিওকে বরখাস্ত করবার কয়েক মাস পরেই পটলডাঙা স্কুল থেকে বিতাড়িত হন দুইজন ডিরোজিয়ান : কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক। এ ব্যাপারেও প্রধান উৎসাহী ছিলেন রাধাকান্ত দেব। হেয়ার মৃদু আপত্তি করে পরে এই বিচার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ঘটনাটি হলো এই। ইউরেশীয় নেতা জন রিকেট্‌সকে 1831 খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসের গোড়ায় টাউন হলে একটি বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই সভায় বহু বিশিষ্ট হিন্দুও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহন এবং রসিককৃষ্ণ স্থির করেন যে তাঁরা শুধু সভাতেই যোগদান করবেন তা নয়, যেহেতু তাঁরা জাতি-বর্ণভেদ মানেন না. তাঁরা নৈশভোজেও হাজির থাকবেন। আবার হিন্দুসমাজ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ডেভিড

হেয়ার বিশেষভাবে অনুরোধ করায় পূর্বোক্ত দুজন সেখানে আহারাদি করেননি, যদিও যুক্তির দিক দিয়ে তাঁর কথা মানতে পারেননি তাঁরা।

যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন যে কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে যে গোমাংস খাবার ঘটনা ঘটেছিল, এটি তারই প্রতিক্রিয়া।[40] বস্তুত তা নয়। আর সেখানে নৈশভোজের কোনো ব্যাপারই ছিলো না। স্বয়ং কৃষ্ণমোহন গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন। যাই হোক, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির তদানীন্তন সম্পাদক রূপে রাধাকান্ত দেব অন্যান্য কর্তৃপক্ষদের স্পষ্ট ভাষায় লেখেন :

> আমার ধারণা আপনারা পটলডাঙা স্কুলের দুজন শিক্ষকের নৈশভোজ বিষয়ে বিস্তারিত অবগত হয়েছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে জানতে ইচ্ছা করি—আপনারা কোনটা চান ? জাতিচ্যুতদের স্কুল থেকে বহিষ্কার করতে না কি হিন্দু ছাত্রদের নষ্ট করবার জন্য স্কুল রেখে দিতে ?

স্কুল সোসাইটির অন্যতম সদস্য ছিলেন স্যর এডওয়র্ড রায়ান (1793-1875)। রাধাকান্ত তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন পূর্বোক্ত শিক্ষকদের কর্মচ্যুত করবার জন্য। কিন্তু রায়ানের মত ছিলো না। হেয়ারের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটি সাময়িকভাবে চাপা পড়লো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রসিককৃষ্ণ এবং কৃষ্ণমোহনকে চলে যেতে হলো। এবারেও হেয়ার আক্ষেপ করলেন এই বলে যে এরকম দুজন সুযোগ্য শিক্ষককে হারাবার জন্য তিনি দুঃখিত।

সেদিন যদি হেয়ার রাধাকান্তর অন্যায় দাবি না মেনে নিতেন, তাহলে প্রতিক্রিয়া কী হতো ? হেয়ারের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করার সাহস কি রাধাকান্ত দেবের ছিলো ? আসলে হেয়ার বিদেশী ছিলেন বলে হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত সবসময়ে এড়িয়ে চলেছেন। দেশীয় সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তার কারণও অনেকটা তাই। তিনি পরোপকারী অথচ ধর্মীয় প্রথা বা কুসংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন না।

হিন্দু মানসিকতা যাতে কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়, এবিষয়ে তিনি এতোটাই সচেতন ছিলেন যে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-কে (1824-94) নিজের স্কুলে ভর্তি করেননি হেয়ার। লালবিহারীর অপরাধ, তিনি ডাফের স্কুলে বাইবেল পড়েছেন, অতএব হেয়ারের ভাষায় তিনি 'আধা খ্রিষ্টান'। এই কাহিনী স্বয়ং ডাফই লিখে গেছেন।[41]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু স্বার্থরক্ষায় হেয়ার রাধাকান্তর মতোই সচেতন। অথচ ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে রেভারেণ্ড লালবিহারী কোনোভাবেই কম ভারতীয় ছিলেন না।

আমরা আবার ডিরোজিওর কর্মচ্যুতির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সেদিন যদি উইলসন এবং হেয়ার ডিরোজিওর প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে অধ্যক্ষসভা থেকে পদত্যাগ

করতেন, তাহলে ফল হয়তো অন্যরকম হতো। কেননা পরিচালকবর্গের সবাই জানতেন যে এক্ষেত্রে ছাত্রদের হিতসাধন ছাড়া পূর্বোক্ত দুজনের আর কোনো স্বার্থ ছিলো না। এই ঘটনার বছরখানেকের মধ্যেই অর্থাৎ 16 মে 1832 খ্রিষ্টাব্দে উইলসন পরিচালনা সভা থেকে পদত্যাগ করেন। অবশ্য কারণ ভিন্ন। ঐ বছরেই তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বডেন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ডিরোজিও হিন্দু কলেজ ছেড়ে দেবার মাস তিনেক পরে প্রধান শিক্ষক ডি.আন্‌সেলমেও চলে যান। তিনি পদত্যাগ করেছিলেন, না কর্মচ্যুত হয়েছিলেন জানি না।[42]

ডিরোজিও প্রসঙ্গে 7 মে 1831 খ্রিষ্টাব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় নিম্নলিখিত খবরটি প্রকাশিত হয় :

> ... হিন্দু কলেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ এপ্রিল শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্মাধ্যক্ষদিগের কলেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনা নিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই কিন্তু শুনিয়াছি যে শ্রীযুক্ত ড্রোজু সাহেব নামক একজন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম্ম হইতে রহিত করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব মল্লিক নামক একজন তেলি ছাত্র এক পণ্ডিতকে কটু বলিয়াছিল তজ্জন্য তাহার সমুচিত দণ্ড করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ তেলি পো ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পদে ধরিয়া কহিয়াছে এমন কুকর্ম্ম আর করিব না এবার অপরাধ মার্জনা কর।[43]

কলেজের কার্যবিরণী যেটি সুশোভন সরকার সংকলন করেছেন, তাতে মাধব মল্লিকের প্রসঙ্গ নেই।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে বিদায় নিলেন। হিন্দু কলেজের একটি যুগ শেষ হলো, শুরু হলো ডিরোজিওর জীবনে নতুন অধ্যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নতুন অধ্যায় বড়ো সংক্ষিপ্ত। অধ্যাপনার পদে ইস্তফা দিয়ে ডিরোজিও বেঁচেছিলেন মাত্র আট মাস। তাঁর আয়ু বিষয়ে একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেছেন ম্যাজ। একবার ডিরোজিওর কোনো ছাত্র তাঁকে নিয়ে একজন সন্ন্যাসীর কাছে যান। তিনি ডিরোজিওকে দেখে ছাত্রটিকে বলেন, 'তোমার শিক্ষক খুব স্বল্পায়ু। আমি তাঁর নাম জানি না, তবে তাঁর নামে যে কয়টি হরফ আছে, তিনি ঠিক ততোদিন বাঁচবেন।' Henry Louis Vivian Derozio-তে তেইশটি বর্ণ পাই এবং তিনি তেইশ বছর বয়েসে মারা যান।

এটি হয়তো নিতান্ত কাকতলীয় ব্যাপার। কিন্তু হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর

যোগাযোগও আকস্মিক। তাঁর মৃত্যুর পরে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে 'জীবিকা নির্বাচনের সুযোগ থাকলে তাঁর মতো তরুণ সজীব (ardent) মন নিশ্চয় শিক্ষকতা গ্রহণ করতো না'।[44]

তবে এই জল্পনাকল্পনার মধ্যে না গিয়েও বলা চলে যে ডিরোজিও পড়ানোর কাজটি ভালবেসেছিলেন। জীবনের শেষ বছরে তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে যে সনেটটি লেখেন তাতে তাদের জন্য তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষা ও গর্ববোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি 1831 খ্রিষ্টাব্দের 'বেঙ্গল অ্যানুয়ালে' প্রকাশিত হয় :

> Expanding, like the petals of young flowers;
> I watch the gentle opening of your minds,
> And the sweet loosening of the spell that binds
> Your intellectual energies and powers,
> That stretch (like young bird in soft summer hours)
> Their wings to try their strength. O how the winds
> Of circumstance, and freshening April showers
> Of early knowledge, and unnumbered kinds
> Of new perceptions shed their influence;
> And how you worsip Truth's omnipotence!
> What joyance rains upon me, when I see
> Fame, in the mirror of futurity,
> Weaving the chaplets you are yet to gain,
> And then I feel I have not lived in vain.

শিক্ষককে নিয়ে ছাত্র কবিতা লিখেছেন এরকম দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু শিক্ষক ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিষয়ে কবিতায় প্রশস্তি করছেন এরকম নজির খুব কম।

পূর্বোক্ত সনেটটির শেষ লাইনে আছে : 'এবং তখন আমার মনে হয় আমি বৃথাই বাঁচিনি'। ডিরোজিও সঙ্গতভাবেই এই বিশ্বাস নিয়ে গতায়ু হন।

সঙ্গে সঙ্গে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন মনে আসে। গুরুকে তাঁর শিষ্যেরা শেষ পর্যন্ত কতটুকু মনে রেখেছিলেন ? কথাটা অন্যভাবে বলা যায়। তাঁদের পরবর্তী জীবন ও কর্মধারায় ডিরোজিওর প্রভাব কতটুকু ? এটা ভাবতে অবাক লাগে যে সাময়িক পত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ডিরোজিওর রচনাবলি সংকলনের কোনো তাগিদই অনুভব করেননি তাঁরা। তাহলে তাঁর কান্ট বিষয়ে, বৃটিশ কবিদের বিষয়ে প্রবন্ধগুলি এভাবে হারিয়ে যেতো না ! ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে সুযোগ্য সম্পাদক অথবা লেখকের অভাব ছিলো না । তাঁর কবিতা সম্পর্কেই বা তাঁরা কতটা আগ্রহী ছিলেন ? ডিরোজিওর মৃত্যুর

পরে চল্লিশ বছরেরও বেশি কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁর নির্বাচিত কবিতাসংগ্রহের জন্য এবং সে কাজটা করেছিলেন অওয়েন আরাটুন, ডিরোজিওর সঙ্গে যাঁর কোনো যোগ ছিলো না। অথচ সে সময়ে প্যারীচাঁদ, দক্ষিণারঞ্জন, কৃষ্ণমোহন, রামতনু, শিবচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই জীবিত ছিলেন।

ডিরোজিওর কোনো জীবনীগ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে প্রকাশিত হয়নি। এবং তাঁর প্রথম চরিতকার টমাস এডওয়র্ডস ভারতীয় ছিলেন না। ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে তাঁর বোন এমিলিয়া 'ইন্ডিয়া গেজেটে' একটি বিজ্ঞপ্তি দেন যে তিনি তাঁর ভাইয়ের স্মৃতিকথা লিখতে চান এবং সেই ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। এই বইটি কি আদৌ লেখা হয়েছিল ? ডিরোজিয়ানরা এ সম্পর্কে নীরব।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' হেয়ার সাহেবের স্কুলে উঠে যায়। কিন্তু তাঁর নামে কোনো স্মৃতিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অন্যদিকে হেয়ারের মৃত্যুর পরে তাঁর স্মরণে যে বার্ষিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হয় তা একটানা পঁচিশ বছর চলেছিল। তার পরেও যে অন্তত দশ বছর তার অস্তিত্ব ছিলো, সে বিবরণ তো আমরা প্যারীচাঁদের বইতেই পাই। এই প্রসঙ্গে হেয়ার প্রাইজ ফান্ডের কথাও বলা যায়।

শিক্ষকরূপে ডিরোজিওর জনপ্রিয়তা তর্কাতীত। কিন্তু ছাত্রদের কর্মজীবনে তাঁর প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। এটা ঠিকই সততা, নিষ্ঠা এবং সাহস ডিরোজিওর শিক্ষার ফল। তবে ধর্মবিশ্বাসে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ডিরোজিওর যুক্তিবাদের প্রভাব আগের মতো লক্ষ করি না। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ঐ কলেজের ডিরোজিওর সময় পর্যন্ত একটি ইতিহাস লিখেছিলেন। এটি কখনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। এই পান্ডুলিপি থেকে রাজনারায়ণ বসু, টমাস এডওয়র্ডস প্রমুখ অনেকেরই সাহায্যে পেয়েছিলেন। বস্তুত 1875 খ্রিষ্টাব্দের বক্তৃতায় রাজনারায়ণ বসু মন্তব্য করেন :

> হরমোহনবাবু কলেজের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি — এই চারি যুগেরই ইতিহাস বিশেষরূপে জানেন। আমরা ভরসা করি, তিনি কলেজের পুরাবৃত্ত প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া সাধারণবর্গকে পরিতৃপ্ত করিবেন।
> আমি অতিশয় দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই বক্তৃতার দিবস হইতে এক বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরমোহনবাবু তাঁহার বন্ধুদিগকে শোকাকুল করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।[45]

হরমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে সেযুগে কলেজের ছাত্র এবং সত্যবাদিতা প্রায় সমার্থক ছিলো। লোকেরা তখন বলাবলি করতো যে 'ও কলেজের ছাত্র, সুতরাং মিথ্যা

কথা বলতে পারে না'। কর্মক্ষেত্রেও ডিরোজিয়ানরা এই সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই এটি যে-কোনো শিক্ষকের পক্ষে পরম গৌরবের।

গত তিরিশ বছরে ডিরোজিয়ানদের প্রসঙ্গে যেসব মূল্যায়ন হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুশোভন সরকারের 'ডিরোজিও অ্যান্ড ইয়ং বেঙ্গল' (1958) এবং সুমিত সরকারের 'দ্য কমপ্লেকসিটিজ অব ইয়ং বেঙ্গল' (1973)। সালাহ্উদ্দীন আহমেদও ডিরোজিয়ানদের প্রসঙ্গে অনেক খবর দিয়েছেন তাঁর তথ্যবহুল গ্রন্থে। আমরা আপাতত সুশোভন সরকার এবং সুমিত সরকারের বক্তব্য বিশ্লেষণ করবো, কেননা তাঁদের মতামত ইয়ং বেঙ্গল সম্পর্কে দুই বিপরীত মনোভাবের প্রতিনিধিস্থানীয়।

সুশোভন সরকারের মতে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ইয়ং বেঙ্গল দলের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি মনে করেন যে কর্মসূত্রে এবং ব্যক্তিগত কারণে ডিরোজিওগোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ইউরোপের বিভিন্ন আন্দোলনের ধারার মতো এটি কোনো সংহত রূপ পায়নি। তা সত্ত্বেও ডিরোজিওর মৃত্যুর এক যুগ পরেও যৌথভাবে তাঁর অভিঘাত লক্ষ করি।[46]

তাঁদের রাজনৈতিক প্রগতিশীলতার উদাহরণরূপে সুশোভন সরকার মনে করেন পুলিশি দুর্নীতি বিষয়ে 1833 খ্রিষ্টাব্দে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সমালোচনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর ফলে প্রজাদের নিরাপত্তার অভাবের দিকেও তিনি দৃষ্টিপাত করেন। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র নানা সময়ে প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়েছিলেন।[46]

ডিরোজিয়ানদের ইংরেজিয়ানা ও নাস্তিকতার ব্যাপারটিকেও সুশোভন সরকার মনে করেন যে বড়ো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ('overstressed')। তাঁদের বাঙলা ভাষা প্রীতির উদাহরণ স্বরূপ তিনি কৃষ্ণমোহন, প্যারীচাঁদ, রামগোপাল, রাধানাথের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের স্বদেশপ্রেমও প্রশংসনীয়। আর তাঁদের প্রসঙ্গে 'নাস্তিকতার' অভিযোগ যে গ্রহণীয় নয় তা আমরা আগেই দেখেছি।

সুশোভন সরকার উপসংহারে বলেছেন যে ইয়ং বেঙ্গলের সীমাবদ্ধতা আসলে সমগ্র নবজাগরণেরই অংশ। উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজ বৃটিশ শাসনের শোষক রূপটি দেখতে পাননি, তাঁরা শুধু আশু সুফলগুলি লক্ষ করেছিলেন। এই 'জাগরণে'র প্রবক্তাগণ সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং হিন্দু ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে অতি মনোযোগ মুসলমান নাগরিকদের কাছ থেকে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল।

তাঁদের সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা কোনো বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে তাঁরা কোনো স্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁদের বড়ো কীর্তি হলো নির্ভীক যুক্তিবাদ এবং পশ্চিম থেকে আগত নতুন প্রাণসঞ্চারী ভাবধারার বিষয়ে অকপট স্বীকৃতি। সেই চেতনার অনেকটাই অবশ্য নিমজ্জিত হলো ঐতিহ্যবাদ, অধ্যাত্মবাদ, ধর্মমগ্নতা এবং পুরাতনের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়।[47]

ইয়ংবেঙ্গল দল পশ্চিমী ভাবধারা কতটা সার্থকভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সুমিত সরকার। তাঁর মতে,

> The transition from Banylal to Nabakumar and Nimchand, one is tempted to suggest, epitomizes, the tragedy of Young Bengal and the crucial problem for the historian surely is to analyze and explain this process of degeneration and withering away of the original radical impulse.[48]

ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীকে নিয়ে উনিশ শতকে যেসব নাটক-প্রহসন লেখা হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্য পারসিকিউটেড' (1831), মাইকেল মধুসূদন দত্তর (1824-73) 'একেই কি বলে সভ্যতা' (1860) এবং দীনবন্ধু মিত্রর (1829-73) 'সধবার একাদশী' (1866)। সুমিত সরকার পূর্বোদ্ধৃত উক্তিতে এই তিনটি নাটক বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। বেণীমোহন হলেন কৃষ্ণমোহনের নাটকের চরিত্র, নবকুমার এবং নিমচাঁদ যথাক্রমে মধুসূদন, দীনবন্ধুর সৃষ্টি।

'দ্য পারসিকিউটেড' নাটকের পটভূমি কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে গোমাংস-আহার, যে ঘটনা আগেই বিবৃত হয়েছে। নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য আহারের জন্য মহাদেব পুত্র বেণীলালকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বললেন। ছেলের ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না, কিন্তু পিতারূপে তাঁর অনুরোধ জাতপাত যেন বজায় থাকে। বেণীলাল নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে বৃদ্ধ পিতার জন্যও সত্যকে বর্জন করা যায় না। রক্ষণশীল সমাজের প্রধানদের ভণ্ডামি বিষয়েও তাঁর নানা অভিজ্ঞতা হলো, যেমন সম্পাদক লালচাঁদ এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক দেবনাথ।

বেণীলালের উত্তরসূরি নবকুমার এবং নিমচাঁদ। সুমিত সরকারের ধারণা বেণীলালের বিদ্রোহের মধ্যে যতোই অপরিণতমনস্কতা এবং অতিরঞ্জন থাকুক না কেন, তা একই সঙ্গে পরিবর্তনীয় ও ট্র্যাজিক। কিন্তু বেণীলালের ভাবমূর্তি কত দ্রুত বিপরীত দিকে রূপান্তরিত হলো নবকুমার এবং নিমচাঁদের মধ্যে। অথচ মধুসূদন এবং দীনবন্ধু তো নব্যবঙ্গ বিষয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সুমিত সরকার আলোচ্য প্রবন্ধের অন্যত্র

মন্তব্য করেছেন যে ঠিক কালানুক্রমিক ভাবে না হলেও মানসিকতার দিক দিয়ে কাছাকাছি ইয়ং বেঙ্গল দল একজনই সাহিত্য প্রতিভা সৃষ্টি করেছে, তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যাই হোক, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' পড়লে বোঝা যায় যে তাঁরও এ-বিষয়ে মোহভঙ্গ হয়েছিল। তাঁর নাটকে দেখি মুক্তির নামে নব্যতরুণেরা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন, 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' সভার অধিবেশন হচ্ছে পতিতালয়ে। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'তে চিত্রিত নিমচাঁদ ছাড়া প্রত্যেকেই ভন্ড। এখানে পশ্চিমীকরণের অর্থ হলো একটু-আধটু ইংরেজি বুলি এবং প্রচন্ড মদ্যপান। সুরাপান নিবারণী সভার সদস্য থেকে শুরু করে ব্রাহ্ম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেনারাম, কলকাত্তাই হবার আকর্ষণে পথভ্রষ্ট রামমাণিক্য – কে নেই এখানে ? একমাত্র প্রধান চরিত্রটি ভন্ডও নয়, মূর্খও নয়। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি আর বৈদগ্ধ্য অপচয়িত হয়েছে নৈরাশ্যবাদে এবং অসংযমে।

পূর্বোক্ত চরিত্রগুলির মধ্যে নিশ্চয় সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন আছে, কিন্তু সুমিত সরকার শুধু কাল্পনিক চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর ভাবনা-চিন্তার বৈপরীত্যও আলোচনা করেছেন।

তাঁর ধারণা 1840-এর পর থেকে ডিরোজিয়ানরা হয়তো ক্রমশই সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকেছিলেন।[49] ঔপনিবেশিক কাঠামোয় শিক্ষিত ব্যক্তির উন্নতির অন্যতম সুযোগ হলো সরকারি চাকরি। ডিরোজিয়ানদের অনেকেই যেমন হরচন্দ্র ঘোষ (সদর আমিন), রসিককৃষ্ণ মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, চন্দ্রশেখর দেব, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ ডেপুটি কালেক্টর অথবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। রাধানাথ শিকদারও সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসে কাজ করতেন। রামগোপাল ঘোষের জীবিকা অবশ্য ছিলো ব্যবসায়। প্রসঙ্গত 'দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র 13 ফেব্রুয়ারি 1845এ প্রকাশিত নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

> চকরবর্তী গোষ্ঠীর 'বাগাড়ম্বর এবং অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা' ইতিমধ্যেই ধ্বনিতে মিলিয়ে গেছে এবং বিচারবিবেচনা ক'রে কিছু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি ছড়িয়ে দিলে তার আর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নেই।[50]

কথাটির মধ্যে শ্লেষ থাকলেও এটা ঠিকই যে চাকরির জন্য সরকারি নির্ভরতা তাঁদের অনেক শমিত করেছিল। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে ডিরোজিয়ানদের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণারঞ্জনই অভিজাত ধনী পরিবার থেকে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিণতিও আলাদা নয়। প্রথম যৌবনে দক্ষিণারঞ্জন মতামতের দিক দিয়ে উগ্র প্রগতিশীল ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজ হলে অনুষ্ঠিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র 1843 খ্রিষ্টাব্দের 13 ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে তিনি 'ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ফৌজদারি বিচার এবং পুলিশি ব্যবস্থা'র সমালোচনা করে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর মতামতে অসহিষ্ণু হয়ে উপস্থিত শ্রোতা রিচার্ডসন বলেন, 'আমি এই সভাগৃহকে রাজদ্রোহের আস্তানা হ'তে দেবো না'। সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী রিচার্ডসনকে তাঁর কথা প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দেন। রিচার্ডসন প্রথমে অস্বীকার করেন, পরে দক্ষিণারঞ্জন তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করে বললে তিনি জানান যে, উপস্থিত সদস্যবৃন্দদের কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিলো না এবং তিনি তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। সেই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এটাও স্থির হয় যে এর পর থেকে ঐ সভ্যগৃহে কোনো অনুষ্ঠান হবে না।[51]

সেই জ্বালাময়ী বক্তৃতাতে অবশ্য দক্ষিণারঞ্জনের এই স্বীকৃতিও ছিলো যে নিরাপত্তা ও আইনব্যবস্থার দিক দিয়ে মুসলমান আমল থেকে ইংরেজ আমল ঢের ভালো। যাই হোক, দক্ষিণারঞ্জনের পরিণতি কিন্তু বৃটিশ শাসনের পরম ভক্ত রূপে। সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে বৃটিশ নীতির প্রশস্তি করে তিনি ডাফ-এর সুপারিশে ক্যানিং-এর সৌজন্যে অযোধ্যায় বিদ্রোহী জমিদার বেণীমাধব বক্স-এর বাজেয়াপ্ত তালুক প্রাপ্ত হন। এই বৃটিশ সরকারই তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন।[52] মহারানী ভিক্টোরিয়ার ভারত রাজ্য ভার গ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে 'দক্ষিণারঞ্জনবাবু ব্রাহ্মসমাজ করিয়া মহারাণীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন'।[53]

সামগ্রিক বিচারে তাই সুমিত সরকারের ধারণা যে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ডিরোজিয়ানদের রাজনৈতিক প্রগতিশীলতা রামমোহন প্রচারিত নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যেই থেকে গেছে। রামমোহনের মতো তাঁরাও ব্যবসা-বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার এবং কিছু কিছু শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করলেও বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকেছেন। আর তাঁরাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন হিতবাদী দর্শন দ্বারা।[54]

এটা ঠিকই যে তথাকথিত ভারতপ্রেমিক র্জজ টমসনের বৃটিশ স্বার্থপন্থী ভূমিকা তাঁরা ধরতে পারেননি। প্রিন্স দ্বারকনাথ আনীত টমসন সেদিন ডিরোজিয়ানদের অভিভূত করে ফেলেছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে যে হিতবাদী (ইউটিলিটেরিয়ান) দর্শনের দ্বারা রামমোহন গোড়াতে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর অভিঘাত ডিরোজিয়ানদের মধ্যেও লক্ষ করি।[55] হিতবাদীদের অন্যতম দর্শন ছিলো 'সুশাসনের অন্যতম শর্ত হ'লো স্বায়ত্তশাসন'। কিন্তু

ভারতবর্ষকে তাঁরা ব্যতিক্রম মনে করতেন। তাঁরা এদেশের বেলায় বৃটিশ শাসনের সুদূরপ্রসারী শুভ ফলের দিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 'কালা আইনে'র বিরুদ্ধে রামগোপাল ঘোষের জ্বালাময়ী প্রতিবাদ অথবা 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' (1878) সম্পর্কে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহসী ভূমিকা সত্ত্বেও[56] সাধারণভাবে বৃটিশ শাসন বিষয়ে ডিরোজিয়ানদের মতামত অনুকূলই ছিলো। কালা আইন হলো 1849 খ্রিষ্টাব্দে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (1801-51 খ্রি) একটি আইনের খসড়া করেন যাতে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফৌজদারি আদালতের অধীনে শ্বেতাঙ্গদেরও আনার প্রস্তাব হয়। শাসকদলের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রবল আপত্তির দরুন এটি প্রত্যাহৃত হয়েছিল।

এদেশে বৃটিশ শাসন ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে ডিরোজিওর ঠিক কী ধারণা ছিলো আমরা জানি না। কবিতায় তিনি অতীত ভারতের মহিমা কীর্তন করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার দ্বারা রাজনৈতিক মত বিষয়ে ধারণা করা দুরূহ। তবে মনে হয় আইন করে সমাজ সংস্কারের তিনি পক্ষে ছিলেন। তাঁর পরোক্ষ প্রমাণ সতীদাহ প্রথা রদ হল তাঁর কবিতা রচনা। সেখানে শিরোনামে সদ্য গৃহীত আইন থেকে উদ্ধৃতি আছে, বেন্টিঙ্ক বিষয়ে সশ্রদ্ধ প্রশস্তি আছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আসে। ডিরোজিওর সঙ্গে রামমোহনের ব্যক্তিগত পরিচয় কতটুকু ছিলো অথবা আদৌ ছিলো কিনা। শেষোক্ত ব্যক্তি 1830 খ্রিষ্টাব্দের 19 নভেম্বর কলকাতা থেকে ইংলন্ডে গমন করেন। সুতরাং ডিরোজিওর কর্মধারা রামমোহনের অজ্ঞাত থাকার কারণ নেই। সেদিনের কলকাতায় দুজনেই ছিলেন বিতর্কিত ব্যক্তি এবং দুজনেরই সংঘাত ছিলো মুখ্যত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে। ডাফের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতার কথা আমরা জানি। তুলনায় ডিরোজিও-রামমোহনের যোগাযোগ বিষয়ে তথ্য নেই বললেই চলে। এমন কি প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত তারাচাঁদ চক্রবর্তীর (যিনি ছিলেন রামমোহন এবং ইয়ং বেঙ্গলের যোগসূত্র) জীবনীতেও এ-সম্পর্কে কোনো তথ্য পাই না। ডিরোজিয়ানদের মধ্যে যাঁরা পরে ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তো বটেই, অন্যান্যরাও যে রামমোহনের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। সুতরাং সেযুগের ভাব-আন্দোলন বোঝবার জন্য রামমোহন-ডিরোজিও প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে।

উল্লেখপঞ্জি

1 *Henry Derozio : The Eurasian Poet, Teacher, and Journalist*, Thomas Edwards Intr. Dr R. K. Das Gupta, 2nd edn., Calcutta 1980, p 167–এর পর থেকে HD বলে উল্লিখিত। আসলে

এই উক্তিটি এডওয়র্ডস-এর মৌলিক নয়। 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এর লেখক বহু আগেই অনুরূপ উক্তি করেন।

2 *Henry Derozio : The Eurasion Poet and Reformer*, Elliot Walter Madge, Subir Ray Choudhuri ed., 3rd edn. Calcutta 1982, p6. এর পর থেকে HDEPR বলে উল্লিখিত ;

3 'ডিরোজিও', যোগেশচন্দ্র বাগল, কলকাতা 1976, p. 47

4 ঐ এবং 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, চতুর্থ মুদ্রণ চৈত্র 1377 বঙ্গাব্দ কলকাতা 1970, p. 28-29 । এর পর থেকে সংক্ষেপে সসেক বলে উল্লিখিত।

5 *A Biographical Sketch of David Hare*, Pearychand Mitra, Calcutta 18, Appendix A p i. এর পর থেকে DH ব'লে উল্লিখিত।

6 ঐ। 6 নং ধারায় বলা হয়েছে, 'The English Language shall not be taught to boys under eight years of age, without the permission of the managers in each particular instance.

7 *Bengali Literature in the Nineteenth Century (1757-1857)*, Sushil Kumar De, 2nd edn., Calcutta 1962, p 480 । এর পর থেকে BL বলে উল্লেখিত

8 *Social Ideas and Social Changes in Bengal (1818-1835)*, A. F. Salahuddin Ahmed, 2nd edn. Calcutta 1976, p 175, এর পর থেকে SISCB বলে উল্লেখিত

9 *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, David Kopf, Calcutta, 1969, p 280.

10 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত', রাজনারায়ণ বসু, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, পৌষ 1363 এবং DH, BL এবং SISCB.

11 Ahmed SISCB-তে উদ্ধৃত p.202.

12 De, BL p 480.

13 Madge, HDEPR p 68

13ক Edwards, HD p 66

14 'The Late Babu Kasipersad Ghosh', *The Hindoo Patriot*, November 17,1873.

15 Mitra, DH p15. মূল উদ্ধৃতি হ'লো :

Of all the teachers Mr. H. L. V. Derozio gave the greatest impetus to free discussion on all subjects, social, moral and religious. He was himself a free thinker, and possessed affable manners. He encouraged students to come and open their minds to him. The advanced students of the Hindu College frequently sought for his company during tiffin time, after school hours, and at his house. He encouraged every one to speak out. This led to free exchange of thought and reading of books which otherwise would not have been read. These books were chiefly poetical, metaphysical and religious.'

16 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, 1963, p. 139 এরপর থেকে উশবা বলে উল্লিখিত।

17 Madge, HDEPR p. 62

18 Edwards, HD p. 186

19 ঐ p. 32 এবং 'বাংলার নব্যসংস্কৃতি', শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, মার্চ 1958, এরপর থেকে বানব্য ব'লে উল্লিখিত।

20 বাগল, বানব্য এবং *Awakerning of Bengal in Early Nineteenth Century* vol. one, Goutam Chattopadhyay, Calcutta. 1965.

21 বাগল, উশবা pp. 175-76

22 Ahmed, SISCB, p 80-81. মূল উদ্ধৃতি হলো :

..it was full of attacks upon Hindu religion and Hindu society, It strongly supported the movement for colonization of India by Europeans. It thus echoed the voices of the English free-traders and radicals. The radical English contemporary, the *India Gazette*, described the *Parthenon* as a "very farourable specimen" of what "Hindus by birth yet Europeans by education " could do.

22ক ঐ p. 63

23 'বাংলা সামায়িক সাহিত্য', শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৩৩ কলকাতা, 1886 Saka, pp 37-38.

24 বাগল, উশবা, p. 143 এ উদ্ধৃত

25 Madge, HDEPR, p. 42. মূল উদ্ধৃতি হলো :

The native managers of the Hindu College were alarmed at the progress which some of the pupils were making under Derozio, by actually *cutting* their way through ham and beef. and wedding to liberalism through tumbless of beer, From this new feature of Hindu education, the praise or blame of which must rest on the memory of Derozio, the managers dreaded the worst consequennces, To put a stop to further into the science of *Gastronomy*, Derozio was dismissed in 1831. This is the plain unvarnished story.

26 'সে কাল আর এ কাল', রাজনারায়ণ বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত কলকাতা, দ্বিতীয় সং 1363 বঙ্গাব্দ, p.44 সে যুগের ইংরেজিশিক্ষিত নব্যবাবুদের গোমাংসপ্রীতি বিষয়ে নিম্নলিখিত কাহিনীটি উদ্ধৃত হলো :

"একবার উইলসনের হোটেলে দুই বাঙ্গালী বাবু আহার করিতে গিয়াছিলেন। এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে না, তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"বীল (veal) হ্যায় ?" খানসামা উত্তর করিল, "নহি হ্যায় খোদাওন্দ" বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "বীফষ্টিক্ (beefsteak) হ্যায় ?" খানসামা উত্তর করিল, "ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ", বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্স্টং হ্যায় ?" খানসামা উত্তর করিল, "ওভি নাহি হ্যায় খোদাওন্দ।" বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাফ্সফুট্জেলি হ্যায় ?" খানসামা উত্তর করিল, "ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।" বাবু বলিলেন,"গোরুকা কুচ্ হ্যায় নেহি ?" এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বাবু, যিনি এত গোমাংস প্রিয় ছিলেন না, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওরে ! বাবুর জন্য গোরুর আর কিছু না থাকে ত খানিকটা গোবর এনে দে না"।

26.ক 'The Rev. Krishnamohan Banerjee, D. L. ,C. I. E', H. Das, *Bengal Past and Present* vol. XXXVII Serial nos. 73-74, January - June 1929, p 142.

27 ঐ

28 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিতীয় সং, কলকাতা 1957, p 99. এরপর থেকে রামতনু বলে উল্লিখিত।

29 Edwards, HD, pp 95-96.

30 'আলেকজান্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন', অলোক রায়, কলকাতা, 1980, p.6.

31 ঐ p. 7

32 Edwards, HD, P 95.

33 "প্রথম বিধবা-বিবাহ", 'সেযুগের কেচ্ছা একালের ইতিহাস', সুবীর রায়চৌধুরী, কলকাতা, 1970

34 'ইয়ং বেঙ্গল' বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ধারণা :

সোনার বাঙাল করে কাঙাল,
ইয়ং বাঙাল যত জনা।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে,
কানে লাগায় ফোঁস-ফোঁসনা।
এরা না "হিঁদু" না "মোছোলমান",
ধর্মাধর্মের ধার ধারে না।
নয় "মগ" "ফিরিঙ্গী" বিষম "খিঙ্গী"
ভিতর বাহির যায় না জানা।
ঘরের ঢেঁকি, কুলীন হয়ে,
ঘটায় কত অঘটনা।
এরা লোনা জল ঢোকালে ঘরে,
আপন হাতে কেটে খানা।

"দুর্ভিক্ষ (২)", বসুমতী সং, p135

35 ব্রজেন্দ্রনাথ সসেক দ্বিতীয় খন্ড p. 13

36 শিবনাথ রামতনু p 105

37 পরিশিষ্ট দ্র

38 ঐ

39 Ahmed. SISCB, p. 38

40 বাগল, উশবা, p. 178

41 *Recollections of my School Days*, Lal Behari Day, Dr, Mahadevaprasad Saha ed., Calcutta. 1981 .লালবিহারী দে এবং ডেভিড হেয়ারের কথোপকথন কিছুটা উদ্ধৃত হ'লো :

O [Ld]. B. [engali] Boy. "No, Sir, Kindly admit me into your school" Mr. Hare "You read the New Testament ; You are half a Christian. You will spoil my boys."

O. B. Boy. "I read the New Testament, because it is a class book,but I don't blieve in it. I am no more a Christian than this boy here". Mr. Hare, "All Mr. Duff's pupils are half-Christians. I won't take any of them into my school. I won't take you; you are half - Christian; You will spoil my boys" (p. 56).

42 **ব্রজেন্দ্রনাথ, সসেক দ্বিতীয় খন্ড**, p. 238

43 ঐ p. 15

44 *The Days of John Company Selections from Calcutta Gazette 1824-1832*, compiled and edited by Shri Anil Chandra Das Gupta, Calcutta, n.d., p. 701.

45 **পূর্বোক্ত 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত'**, p. 23

46 'Derozio and Young Bengal', *On the Bengal Renaissance,* Susobhan Sarkar, Calcutta, 1979, p. 107

47 ঐ p. 111

48 'The Complexities of Young Bengal', *A Critique of Colonial India,* Sumit Sarkar, Calcutta, 1985, p. 23

49 ঐ p. 20. ইয়ং বেঙ্গল দলের সবাই যে সাফল্য বা প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকেছিলেন, একথাও নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। যেমন কোন্নগরবাসী শিবচন্দ্র দেব। তিনিই বোধ হয় একমাত্র ডিরোজিওয়ান যাঁর কর্মক্ষেত্র কলকাতা বা অন্য কোনো বড়ো শহর নয়। নিতান্তই পল্লীগ্রামে। ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম নেতা শিবচন্দ্র স্বীয় কন্যাদের বেথুন স্কুলে পড়াবার জন্য স্বগ্রামে একঘরে হন। পরে নানা প্রতিকূলতা সত্বেও ঐখানে নিজের বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

50 ঐ p. 24

☐

রামমোহন ও ডিরোজিও

ম্যাজই প্রথম লেখেন যে ডিরোজিওর বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামমোহন। কথাটি তিনি উল্লেখ করেছেন মাত্র, আর কোনো তথ্য বিশদভাবে জানাননি। রামমোহনের সঙ্গে হিন্দু কলেজের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তবে কোথায় আলাপ হতে পারে? 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভায়? সেখানে রামমোহন উপস্থিত থাকতেন বলে কোনো খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কোনো স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা সভায়? রামমোহন এ জাতীয় অনুষ্ঠানে এতো কম যেতেন যে সে সম্ভাবনাও অল্প। এক হতে পারে উভয়ের কোনো বন্ধু বা অনুরাগীর গৃহে (যেমন তারাচাঁদ চক্রবর্তী) তাঁদের দেখা হয়েছিল! আমরা জানি যে সতীদাহ প্রথা রদে উভয়ে উৎসাহী ছিলেন। সেই সূত্রেও যোগাযোগ হতে পারে। সতীদাহ নিরোধক আইন পাশ হলে বেন্টিঙ্ককে সম্ভ্রান্ত হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে ছিলেন কালীনাথ রায়চৌধুরী, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ। অন্যদিকে কলকাতার খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ও একটি সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। যাঁরা সই করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চারজনের নামই শুধু ছাপা হয়েছিল, বাকি সবাই প্রমুখের দলে।[1]

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর রামমোহন জীবনীতে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কাহিনীটি তিনি শোনেন রামতনু লাহিড়ীর কাছে। ঘটনাটি হলো এই :

> যে সময়ে গবর্ণর জেনারেলকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়, সেই সময়ে বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা এক দিবস কলেজের এক ঘরে বসিয়া অভিনন্দনপত্র লইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে উক্ত পত্রের ইংরেজী রচনা রামমোহন রায়ের কি অ্যাডাম সাহেবের । এমন সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় ডিরোজিও সাহেব আসিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন,"তোমরা মানুষ, না এই দেয়াল? নারীহত্যারূপ ভীষণ প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গেল, ইহাতে তোমরা কোথা আনন্দ করিবে না অভিনন্দনপত্রের ইংরেজী কাহার রচনা এই বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত। রামমোহন রায় ইংরেজীতে কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যাক্তি জানিলে তোমরা উহা অ্যাডাম সাহেবের বলিয়া মনে করিতে না।[2]

ডিরোজিওর উক্তি থেকে মনে হয় রামমোহনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। ডিরোজিওর উল্লেখ উপেন্দ্রনাথ বল-এর ইংরেজিতে লেখা রামমোহনের জীবনচরিতেও পাই। সেখানে আছে ঃ

> অ্যাঙলো ইন্ডিয়ান তরুণ হেনরি ডিরোজিওর হাতে নাস্তিক শিক্ষা পেয়ে হিন্দু কলেজের বাঙালি অল্পবয়েসি ছাত্রেরা যেরকম আচরণ করছিলেন তাতে তিনি খুবই বিচলিত হন।[3]

রামমোহন নাস্তিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর কোনো ভক্ত শিষ্য একবার জনৈক ব্যক্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, 'ভদ্রলোক আগে deist (একেশ্বরবাদী) ছিলেন, পরে নাস্তিক atheist হন'। শুনে রামমোহন নাকি বলেছিলেন, 'এরপরে "beast" (পশু) হবে'।[4]

কিন্তু রাধাকান্ত দেব প্রমুখের কাছে রামমোহনের আস্তিক্যবাদ এবং সেযুগের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে 'তথাকথিত' নাস্তিক্যবাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিলো না। তাই দেখি রাধাকান্তের উষ্মার কারণে ডিরোজিওর দুই শিষ্য রসিককৃষ্ণ এবং কৃষ্ণমোহন যেমন পদচ্যুত হয়েছিলেন, তেমনই একই ব্যক্তির আপত্তিতে রামমোহনের বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম-এর হিন্দু কলেজে চাকরি হয়নি। রাধাকান্তের মতে ঃ

> For my part, I cannot entrust the morals and education of those I regard, to such an one that was once a Missionary, then a *Vaidaentic* or disciple of Rammohun Roy and lastly a unitarian.[5]

ডিরোজিও রামমোহন প্রসঙ্গটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে দিলীপকুমার বিশ্বাসের 'রামমোহন সমীক্ষা' (1983) গ্রন্থে। বইটির সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল'। দিলীপকুমার বিশ্বাস 'দ্য এনকোয়ারার' পত্রিকার ফাইল দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর সুবাদে আমার ডিরোজিয়ানদের বিশেষ করে দক্ষিণারঞ্জন, রসিককৃষ্ণ, কৃষ্ণমোহন, শিবচন্দ্র প্রমুখের জীবনে রামমোহনের প্রভাব বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারি। তাঁদের অনেকেরই কাছে রামমোহন ছিলেন 'আধা-উদারনৈতিক'। স্বয়ং ডিরোজিও 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান' পত্রিকার 5 অক্টোবর 1831-এর সংখ্যায় রামমোহনের ধর্মমতের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর মতে ঃ

> কী যে তাঁর (রামমোহনের) মতামত, তা তাঁর বন্ধু কিংবা শত্রু, কেউই জানেন না। সেগুলি কী বলার চেয়ে সেগুলি কী নয় বলা বরং সহজ ... এটা সবারই জানা যে রামমোহন বেদ, কোরান এবং বাইবেল সমানভাবে মানেন— এর সবগুলিকেই তিনি হয়তো সমদৃষ্টিতে বিচার করেন, সব ধর্মের অসিদ্ধ প্রমাণ অংশ বর্জন ক'রে ভালোটি তিনি গ্রহণ করেছেন। ... তাঁর

জীবন যাপন সব সময়ে হিন্দুর মতো। ... তাঁর অনুসারীদের, অন্তত কারো কারো মধ্যে আচরণে কোনো সঙ্গতি নেই। তাঁর নামের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে তাঁরা শাস্ত্রবিরোধী সবরকম অনাচার খাদ্য পানীয়ের ব্যাপারে চালিয়ে যাচ্ছেন ; আবার একই সঙ্গে "ব্রাহ্মণদের" দক্ষিণা দিচ্ছেন, হিন্দু ধর্মে আস্থা নেই বলছেন এবং বাড়িতে পুজো-আর্চায় যাতে কোনো অবহেলা না হয় সেদিকে নজর রাখছেন।[6]

কৃষ্ণমোহন রামমোহন সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন এই বলে যে কেন তিনি হিন্দু ধর্মের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি। দিলীপকুমার বিশ্বাস 'দ্য এনকোয়ারার' থেকে কৃষ্ণমোহনের কিছু কিছু রচনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে দেখি কৃষ্ণমোহনের বক্তব্য ঃ

এমনই হচ্ছে হিন্দুধর্মের স্বরূপ যে তাঁর (রামমোহনের) মতো ক্ষমতাবান ব্যক্তির বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি তার মধ্যে যুক্তিবাদের আবরণ দেবার।[7]

এবং

ব্রহ্মণ্যবাদকে ... তাই বলা যেতে পারে দেশের কেন্দ্রস্থলে রোপিত নষ্টবৃক্ষ... কোনো ব্যক্তি যদি হতভাগ্য হিন্দুদের উদ্ধার করতে চান তো তাঁকে বৃক্ষমূলে কুঠারঘাত করতে হবে। যতোদিন এর অস্তিত্ব থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত কোনো সুফল আশা করা যাবে না।[8]

সব ডিরোজিয়ানরাই যে কৃষ্ণমোহনের মতাবলম্বী ছিলেন এমন নয়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক রামমোহনের প্রতি হিন্দুদলপতিদের অবিচারের উল্লেখ করলেও হিন্দুধর্ম সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। দিলীপকুমার বিশ্বাস মনে করেন ঃ

...রসিককৃষ্ণ তাঁর ধর্মানুশীলনে ও ধর্মবিশ্বাসে রামমোহনের দ্বারা বিশেষত রামমোহন রচিত 'তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্', এর বক্তব্যের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। দেখা যায় তিনি রামমোহনের মতই উদার সার্বভৌম একেশ্বরবাদে গভীর বিশ্বাসী।
...রসিককৃষ্ণের অধ্যাত্মদর্শনে রামমোহনের প্রেরণা যে ক্রিয়াশীল 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ প্রকাশিত তাঁর এই সুদীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করলে সে বিষয়ে সংশয় থাকে না।[9]

দক্ষিণারঞ্জনের ওপর রামমোহনের ধর্মমতের প্রভাব সম্ভবত আরো গভীর। দিলীপকুমার বিশ্বাস তাঁর গ্রন্থে প্রসঙ্গত রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা গুরুত্বপূর্ণ ঃ

দক্ষিণাবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যেমন কেবল উপনিষদ্ পাঠ ও সঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া কর্তব্য মনে করিতেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজকে অহিন্দু জ্ঞান করিতেন... দক্ষিণারঞ্জন উপনিষদকে এত মান্য করিতেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন না। ... কিন্তু উপনিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং উপনিষদই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হওয়া উচিত এমন মনে করিতেন। তাঁহাকে ঔপনিষদিক ব্রাহ্ম বলিলে হয়।[10]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রামমোহনের ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে ডিরোজিওর শিষ্যদের সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে এঁদের ওপর রামমোহনের প্রভাব সম্পর্কে দিলীপকুমার বিশ্বাসের অভিমত ঃ

> ...সমস্ত রকম প্রগতিশীল প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যবর্গের সাধারণভাবে মতৈক্য ছিল। 17 ফেব্রুয়ারী 1830 সংখ্যা 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী পোষিত যে সব মতবাদের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়— (১) প্রগতিশীল সমাজসংস্কার (social reform) (২) শিক্ষাবিস্তার (education), বিশেষত নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার (female education) ; (৩) চিন্তায় ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা (freedom of thought and expression) ; (৪) অ্যাডাম স্মিথ ব্যাখ্যাত অর্থনীতি সম্মত ব্যবসাক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার (monopoly) বর্জন ও অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন (freedom of trade), (৫) ভারতে উঁচুদরের ইউরোপীয়গণ কর্তৃক উপনিবেশস্থাপন (colonization of India by intelligent Europeans which they believed would lead the welfare of the country)।
>
> এই আদর্শসমূহের সব কয়টিই রামমোহনের চিন্তায় ইতিপূর্বেই রূপ গ্রহণ করেছে।[11]

আমরা আগেই দেখেছি যে ডিরোজিয়ানদের চিন্তাধারায় রামমোহনের অভিঘাত প্রসঙ্গে সুমিত সরকারও অনুরূপ মত পোষণ করেন। দুজন ঐতিহাসিকের মূল্যায়নের পার্থক্য শুধু এইখানে যে সামগ্রিক বিচারে এর অধিকাংশ ভাবধারা কতটা প্রগতিশীল সে বিষয়ে দুজনে সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী।

রামমোহনের মৃত্যুর পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় (জানুয়ারি 26, 1834 খ্রিষ্টাব্দ) যে শোকসংবাদ বেরিয়েছিল তাতে অনেক প্রশস্তি আছে ঠিকই, কিন্তু তিনি যে ইয়ং বেঙ্গল দলের আদর্শ গুরু ছিলেন এরকম কোনো ধারণা হয় না।[12] আসলে তাত্ত্বিকভাবে রামমোহন তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন, তাঁদের মূল লড়াইটা ছিলো রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে। রামমোহনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রভাব প্রতিপত্তি ডিরোজিয়ানদের ছিলো না। প্রথম জীবনে তাঁদের শক্তি ও উদ্যম অনেকটাই ব্যয় হয়েছে অভিভাবক এবং পরিবার পরিজনদের সঙ্গে সংঘর্ষে এবং সংঘাতে। সেজন্য কর্মজীবনে তাঁরা বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন সামাজিক প্রতিষ্ঠায়। শিক্ষাগুরু ডিরোজিওর আদর্শবাদ তাঁরা ভোলেননি, আবার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতায় এ-ও বুঝেছিলেন যে তথাকথিত রক্ষণশীল সমাজপতিদের মূল আরো গভীরে। সম্মুখ সমরে তাঁদের পরাস্ত করা যাবে না। সেজন্য তাঁরা সমন্বয়ের পথ অবলম্বন করেছিলেন। বলা বাহুল্য এর জন্য তাঁদের অনেক দাম দিতে হয়েছিল। রামকমল সেন প্রসঙ্গে প্যারীচাঁদের মূল্যায়ন অথবা রাধাকান্ত দেব বিষয়ে রামগোপালের মত-পরিবর্তন, সেই

সমন্বয়সাধনার অনিবার্য পরিণাম। কৈলাসচন্দ্র বসু (1827-78) রামগোপাল ঘোষের স্মৃতিসভায় নিম্নলিখিত ঘটনাটি ব্যক্ত করেন।

> আপনাদের অনেকেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে এই দুজনই [রাধাকান্ত দেব এবং রামগোপাল ঘোষ] প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াও ঈর্ষা বা ঘৃণার পরিবর্ত্তে পরস্পরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমি একটি ঘটনা জানি যাহাতে পরস্পরের এই শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। 1853 খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে টাউন হলে চার্টার সভায় রামগোপাল তাঁহার সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহিণী অগ্নিময়ী বক্তৃতা শেষ করিয়া বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইলে, সেই সভায় সভাপতি স্যর রাজা রাধাকান্ত তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রামগোপালকে তাঁহার সুললিত বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রেমভরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনি আপনার দেশের সেবায় আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হউন। আপনি আমাদের সমাজের মুখপাত্র, আপনি আমাদের জাতির অলঙ্কারস্বরূপ'। রামগোপাল নম্রভাবে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, 'আপনারা আমা হইতে যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আপনার মুখে শুনিয়া আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। কিন্তু মহাশয়, আমি যতদূর করিতে পারিব, দেশ আপনার নিকট হইতে তদপেক্ষা অধিকতর কল্যাণের আশা করে। [13]

ডিরোজিওর 'fiery brand' ছাত্রকে রাধাকান্ত দেব সম্ভাষণ করেছেন, 'আপনি আমাদের সমাজের মুখপাত্র, আপনি আমাদের জাতির অলঙ্কারস্বরূপ'— ডিরোজিও বেঁচে থাকলে কী বলতেন ? অবশ্য তাঁর দুই দশক আগেই নিঃসঙ্গ নায়কের প্রয়াণ হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

1 *The Days of John Company : Selections from Calcutta Gazette*, Compiled & edited Anil Chandra Das Gupta, Calcutta n. d. item no. 428, p 427.

2 মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা দেজ সংস্করণ 1379 B. S. (1972) পৃ 196

3 *Rammohan Roy A study of his Life, Works and Thoughts*, Upendra Nath Ball, Calcutta, 1933, p 175.মূল উদ্ধৃতিটি হলো :

...he was shocked at the way the young Bengalis were behaving after receiving godless education in the Hindu Collage at the hands of an Anglo-indian young man named Henry Derozio,'

4 *The Life and Letters of Raja Rammohan Roy*, Sophia Dobson Collet, eds Dilip Kumar Biswas & Prabhat Chandra Ganguli, Calcutta,3rd edn., 1962, pp 228-29.

5 'রামমোহন-সমীক্ষা,' দিলীপকুমার বিশ্বাস, কলকাতা 1983, পৃ 465 তে উদ্ধৃত। এরপর থেকে গ্রন্থটি রা. স. বলে উল্লিখিত।

6 *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*, A. F. Salahuddin Ahmed, Calcutta, 2nd edn. 1976, p 49.মূল উদ্ধৃতিটি হ'লো :

'What his (Rammohun Roy's) opinions are, neither his friends nor foes can determine. It is easier to say what they are not than what they are. ...Rammohun, it is wellknown, appeals to the *Veds*, the *Koran*, and the *Bible*, holding them all probably in equal estimation extracting the good from each, and rejecting from all whatever he considers apocryphal... He has always lived like a Hindoo...His followers, at least some of them, are not very consistent. Sheltering themselves under the shodow of his name, they indulge in everything forbidden in the Shastras, as meat and drink; while at the same time they fee the Brahmins, profess to disbelieve Hindoosim, and never neglect to have poojahs at home'. *East Indian*, October 1831. quoted in the *India Gazette*, 5 October 1831.

7 রা. স. দিলীপকুমার বিশ্বাস, পৃ 447. মূল উদ্ধৃতিটি হলো :

'for really such is the visage of Hindusim that it was impossible even for so talented an individual (Rammohun) in spite of all his efforts, to cast a veil of rationality on it.'

8 ঐ পৃ 477. মূল উদ্ধৃতিটি হলো :

'Braminism...may therefore be called a corrupt tree planted in the midst of the country ...If a person wishers to benefit the poor Hindus he must lay the axe at the root of this tree. While it exists good fruit cannot be expected.'

9 রা. স দিলীপকুমার বিশ্বাস. পৃ. 444-45

10 ঐ, 'আত্মচরিত' রাজনারায়ণ বসু থেকে উদ্ধৃত, পৃ 454

11 ঐ 439-40

12 'Death of Rammohun Roy,' *Selections from Jnanannesan*, comp. Suresh Chandra Maitra, Calcutta 1979, pp 137-40

13 'সেকালের লোক', শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, 1346 B. S. (1940), পৃ 57-58 ।

ইউরেশীয় সমাজের নেতা

সাংবাদিকতা ডিরোজিওর জীবনে নতুন কোনো বৃত্তি নয়। 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট'-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। হিন্দু কলেজে থাকাকালে তিনি একটি সান্ধ্য দৈনিক সম্পাদনা করতেন। পত্রিকাটির নাম 'হেসপেরাস'। সালাহ্উদ্দীন আহ্মেদ লিখেছেন যে এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন একজন অ্যাঙলো ইন্ডিয়ান এবং তাঁর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় ডিরোজিও সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন।[1] যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে, এই 'পত্রিকায় 1829 খ্রিষ্টাব্দে ডিরোজিওর হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উপরে লিখিত প্রসিদ্ধ কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছে'।[2] বস্তুত উক্ত সনেটটি প্রথম মুদ্রিত হয় 1831 খ্রিষ্টাব্দের 'বেঙ্গল অ্যানুয়াল'-এ। ডিরোজিও সম্পাদিত শেষ পত্রিকা 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান' -এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো সম্পাদকই ছিলেন স্বত্বাধিকারী। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় পয়লা জুন 1831 খ্রিষ্টাব্দে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'-র দ্বিতীয় খন্ডে এই সংবাদটি সংকলিত হয়েছে : জুন, 11 দেরাজু সাহেব ইষ্টিন্ডিয়াননামক এক সম্বাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। [7 জানুয়ারি 1832, পৃ 183]। টমাস এডওয়র্ডস লিখেছেন 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান' পত্রিকা 1830-31 খ্রিষ্টাব্দ এই দুই বছর চলেছিল।[3] বলা বাহুল্য 1830 খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকাটির কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। পত্রিকাটির প্রাক্-প্রকাশন বিজ্ঞপ্তি বেরোয় এই মর্মে :

Monday Evening, May 16, 1831

> Prospectus of the East indian, a Daily Newspaper, to be published at Calcutta from the 1st of June, 1831. Subscription : Five Rupees per month— This paper which will be composed of as good materials and possess as extensive resources as the morning journals of this presidency is offered to the notice of the public at the cheap rate of Five Rupees per month. It will be published daily on a large royal sheet of fine paper and will be despatched with punctuality to all parts of the country. Arrangemeants having been made to secure for its earliest

> intelligence from Europe, South Africa, the Eastern Islands, Madras, Bombay, and the Upper Provinces, the patronage of this comnunity is respectfully solicited for an undertaking which depends upon encoouragement for success. To prevent any misconception to which the name of the Paper may give rise the Proprietor begs to state that his journal will not be exclusively devoted to any particular interest, but that it will advocate the just rights of all classes of the community. References and applications should be made to Mr. H. L. V. DEROZIO, Circular Road, Calcutta. [4]

উক্ত বিজ্ঞাপনে দুটি জিনিশ লক্ষণীয়। প্রথমত পত্রিকাটি শুধু ইউরেশীয় সম্প্রদায়ের মুখপত্র হবে না। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও ইউরোপ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে টাটকা খবর পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে। ডিরোজিও কি ঐ সব অঞ্চলে নিজস্ব সংবাদদাতা নিয়োগের চেষ্টা করেছিলেন ?

টমাস এডওয়র্ডস মনে করেন যে 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান' ছিলো ইউরেশীয় সম্প্রদায়ের মুখপত্র। পত্রিকাটির পুরনো সংখ্যা পাওয়া না গেলে এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা দুরূহ। তবে স্বয়ং সম্পাদকের সেরকম কোনো অভিপ্রায় ছিলো না তা তো তিনি প্রস্পেকটাসে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন। তাছাড়া ঐ দুষ্প্রাপ্য কাগজ থেকে যেসব উদ্ধৃতি এখনে ওখানে সংকলিত হয়েছে, সেগুলিতে নানা প্রসঙ্গের খবর দেখি। দৈনিক পত্রিকাটির দপ্তর ছিলো 9 কসাইটোলাতে (11 বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট)। ডিরোজিও তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় ঢেলেছিলেন পত্রিকাটিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ডিরোজিও তাঁর মৃত্যুর তিনদিন আগে অর্থাৎ 1831 খ্রিষ্টাব্দের 23 ডিসেম্বর একটি ইচ্ছাপত্র তৈরি করেন। এই উইলটি হাইকোর্টের নথিপত্রের মধ্যে চাপা ছিলো। পরে সেটি আবিষ্কৃত হলে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলকে দান করা হয়। পুত্র ডিরোজিও, ভ্রাতা ডিরোজিও, সম্পাদক ডিরোজিও এবং সর্বোপরি মানুষ ডিরোজিও বিষয়ে মূল্যবান আলোকপাত করে দলিলটি। এ বিষয়ে শ্রীপান্থ (নিখিল সরকার) আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[5] উইলটি পড়লে মনে হয় 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান' পত্রিকায় তিনি পৈতৃক সম্পত্তিও কিছু বিনিয়োগ করেছিলেন। কেননা তিনি মৃত্যুর আগে এই অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন :

> আমার মৃত পিতা আমাকে শর্তাধীনে কিছু সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। আমার ইচ্ছা সেই সব শর্ত পূরণ না করা পর্যন্ত যেন সেই অংশ বিক্রি করা না হয়। সম্প্রতি আমি দি ইস্ট ইন্ডিয়ান নামে যে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছি, আমার ইচ্ছা, আমার ভাই ক্ল্যাডিয়াস গিলবার্ট অ্যাসমোর ডিরোজিও তা পরিচলনা করবে। তবে এই শর্তে কাগজে যে ঋণ আছে এবং ভবিষ্যতে যে ঋণ হতে পারে তার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে।[6]

এই অভিপ্রায় সত্ত্বেও পত্রিকাটি বেশিদিন চলেনি। 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান' কাগজে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামমোহন রায় অথবা ডিরোজিও বিষয়ে কী ধরনের সংবাদ বেরতো, সে - বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এঁরা ছিলেন বিখ্যাত লোক । সাধারণ খবর কী রকম থাকতো তার দু-একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে।

মুঙ্গের থেকে এক সংবাদদাতা ওখানকার ঝড়ের বর্ণনা দিচ্ছেন। তাতে দুর্যোগের মুখে বজরায় তিনি কীরকম বিপর্যস্ত হয়েছিলেন তার বিবরণ পাই। যে-অংশটি উপভোগ্য, সেটি হ'লো দারুণ ঠান্ডায় দাঁড়িরা কাঁপছে দেখে তিনি তাদের গায়ে মাখবার জন্য এবং খাবার জন্য ব্র্যান্ডি দিলেন('I gave my dandies brandy to apply externally and internally for it has piercing cold').[7]

আরেকটি খবর পাই (জানুয়ারি 12,1832)। জনৈক পত্রদাতা অভিযোগ করছেন একটি বীভৎস ব্যবস্থার জন্য। বাজারগুলির মধ্যে ব্যাধিগ্রস্তরা (সম্ভবত কুষ্ঠরোগীরা) ভিড় করে থাকে যাতে গৃহকর্তারা ঐ জায়গায় না যেতে পারেন। খানসামা এবং খিদমতগারদের এ ব্যাপারে যোগসাজশ আছে, কেননা সাহেবরা নিজেরা বাজারে যাওয়া শুরু করলে তাদের লোকসান। ভিখিরিদের দু-চার পয়সা ছুঁড়ে দিলেও তাদের যথেষ্ট লাভ থাকে। অন্যদিকে সাহেবরা নিজেরা বাজার করলে তাদের ভয়ানক ক্ষতি।[৮]

4 জুলাই 1831 খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি সংবাদে হিন্দু সমাজের 'দল' বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুরা কয়েকটি 'দলে' বিভক্ত এবং শহরের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা 'দলপতি' হন। এই দলের নিয়ম অনুসারে যে কোনো পার্বণে বা শুভ অনুষ্ঠানে যেমন বিবাহ, পূজা ইত্যাদিতে এঁদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। যদি কেউ এই দলের নিয়মভঙ্গ করেন তো তাঁকে একঘরে হতে হবে। তারপর 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান' -এ মন্তব্য করা হয়েছে যে আগে কথিত সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোককে এরকম নির্যাতন ভোগ করতে হয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কোনো বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে কথাগুলি বলা হয়েছিল।

ডিরোজিও সম্পাদিত পত্রিকায় নানা প্রসঙ্গে বিতর্কের অবকাশ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু একবার একটি বিশেষ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সেটি হলো ডিরোজিওর কোনো লেখা পড়ে রুষ্ট হয়ে 'জন বুল'—এর ম্যাকনাটন তাঁকে প্রহার করেন।

'জন বুল' পত্রিকা ছিলো ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থার অন্ধ সমর্থক। অন্যান্য মতের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা ছিলো প্রতিক্রিয়াশীল। ফলে প্রায়ই বিতর্কের সূচনা হতো, যার পরিণতি কখনো ডুয়েলে, কখনো প্রহারে। এই পত্রিকারই ড. জেমেসন

'ক্যালকাটা জর্নাল'-এর সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহামকে ডুয়েলে আহ্বান জানিয়েছিলেন (1822 খ্রিষ্টাব্দে) । তার প্রায় এক দশক বাদে স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য উক্ত পত্রিকার আরেকজন লেখক ম্যাকনাটন কর্তৃক ডিরোজিও প্রহৃত হন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে 1833 খ্রিষ্টাব্দ থেকে 'জন বুল'-এর নাম পরিবর্তিত হয় 'ইংলিশম্যান'-এ ।

যাই হক, 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান'-এ ডিরোজিওর কোনো সম্পাদকীয় পড়ে ক্রুদ্ধ হন ক্যাপ্টেন রবার্ট অ্যাডেয়ার ম্যাকনাটন । টমাস এডওয়র্ডস-এর ডিরোজিও জীবনী থেকে জানতে পারি যে পূর্বোক্ত ভদ্রলোক সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন ছিলেন। 1846 খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কবি এবং গদ্যলেখকরূপে তাঁর খ্যাতি ছিলো । তিনি এবং 'দিল্লি গেজেট'-এর জন ও'ব্রায়েন স্যান্ডার্স নাকি নির্বাসিত সম্পাদক বাকিংহামের মতোই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নির্ভীক প্রবক্তা ছিলেন। অবশ্য ডিরোজিওর সঙ্গে ব্যবহারে তার প্রমাণ পাওয়া কঠিন। এডওয়র্ডস-এর মতে তিনিই আলোচ্য ঘটনার সময়ে 'জন বুল'-এর সম্পাদক ছিলেন । একথা অবশ্য ঠিক নয়। তখন জনৈক লেটন সম্পাদনা করতেন।

ডিরোজিওর যে-লেখাটি নিয়ে ম্যকনাটনের সঙ্গে বিবাদের সূচনা হয়, তার সন্ধান এখনও আমরা পাইনি। তবে বিনয় ঘোষ তাঁর 'সিলেক্‌শন্‌স্ ফ্রম ইংলিশ পিরিয়োডিক্যাল্স' গ্রন্থে বাদী-প্রতিবাদীর কিছু চিঠি 'জন বুল' থেকে পুনর্মুদ্রিত করেছেন, তা থেকে ঘটনাগুলি মোটামুটি সাজানো যায়।

ডিরোজিও ম্যাকনাটনের সততা ও চরিত্র বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেন। এতে ম্যাকনাটন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সোজা 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান'-এর দপ্তরে চলে যান। তিনি ভেবেছিলেন ডিরোজিও তাঁর মতোই বলবান, বয়স্ক ব্যাক্তি। কিন্তু তাঁকে প্রায় বালক দেখে হাতের সুখ করে উত্তমধ্যম দেবার প্রবৃত্তি হলো না ক্যাপ্টেন ম্যাকনাটনের। ডিরোজিওর কলার ধরে কাঁধে দু'ঘা বেত মারতে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ডিরোজিও হাত তুলে প্রতিহত করতে যাওয়ায় বেতটি লাগে বাহুতে। 23 সেপ্টেম্বর 1831 খ্রিষ্টাব্দের 'জন বুল'-এ ক্যাপ্টনের জবানিতে ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছে :

> 'এখন মহাশয়, আপনাকে আপনার প্রাপ্য শাস্তি দেবার পরে বিশদভাবে বলি আমি কেন এরকম করলাম। আপনি ঈস্ট ইন্ডিয়ান পত্রিকায় আমার বিষয়ে সত্য ঘটনা বলে যা প্রকাশ করেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। আমি আপনাকে ভদ্রভাবে একথা জানিয়েছিলাম এবং সুযোগ দিয়েছিলাম এই অপপ্রচারের স্রষ্টারূপে আপনাকে দোষমুক্ত করার। আর সেই সৌজন্যের ফল

হলো আপনার উদ্ধৃত চিঠি যা আপনাকে দেখিয়েছিলাম। আপনি ভালো করেই জানেন যে 'টিট ফর ট্যাট' [অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমনি ফল] ছদ্মনামধারী পত্রগুচ্ছের লেখক কে এবং এ-ও আপনি জানেন ঐ ভদ্রলোকের কাছে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা অনুগৃহীত। 'টিট ফর ট্যাট 'ঈস্ট ইন্ডিয়ান' সম্পাদককে কখনো আক্রমণ করেননি, সুতরাং তাঁর প্রতি আপনার অযাচিত আক্রমণ আপনার বক্তব্যের মতোই পুরোপুরি অসত্য এবং প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ পেয়েও গ্রহণ না করায় আপনি অপরাধের মাত্রা বাড়িয়েছেন। এই সব কারণে আমি আপনাকে শাস্তি দেওয়া ঠিক করেছিলাম এবং এই সঙ্গে আপনাকে এটাও বলি যে চেহারার দিক দিয়ে (অর্থাৎ গায়ের জোরে) আপনি আমার কাছাকাছি হলে শাস্তিটা তুলনায় গুরুতর হতো। আমি এর আগে আপনাকে কখনো দেখিনি এবং আপনার চেহারা যে এরকম করুণ তা ধারণা ছিলো না। তা যাই হক, ভবিষ্যতে এরকম ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সাবধান করতে এসে আমার মনে হলো আপনাকে সমঝে দেওয়া উচিত যে আমার ভয় দেখানো ফাঁকা আওয়াজ নয়। এই আত্মতুষ্টির পর আমি তাই এটুকু যোগ করতে চাই যে আপনি যদি এতক্ষণ যা ঘটেছে তা থেকে সন্তোষ পাবার জন্য (ভদ্রলোকেরা এই অর্থে যা বোঝেন) আমার নাম জানতে চান তো আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে 'জন বুল' দপ্তর থেকে নেবেন।[10]

এই ঘটনার দু পক্ষেরই অন্তত একজন করে সাক্ষী ছিলেন। ঘটনাস্থলে ডিরোজিওর সঙ্গে ছিলেন ডি. এম. কিং এবং ম্যাকনাটনের পক্ষে প্রত্যক্ষদর্শী ক্যাপ্টেন এইচ. হোয়াইট। কিন্তু তাঁদের প্রদত্ত বিবরণে কোনো মিল নেই। সুতরাং ঠিক কী ঘটেছিল বলা মুশকিল। তবে দুজনের চিঠি চালাচলির মধ্যে কয়েকটি তথ্য বেরিয়ে আসে। যেমন তাঁদের চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও বহু আগে থেকেই পত্রালাপ ছিলো। 'ডিরোজিওর ব্যক্তিগতভাবে ম্যাকনাটনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার কারণ আছে', এই মন্তব্যের উত্তরে ডিরোজিও লেখেন :

আমি এ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে স্বনামে তিনটি চিঠি পেয়েছি (যদিও তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না) এবং সৌভাগ্যক্রমে সেগুলি এখনও আমার কাছে আছে। প্রথম পত্রটির সঙ্গে ছিলো 'লন্ডন লিটেরারি গেজেট'-এর সম্পাদক মিস্টার জেরডনকে পাঠানো একটি নোট। 'ফকির অব জঙ্ঘীরা' -র সঙ্গে প্রেরিত ঐ নোটে ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কবি বিষয়ে পরিচিতি ছিলো। আমি এ বিষয়ে ক্যাপ্টেন ম্যাকনাটনকে কোনো অনুরোধ করিনি, তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন এবং তিনি যা করেছিলেন তা একেবারেই উপযাচক হয়ে। মিস্টার জেরডনকে লেখা চিঠি আমার কোনো কাজে আসেনি, যদিও ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্য সাধু হতে পারে। দ্বিতীয় যে চিঠি আমি তাঁর কাছে পাই তা আমার শেষ কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে প্রশস্তি। তিনি কোনো ইংরেজি সাময়িকপত্রে সমালোচনা করতে চেয়েছিলেন। তিনি তা আদৌ করেছিলেন কিনা জানি না। মনে হয় তিনি করেননি। তাঁর শেষ চিঠি বেনারস থেকে। তিনি তাতে লেখেন তাঁর একটা পার্সেল আসবে আমার কাছে এবং এটি আমি যেন রেখে দি। তারপর ডাকমাশুল দিয়ে তাঁকে যেন পাঠাই ; জনৈকা মহিলার বই বিক্রি ক'রে যেন খরচটা উশুল করি অথবা পাওনা টাকাটা ফেরৎ নেবার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করি। পার্সেলটা পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সবাই যেহেতু জানেন যে টাকাপয়সার ব্যাপারে ক্যাপ্টেন ম্যাকনাটনের কথার কী দাম, এই প্রতিশ্রুতির পরিণাম কী হয়েছিল তা সবাই অনুমান করতে পারবেন। একেই তিনি বলেছেন, 'আমার প্রতি ব্যক্তিগত অনুগ্রহ ?' অনুগ্রহদানের এটি তাঁর অদ্ভুত ধরন, তাঁর এরকম

দয়াদাক্ষিণ্যে নানা লোক প্রায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার মতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রমাণ দেওয়া যায়। আমার এসব কথা লেখা উচিত ছিলো না, কিন্তু তিনি আমাকে বাধ্য করেছেন জনসাধারণের কাছে এগুলি প্রকাশ করতে। তাঁর এবং তাঁর যোগ্য সহযোগী জন বুল সম্পাদকের অশ্লীল কথা প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা ক্যাপ্টেন ম্যাকনাটনের বেপরোয়া স্বভাব বিষয়ে অজ্ঞ, পাছে তাঁদের তিনি বিভ্রান্ত করতে পারেন, সেজন্য 20 তারিখে ঈস্ট ইন্ডিয়ান কাগজে যে প্যারাগ্রাফ লিখেছিলাম তার সঙ্গে আরো কয়েকটি কথা যোগ করতে চাই। এই লেখা নিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার পত্রবিনিময়ের সূচনা এবং পরিণামে তাঁর কাপুরুষোচিত আক্রমণ। তিনি লিখেছেন এটি মিথ্যা। উত্তরে আমি বলবো যে কলকাতার প্রধান এবং সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীদের কাছে তিনি তাঁর সুনাম বহুদিন আগেই হারিয়েছেন— তিনি মেসার্স এস স্মিথ অ্যান্ড কো, মেসার্স হ্যামিলটন অ্যান্ড কো, মেসার্স আর.এস টমসন অ্যান্ড কো, মেসার্স বার্কিনইয়ং অ্যান্ড কো, মেসার্স লেবার্ন অ্যান্ড কো, মেসার্স থ্যাকার অ্যান্ড কো, মেসার্স স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কো, মিস্টার অস্টেল অথবা ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত অন্য যে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তিনি ধারে কুড়ি টাকার জিনিস কিনে দেখবার চেষ্টা করে দেখুন না, তাহলেই 'ঈস্ট ইন্ডিয়ানে' যা বেরিয়েছে তার সত্যতা প্রমাণ হবে।[11]

চিঠির তারিখ 25 সেপ্টেম্বর 1831 খ্রিষ্টাব্দ, প্রকাশিত হয় পরের দিন। একটি ব্যাপারে আমাদের কৌতূহল হয়। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর লড়াইটা ছিলো আদর্শের ভিত্তিতে— ব্যক্তিগত কুৎসা থাকলেও এটা জানতে অসুবিধা হয় না যে সংঘাতটা নীতির প্রশ্নে। এমন কি হিন্দু কলেজের তদানীন্তন প্রধানশিক্ষক ডি'আন্‌সেলমে যখন ডিরোজিওকে প্রহার করতে উদ্যত হন, তখন আমরা বুঝি ক্রোধটি তাৎক্ষণিক। কিন্তু ম্যাকনাটনের উষ্মা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তাছাড়া দুজনের পত্রাবলি থেকে এটা স্পষ্ট যে উভয়ে উভয়ের কর্মধারার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ডিরোজিও পছন্দ করুন আর নাই করুন, ম্যাকনাটন তাঁর কাব্য প্রচারে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। হঠাৎ কেন সম্পর্কের অবনতি ঘটলো ? এটা কি নেহাৎই দুই সংবাদপত্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসূত বিদ্বেষ না কি অন্য কোনো ব্যক্তিগত কারণ আছে ?

আরেকটি কথা। ছাত্র-শিক্ষক-সতীর্থদের সঙ্গে ব্যবহারে ডিরোজিও ছিলেন সদাহাস্যময়। কিন্তু সাধারণের সঙ্গে মেলামেশায় তিনি কি একটু অসহিষ্ণু ছিলেন ? তাঁর আত্মসচেতনতার কথা কেউ কেউ লিখেছেন। যাই হোক, ডিরোজিওর সম্পাদকীয়টি পুনরুদ্ধার করা না গেলে এই অধ্যায়টি রহস্যাবৃতই থেকে যাবে।

ডিরোজিওর শেষ জীবনে আরেকটি বিশিষ্ট ভূমিক হলো ইউরেশীয় সম্প্রদায়ের নেতারূপে। তিনি ছিলেন এই সমাজের গৌরব এবং শক্তি। তিনি হীনম্মন্য ইউরেশীয়দের মধ্যে জাগিয়েছিলেন আশার আলো, তিনি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে । তিনি ইচ্ছে করলেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি কখনও শিকড় হারাননি।

এই সঙ্গে স্মরণীয় যে ভারতীয় চেতনারও তিনি অগ্রদূত। তিনি ইউরেশীয়দের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন। তা সত্ত্বেও ভারতীয় সারূপ্য নিয়ে তাঁর এক মুহূর্তের জন্যও কোনো সঙ্কট হয়নি।

ইউরেশীয়দের সমস্যা বিষয়ে আগেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। 1830 খ্রিষ্টাব্দে জে. ডব্লু. রিকেট্স ইউরেশীয়দের প্রথম আবেদনপত্র পার্লামেন্টে পেশ করবার জন্য ইংল্যান্ডে গমন করেন। তখন থেকেই বিতর্ক চলছিল ইউরেশীয় সম্প্রদায়ের ঠিক নামকরণ কী হবে যাতে সব গোষ্ঠীকে অন্তর্ভূত করা যায়– ইন্ডো-বৃটন, ঈস্ট ইন্ডিয়ান, ইন্ডোইউরোপীয়ান, না অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ? লক্ষণীয়, ডিরোজিও প্রথমে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিসভা প্রেরণের বিরোধী ছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিলো ইউরোপীয় বিদেশীদের এই আন্দোলনের সামিল করা হয়নি। কিন্তু জে. ডব্লু. রিকেটস ইংল্যান্ডে বিশেষ সফল হয়েছিলেন। তখন ডিরোজিও অকপটে তাঁর ভুল স্বীকার করলেন। রিকেট্স-এর প্রত্যাবর্তনের পর টাউন হলে অনুষ্ঠিত 28 মার্চ 1831 খ্রিষ্টাব্দের সংবর্ধনা সভায় ডিরোজিও দ্বিধাহীনভাবে জানান :

> আমি একজন ঈস্ট ইন্ডিয়ান, অতএব আমাকে এখানে উপস্থিত থাকতেই হবে। আমি দেশবাসীর হিতাকাঙ্ক্ষী, অতএব আমাকে এখানে উপস্থিত থাকতেই হবে। আমি জানতে উদ্‌গ্রীব, তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, অতএব আমাকে এখানে উপস্থিত থাকতেই হবে। আমি দেশকে ভালোবাসি, আমি সুবিচার ভালোবাসি, অতএব আমাকে এখানে উপস্থিত থাকতেই হবে। তাহলে আমার বিষয়ে কি একথা বলা হবে যে লোকটা ভুল ক'রে স্বীকার করতে ভয় বা লজ্জা পায় ? যাঁদের এরকম ধারণা তাঁরা আমাকে ঠিক চেনেন না। তাঁর (জে. ডব্লু. রিকেটস) প্রতি ভুল করেছিলাম, সর্বসমক্ষেই তা স্বীকার করছি।[12]

এই ঐতিহাসিক সভাতেই ডিরোজিও স্লোগান দিয়েছিলেন,' Complain again and again, complain till you are heard. Aye, and until you are answered.'[13]

ঈস্ট ইন্ডিয়ানদের দ্বিতীয় আবেদন প্রেরিত হয় 1831 খ্রিষ্টাব্দে। এবারে ডিরোজিও আরো সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। আবেদনটির খসড়াতেও তাঁর ভূমিকা ছিলো। দ্বিতীয়বারও বিলেতে একটি প্রতিনিধিসভা প্রেরণের কথা ওঠে। প্রসঙ্গত জে. ডব্লু. রিকেটস এবং চার্লস পোট-এর নাম প্রস্তাবিত হয়। রিকেটস বলেন তিনি যেতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাঁর চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। পোট তখন নিজে যাবার অভিপ্রায় জানালেন। ভোট নেবার পর দেখা গেল উপস্থিতদের মধ্যে 33 জন রিকেটস-এর এবং 15 জন পোট-এর যাবার পক্ষে। শেষ পর্যন্ত টাকার অভাবে পরিকল্পনাটি বাতিল

হয়। আবেদনপত্রটি ইংল্যান্ডে জন ক্রফোর্ড-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল পার্লামেন্টে উপস্থাপনার জন্য। 1831 খ্রিষ্টাব্দের পয়লা জুলাই টাউন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় রিকেটস-এর সভাপতিত্বে। সভার উদ্দেশ্য ছিলো আবেদনপত্রটি সর্বসাধারণের অনুমোদন করিয়ে নেওয়া। মূল প্রস্তাবক ছিলেন ডিবোজিও। সভায় বেশ কিছু হিন্দুও উপস্থিত ছিলেন। আরেকজন বিশিষ্ট শ্রোতা হলেন ডেভিড ড্রামন্ড। এঁর সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ডিরোজিও তাঁদের সম্প্রদায়ের সমস্যার পটভূমি বিশ্লেষণ করে বলেন যে তাঁদের সমস্যা দ্বিবিধ : রাজনৈতিক এবং আইনগত। তিনি প্রসঙ্গত শ্রোতাদের বলেন যে, কোথাও কোথাও এমন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে তাঁরা এমন সব দাবি করছেন যা কোনো হিন্দু তথবা মুসলমান প্রজা ভোগ করেন না। বস্তুত তিনি বা তাঁরা এরকম কোনো বিশেষ সুবিধা আদায়ের কথা বলেননি। কিন্তু প্রচলিত আইনের অসঙ্গতির দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। দেশীয় খ্রিষ্টানেরা কলকাতার নাগরিক এলাকা পেরোলেই হয় হিন্দু না হয় মুসলমান আইনের অধীন হন। দেওয়ানি অর্থাৎ উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত ব্যাপারেও একই দুরবস্থা। আইন সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হতে হলে তার যথোপযোগী সংস্কার করতে হবে।

পার্লামেন্টে প্রেরিত দ্বিতীয় আবেদনপত্রে (27 জুন 1831 খ্রিষ্টাব্দ) বারো দফা অভিযোগ ছিলো। তাতে 6 নম্বর ধারায় বলা হয় :

> 'Not being Hindus, they canot regulate those relations by Hindu law, nor being Mahummedans they cannot regulate by Mahummedan Law. And not being British born subjects, they cannot enjoy the advantages of the Law of England.' [14]

প্রসঙ্গত আরো বলা হয় যে এক এক ক'রে কীভাবে আইন, রাজস্ব এবং পুলিশ বিভাগের চাকরি ইউরেশীয়দের জন্য বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। অথচ হিন্দু-মুসলমান প্রজাগণ সেই চাকরি পাবার অধিকারী।

এই আন্দোলনের পুরো সুফল ডিরোজিও দেখে যেতে পারেননি। 1833 খ্রিষ্টাব্দে গৃহীত নতুন সনদে বলা হয়, 'no native of India, nor any natural-born subject of His Majesty, should be disabled from holding any place, office or employment by reason of his religion, place of birth, descent or colour' [15] কিন্তু ডিরোজিও তখন বেঁচে নেই। তবে তাঁর জীবনকালে অর্থাৎ 1831 খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে আইনবিভাগে মুনসেফি পদ পর্যন্ত সব ভারতীয়দের

জন্য খোলা হবে। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন :

> ডিরোজিও-র শিষ্য হরচন্দ্র ঘোষ 1832 খ্রিষ্টাব্দে নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে প্রথম মুনসেফ হইয়া বাঁকুড়ায় যান। স্ব--সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহাতে এই পদের উপযুক্ত হয় সেই জন্য ডিরোজিও স্বয়ং সচেষ্ট হইলেন। 'পেরেন্টাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশান'-র বাৎসরিক পরীক্ষাকালে (1831, 13ই ডিসেম্বর) তিনি একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন। ইহাতে তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, ঈপ্সিত মুনসেফী পদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কাছে আইন ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু কলেজেও এবিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য আয়োজন হয় এবং 1832 খ্রিষ্টাব্দে প্রথমেই সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার সুবিখ্যাত থিয়োডোর ডিকেন্স এই পদে নিযুক্ত হন। ডিরোজিও-র অভিপ্রায় কিন্তু আর পূর্ণ হইল না। তিনি ইহার দুই সপ্তাহের মধ্যে ইহধাম ত্যাগ করিলেন।[16]

'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় খবরটি বেরিয়েছিল এইভাবে .

> An examination of the pupils in the Parental Academic Institution took place on Tuesday last. Mr.Derozio, Mr Speed, and several other Clergymen examined the boys . The head teacher delivered some appropriate speeches on the ocassion; after which Mr Derozio came forward, and intimated his intention of delivering a series of lectures on Law and Political Economy, with a view of qualifying the pupils to avail themselves of the judicial situations which are now open to East Indians. [17]

তারিখটি হলো 13 ডিসেম্বর, 1831 খ্রিষ্টাব্দ। ডিরোজিওর আয়ু অবশিষ্ট ছিলো আর মাত্র তেরোদিন।

উল্লেখপঞ্জি

1 *Social Ideas and Social Change in Bengal,* A. F. Salahuddin Ahmed, 2nd edn. Calcutta, p 55

2 'ডিরোজিও', যোগেশচন্দ্র বাগল, কলকাতা, 1976, পৃ 93.

3 *Henry Derozio, The Eurasian Poet. Teacher and Journalist,* Thomas Edwards. with an Introduction by Dr R. K. Dasgupta, Calcutta, 1980, p 153.

4 *The Days of John Company, Selections from Calcutta Gazette*_ ed & comp by Anil Chandra Das Gupta, Calcutta, n. d. p 706, item no. 640.

5 শ্রীপান্থর "ডিরোজিওর শেষ ইচ্ছাপত্র" প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 1383 বঙ্গাব্দের (1976) 'শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। পরে এটি রমাপ্রসাদ দে সম্পাদিত 'ডিরোজিও' (কলকাতা, 1983), নামক প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। দ্র ঐ পৃ 107.

6 ঐ

7 Das Gupta, DJC,পৃ 689-91, item no 623.

8 ঐ পৃ 715-16, item no 647

9 ঐ পৃ 648-49, item no. 586

10,11 *Selections from English Periodicals of 19th Century Bengal,*_ Benoy Ghose, Calcutta,1978.

12 Edwards, HDEPTJ,পৃ 112-13

13 ঐ পৃ 118.

14 ঐ পৃ 150.

15 *The Oxford Student's History of India*, Vincent A. Smith, Revised by H. G. Rawlinson. O. U. P. 1954, p 309

16 বাগল,'ডিরোজিও', পৃ 101-102.

17 Dasgupta, DJC p 700, item no. 632.

শেষ দিনগুলি

মৃত্যু সবসময়ে অনিশ্চিত, কিন্তু ডিরোজিওর ক্ষেত্রে মৃত্যুকে অতর্কিতে আততায়ীর আক্রমণের মতো মনে হয়। স্বাস্থ্যবান কর্মোদ্যোগী মানুষটি 17 ডিসেম্বর গিয়েছিলেন তাঁর পুরনো বিদ্যালয় 'ধর্ম্মতলা একাডেমি'তে পরীক্ষা গ্রহণ করতে। ঐ দিনের 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান' পত্রিকায় তিনি এ বিষয়ে একটি বিবরণও লেখেন। তখন কি তিনি জানতেন যে স্কুলে তাঁর এই শেষ আগমন আর এই রচনাটি হবে তাঁর শেষ লেখা? নানা দিক দিয়ে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিদায় নেবার আগে ডিরোজিও তাঁর নিজের প্রাক্তন বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন শিক্ষাক্ষেত্র হবে সব সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। তাঁর শেষ রচনাতে সেই বিশ্বাসই ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন, 'এই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে আনন্দদায়ক দিক হ'লো অনুদারতা থেকে মুক্তি।'[1] এরপর ডিরোজিওর ভাষাতেই বলি,

> At the Dhurrumtollah Academy it is quite delightful to witness the exertions of Hindu and Christian youths, striving together for academic honours, this will do much towards softening asperities which always arise in hostile sects, and when the Hindu and Christians have learned from mutual intercourse how much there is to be admired in the human character, without reference to differences of opinion in religious matters, shall we be brought nearer than the we now are to that happy condition when
>
> "Man to man the world o'er,
> Shall brothers be and a'that."
>
> ... The East Indians complain of suffering from proscription, is it for them to proscribe? Suffering should teach us not to make others suffer. Is it to produced (sic) different effect on East Indians? We hope not.[2]

টমাস এডওয়ার্ডস-এর মতে 17 তারিখেই ডিরোজিও কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। তার মানে ডিরোজিও প্রায় দশদিন ভুগেছিলেন। এই ব্যাধি সেযুগে দুরারোগ্য ছিলো

এবং তিনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অন্তিম কাল আসন্ন। 23 ডিসেম্বর তিনি তাঁর শেষ কর্তব্য পালন করলেন—ইচ্ছাপত্রে সই করলেন।

আগের বছর অর্থাৎ 1830 খ্রিষ্টাব্দে গত হয়েছেন তাঁর পিতা। পরিবারে পুরুষ সদস্যদের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ— তাঁর অনেক দায়-দায়িত্ব। বিধবা মা, অবিবাহিতা বোন। ভাইয়ের শিক্ষা-জীবন তখনও শেষ হয়নি। পূর্বোক্ত ইচ্ছাপত্রে তিনি জানালেন :

> আমার সব ন্যায্য ঋণ মিটিয়ে দেওয়ার পর আমার সম্পত্তির যা অবশিষ্ট থাকবে, তা আমার ভাই ক্ল্যাডিয়াস গিলবার্ট অ্যাসমোর ডিরোজিও এবং বোন অ্যামেলিয়া ডিরোজিওর মধ্যে সমানভাবে ভাগ ক'রে দিতে হবে। আমার ভাই তার অংশ পাবে একুশ বছর বয়স পৌছালে ; বোন তাঁর অংশ পাবে একুশ পূর্ণ হলে, বা তার বিয়ের দিনে—যা আগে ঘটে। আমার ইচ্ছা আমার ভাই ক্ল্যাডিয়াস গিলবার্ট অ্যাসমোর ডিরোজিও আমার মৃত পিতার বিধবা আনা মারিয়া ডিরোজিওর ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে যদি তা না করে তবে আমি তাকে যে সম্পত্তি দিচ্ছি তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে সে বঞ্চিত হবে, এবং এই অংশ পাবেন আমার মৃত পিতার বিধবা আনা মারিয়া ডিরোজিও। এতদ্দ্বারা আমি জেমস্ ক্যালডন এসকোয়ার, ডানিয়েল মিকিনস কিং এবং একুশ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ক্ল্যাডিয়াস গিলবার্ট অ্যাসমোর ডিরোজিওকে আমার এই শেষ ইচ্ছাপত্রের কার্যকারক নিযুক্ত করছি এবং ইতিপূর্বে সম্পাদিত আমার অন্য সব ইচ্ছাপত্র বাতিল বলে ঘোষণা করছি।[3]

এই উইলটি বিষয়ে দুটি প্রশ্ন মনে আসে। ডিরোজিওর মৃত্যুর সময়ে তাঁর ঠাকুমা জীবিত ছিলেন। তাঁর কোনো উল্লেখ নেই কেন ? তিনি তখন কোথায় থাকতেন ? দ্বিতীয়ত, শ্রীপান্থ লক্ষ করেছেন, 'এই ইচ্ছাপত্রে অবশ্য কোনও বন্ধু বা শিষ্যের উল্লেখ নেই'।[4] ডক্টর জন গ্রান্ট, জে ডব্লু. রিকেট্স অথবা তাঁর ছাত্রদের কাছে কি ডিরোজিও উইলের কথা প্রকাশ করেননি ? তার কি কোনো কারণ ছিলো ? তিনি তাঁর ভাই ক্লডিয়াসকে অন্যতম কার্যকারক নিযুক্ত করেন, অথচ তিনি তখনও নাবালক। অন্য কারো কথা তাঁর মনে হয়নি কেন ? পারিবারিক গোপনতাই কি তার কারণ ?

তবে ডিরোজিওর পারিবারিক গন্ডি সেই অর্থে বরাবরই বড়ো ছিলো। জীবনের শেষ দিনগুলিতেও তিনি পরিবৃত ছিলেন বন্ধু, শিষ্য এবং প্রিয়জনদের দ্বারা। তাঁদের সেবাশুশ্রূষায় ক্ষণিকের জন্য আশা হয়েছিল যে তিনি হয়তো বেঁচে উঠবেন। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লো।

ডিরোজিওর অন্তিমকালে তাঁর মা-বোন ছাড়া আর যাঁরা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, ডক্টর জন গ্রান্ট, জে. ডব্লু. রিকেটস প্রমুখ। ডেভিড ড্রামন্ড তাঁর প্রিয় ছাত্রকে

রোগশয্যায় দেখতে এসেছিলেন কিনা অথবা শবানুগমন করেছিলেন কিনা অথবা শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহল হ'লেও কোনো তথ্য নেই। আমাদের আরো বেশি আগ্রহ এই কারণে যে সর্বসাধারণ্যে ডিরোজিওর শেষ আত্মপ্রকাশ ড্রামন্ডের স্কুলেই।

চিরজীবন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ডিরোজিও মৃত্যুকালেও জল্পনা-কল্পনার বিষয় হলেন। হিন্দুকলেজ পর্বে তাঁর বিষয়ে অভিযোগ ছিলো তিনি হিন্দুধর্ম বিরোধী। তিনি নাস্তিক ছিলেন এরকম কথা কেউ কেউ বললেও তিনি প্রকাশ্যে খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলেছিলেন বা লিখেছিলেন ব'লে জানা যায় না। কিন্তু আবার নতুন ক'রে প্রশ্ন উঠলো, ডিরোজিও কি আগে নাস্তিক ছিলেন ? তিনি কি শেষ মুহূর্তে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছিলেন ? ডক্টর জন গ্র্যান্ট তাঁর মৃত্যুর পরে 'দ্য ক্যালকাটা লিটেরারি গেজেট'-এ যে বিবরণ লেখেন, তাতে তিনি জানান যে ডিরোজিও একজন খাঁটি খ্রিষ্টানের মতোই মারা গেছেন।[5]

ডিরোজিওর শেষ দিনগুলির বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন টমাস এডওয়র্ডস। তাঁকে ক্যাম্পবেল-এর 'প্লেজার্স অব হোপ' থেকে পড়ে শোনানো হচ্ছে। ফাদার হিল এবং বন্ধু জে. ডব্লু. রিকেটস এসেছেন খ্রিষ্টের বাণী শোনাতে। এরকম জনশ্রুতিও আছে যে ডিরোজিও মৃত্যুশয্যায় হিল এবং রিকেট্সকে লিখিতভাবে জানান যে তিনি আগে নাস্তিক ছিলেন এবং পরে তিনি আস্তিক হন। এই বিবৃতিটি অবশ্য পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর শেষ জীবনের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বাঙলা সাময়িকপত্রেও মন্তব্য করা হয়। 'সম্বাদ রত্নাকর'-এ বলা হয়েছিল :

> যদ্যাপিও তিনি আমারদিগের ধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন এ কারণ আমারদিগের লেখার প্রতি বিপক্ষ হইয়া লিখিবেন তথাপি তাঁহার নিমিত্ত খেদ হয় যেহেতুক ডোজু পূর্ব্বাপেক্ষা ইদানীং এমত হইয়াছিলেন ঈশ্বর এক জন আছেন ইহা প্রায় স্বীকার করিয়াছেলেন....।[6]

বস্তুত ইউরেশীয় সমাজেও ডিরোজিওর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল এবং তার জের মৃত্যুর পরেও চলতে থাকে। 'ইন্ডিয়ান রেজিস্টার'-এর সোমবার, ফেব্রুয়ারি 13, 1832-এর সংখ্যায় লেখা হয় :

> His sentiments on religion he was not found of obtruding on others, nor did he ever speak on that subject in that irreverent manner in which some foolishly indulge; on the contrary he had great respect for Christianity, and admired the moral lessons which it inculcated. The Christian will not, therefore, be greatly surprised to learn, that when on his death bed, and probably aware of his

situation, he desired the presence of a minister to pray with him and expressed his belief in the Redeemer's name.[7]

এডওয়র্ডস প্রশ্ন তুলেছেন যে 'ডিরোজিও পরে খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী হয়েছিলেন বললে মেনে নিতে হয় যে তিনি আগে বিরোধী ছিলেন।' কিন্তু এরকম অনুমানের কোনো কারণ নেই। কেননা আমরা আগেই দেখেছি যে তিনি খ্রিষ্টধর্মের বিপক্ষে কখনো কিছু বলেননি। ড্রামন্ডের নাস্তিকতার মতো এটিও একটি কিংবদন্তি।

তবে ডিরোজিওর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির কিছুটা দায়ী এডওয়র্ডস-এর উক্তি। এক জায়গায় তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'Derozio lived in the faith and spirit of Christ as he understood that faith and life, and in no other faith could he live or die.[8] আবার তার কিছু আগেই তিনি মন্তব্য করেছেন,

> Mohesh Chunder Ghose was present when the Rev. Mr. Hill visited Derozio, and heard all that passed between them, unless what may have been said in a few whispered words; but though he himself afterwards became a Christian, and had no reason for withholding the truth, he declared there was no death-bed recantation, no document signed by Derozio declanring his belief in Christinity, but that Derozio died as he had lived, searching for truth.[9]

বলা বাহুল্য এই দুটি পরস্পরবিরোধী তথ্য কখনো একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না। তাছাড়া মহেশচন্দ্র ঘোষের উক্তির উৎস কী এডওয়র্ডস আমাদের জানাননি। ফলে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

আসলে ডক্টর জন গ্র্যান্ট প্রমুখ ডিরোজিওর হিতৈষীরা শঙ্কিত ছিলেন এই ভেবে যে মৃত্যুকালে তিনি নাস্তিক এই রটনা চালু থাকলে তাকে খ্রিষ্টীয় মতে সমাধিস্থ করতে রক্ষণশীল খ্রিষ্টান সমাজে আপত্তি উঠবেন। এ বিষয়ে যোগেশচন্দ্র বাগলের অভিমত আমাদের গ্রহণীয় মনে হয়;

> কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা কোন বিধর্মীকে তাঁহাদের গোরস্থানে কিছুতেই স্থান দেন না। যেমন ডেভিড হেয়ারের বেলায় স্থান হয় নাই। কেহ কেহ ডিরোজিওকে খ্রিষ্টধর্মে আস্থাশীল বলিয়া শেষ পর্যন্ত পাদ্রিদের নিকট ব্যক্ত করেন এবং তাঁহাদের অনুমতিক্রমে পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়।[10]

1826 খ্রিষ্টাব্দের 26 ডিসেম্বর সোমবার বেলা দশটার সময় ডিরোজিওর মৃত্যু হয়। ডেভিড হেয়ারের প্রয়াণের দিনের বর্ণনা দিয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্র। কিন্তু ডিরোজিওর শবানুগমনের কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তবে পূর্বোক্ত 'সম্বাদ রত্নাকর'-এ প্রকাশিত শোকসংবাদে,

মন্তব্য করা হয় যে, ডিরোজিওর 'উপদেশে যে ক'একজন বালক নষ্ট হইয়াছে' এখন তাদের কী দশা হবে :

> কেননা তাহারদিগের জ্ঞান ছিল ড্রোজু হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ঐ অবোধেরা মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও ড্রোজুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিল ইহাতে কেহ জাত্যন্তরও হইয়াছে তাহাতেও তাহারা দুঃখী নহে ড্রোজুর মরণে তাহার জীবন্মৃত প্রায় হইয়া থাকিবেক। ইহার মধ্যে সংপ্রতি প্রায় মাসাধিক হইবেক ড্রোজুর সঙ্গে কএক জন বালকের কলহ হইয়াছিল তাহার মধ্যেই শ্রীযুক্ত দক্ষিণানন্দ ড্রোজুর মত ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে মাতাপিতার নিকট পুনরাগমন করিয়াছে... ।[11]

ডিরোজিওর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবার সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হ'য়ে যায়। 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান'-এর কী গতি হয়েছিল, তার কিছুটা ইতিহাস বিবৃত করেছেন এডওয়র্ডস এবং শ্রীপান্থ। ডিরোজিওর পরে পত্রিকাটির ভার যাঁর ওপরে পড়েছিল, এডওয়ার্ডস তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন 'জনৈক ইউরোপীয় লোফার'। এঁর অপদার্থ পরিচালনায় পত্রিকাটি অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ডিরোজিওর মৃত্যুর চারদিনের মাথায় 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট'-এ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এমিলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবনচরিত লেখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। একই সময়ে ঐ কাগজে পরপর কয়েকদিন বিজ্ঞাপন বেরলো যে ডিরোজিওর মা বাড়িতে ব'সে ছাত্রী পড়াতে চান। তাঁর নিজের বিষয়ে বলা হয়েছিল, 'As Mrs. Derozio has enjoyed the benefit of the best education in England, and as she will be assisted in the duties of teaching by a very competent individual, she hopes to afford every satisfaction to the parents and guardians of the children entrusted to her care.'[12] শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় ছিলো ইংরেজি, ফরাসি, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, সূচিশিল্প, গার্হস্থ্য অর্থনীতি।

কিন্তু কলকাতায় বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না ডিরোজিওর মা-বোন। বসত বাড়ি এবং অন্যান্য 'স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেল। তাঁরা উঠে গেলেন দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে। এখানেই এমিলিয়ার বিয়ে হয় আর্থার ডিরোজিও জনসন-এর সঙ্গে। পরের বছর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্লডের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হেনরি ডিরোজিওর ভাইয়েরা সবাই গত হলেন। শুধু বেঁচে রইলেন ওঁদের বিমাতা শ্রীমতী ডিরোজিও। 1851 খ্রিষ্টাব্দে হাওড়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। একটি অসাধারণ বংশধারা লুপ্ত হলো। ভাই-বোনেরা ছিলেন একই সঙ্গে ক্ষীণজীবী এবং ক্ষণজন্মা। আমাদের দুর্ভাগ্য কেউই ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পাননি।

হেনরি ডিরোজিওর শোকসভার ইতিহাসও করুণ। অনেক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এবং অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

ডিরোজিওর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় 5 জানুয়ারি 1832 খ্রিষ্টাব্দে 'পেরেন্টাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনে' জে. ডব্লু. রিকেট্স-এর সভাপতিত্বে। সভায় সাতটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাবের উত্থাপক ডব্লু কর্কপেট্রিক এবং সমর্থক এম. ক্রো। এতে ডিরোজিওর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং সমর্থন করেন ওয়েল বর্ন্। এখানে বলা হয় যে সাধারণের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ ক'রে ডিরোজিওর উপযুক্ত পরিচিতিসহ একটি প্রস্তর নির্মিত স্মারকচিহ্ন স্থাপিত হবে।

তৃতীয় প্রস্তাবে উক্ত পরিকল্পনা রূপণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়, যার মধ্যে ছিলেন ওয়েল বর্ণ, এ. ডি সুজা, ডব্লু. আর. রেনউইক, ডেভিড হেয়ার, ডি. এম. কিং, ডব্লু কর্কপেট্রিক, জে. ডব্লু. রিকেট্স, জে ওয়েলস, দক্ষিণানন্দ (দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ডব্লু. আর. কেনউইক হলেন সম্পাদক। প্রস্তাবটির উত্থাপক এবং সমর্থক ছিলেন যথাক্রমে জে. এ. লরিমার এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুর্থ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এল. ফ্রেজার এবং তাঁকে সমর্থন করেন জে. এ. লরিমার। এখানে হলা হয় যে স্মারকচিহ্ন তৈরি হবার পর যদি কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তো ডিরোজিওর পরিবারকে দেওয়া হবে।

এরপর ওয়েল বর্ন্ স্টেপ্লন-এর একটি চিঠি প'ড়ে শোনান। তাতে শেষোক্ত ব্যক্তি লেখেন যে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ডিরোজিওর লিথোগ্রাফিক মিনিয়েচার তৈরি ক'রে দেবেন। টাকাটা ডিরোজিও তহবিলে জমা হবে।

পঞ্চম প্রস্তাবে (উত্থাপক কৃষ্ণমোহন এবং সমর্থক আর. ডায়াস) স্টেপ্লটনকে তার নিঃস্বার্থ অবদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং ডিরোজিও পরিবারের সম্মতি নিয়ে লিথোগ্রাফিক মুদ্রণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ষষ্ঠ প্রস্তাবের উত্থাপন ক'রে কৃষ্ণমোহন পেরেন্টাল অ্যাকাডোমিক ইনস্টিটিউশনকে ধন্যবাদ জানান হল ব্যবহার করতে দেবার জন্য। তাঁকে সমর্থন করেন আর. ডায়াস।

সপ্তম প্রস্তাবে সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডব্লু. আর. ফেনউইক এবং সমর্থন করেন এম. ক্রো।[13]

উক্ত সভাতেই নশো টাকা চাঁদা ওঠে। এডওয়র্ডস লিখেছেন ফেনউইক ঐ টাকা আত্মসাৎ করেন। তাঁর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ডিরোজিওর বন্ধু এবং অনুরাগীরা এ ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। সমসাময়িক বাংলা কাগজে একটি খবর বেরিয়েছিল :

4 এপ্রিল 1832 24 চৈত্র 1238

মৃত ড্রোজু সাহেব।— মৃত ড্রোজু সাহেবের স্মরণার্থ তাঁহার কবর স্থানোপরি এক স্তম্ভ গ্রন্থনার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারা চাঁদায় স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে তাঁহার কবরস্থানোপরি চন্ডালগড়ের প্রস্তরনির্মিত এক স্তম্ভ প্রস্তুত হওনার্থ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ঐ স্তম্ভ গ্রন্থনের ব্যয় ১৫২৪ ॥ ০ ৮ | পনেরোশো চব্বিশ টাকা দশ আনা আট পাই | হইবে। আমরা শুনিয়া কিঞ্চিচ্চমৎকৃত হইলাম যে ১৫৫৮ টাকার চাঁদা হইয়াছে বটে তন্মধ্যে কেবল ৬১৪ টাকা আদায় হইয়াছে। ভরসা করি যে ইস্টিন্ডিয়ান মহাশয়েরা শীঘ্র ঐ টাকা প্রদান করিয়া আপনাদের বন্ধু ও স্বপক্ষ ব্যক্তির স্মরণার্থ অনবধানতা জন্য দোষ হইতে মুক্ত হইবেন।[14]

অথচ বাংলা-ইংরেজি খবরের কাগজগুলিতে বেরিয়েছিল ডিরোজিওর শোকসভাতেই চাঁদা আদায় হয়েছিল নশো টাকা।

আরেকটি কথা। এডওয়র্ডস লিখেছেন যে অওয়েন আরাটুন-এর সংস্করণে ডিরোজিওর যে-ছবিটি মুদ্রিত হয়েছে তা স্টেপলটন-এর লিথোগ্রাফ থেকে। ডিরোজিওর একটি ছবিই প্রচলিত। অন্যদিকে 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ডিরোজিওর প্রতিকৃতির জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে জে. বেনেট এবং এইচ. এম. স্মিথকে। প্রথমজন মূল ছবিটি আঁকেন এবং দ্বিতীয়জন করেন তাঁর অনুকৃতি।

আরাটুন-এর ডিরোজিওর কাব্যসংগ্রহ আজ দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং আজ দুটি মিলিয়ে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু পার্ক স্ট্রীটের পুরনো গোরস্থানে অবস্থিত ডিরোজিওর সমাধিতে স্মারকচিহ্ন তো দূরের কথা, স্থানটিই হারিয়ে যাচ্ছিলো অবহেলায় এবং উদাসীনতায়। পরে দুর্গামোহন দাশ জায়গাটি সংস্কার করে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণ করে দেন।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক বিনিময়ের যা কিছু ভালো, তার প্রতিভূ হলেন ডিরোজিও। এতো স্বল্পায়ু মানুষটির চিন্তা ও কর্মের প্রসার দেখলে অবাক হতে হয়। তাঁর কাছে আমাদের অনেক ঋণ। তাঁকে বাদ দিয়ে ভারতীয় নবজাগরণের কাহিনী অসম্পূর্ণ।

উল্লেখপঞ্জি

1 Henry Derozio, *The Eurasian Poet, Teacher, and Journalist,* Thomas Edwards, introduction by Dr. R. K. Dasgupta, Calcutta, 1980, p 162.

2 ঐ

3 "ডিরোজিওর শেষ ইচ্ছাপত্র," শ্রীপান্থ (নিখিল সরকার), 'ডিরোজিও', রমাপ্রসাদ দে সম্পাদিত পৃ 107-108

4 ঐ

5 Henry Derozio *The Eurasian Poet and Reformer,* Elliot Walter Madge, Subir Ray Choudhuri ed., Calcutta, 3rd edn., 1982, p 16. ডক্টর গ্র্যান্ট লিখেছিলেন, 'It was a source of great consolation to his friends that shortly before he eppired, his last words were an appeal to the great fountain of all Mercy, and such as became a dying Christian.'

6 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', দ্বিতীয় খন্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত চতুর্থ সং, কলকাতা, 1383 বঙ্গাব্দ (1977), পৃ 33 এরপর থেকে সসেক ২ বলে উল্লিখিত।

7 *The Days of John Company,* Compiled & edited by Anil Chandra Das gupta, n. d. p 755, item no. 653 এরপর DJC বলে উল্লিখিত।

8 Edwards, HDEPTJ, পৃ 17

9 ঐ পৃ 125-26

10 'ডিরোজিও,' যোগেশচন্দ্র বাগল, কলকাতা, 1976, পৃ 104

11 ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সসেক 2, পৃ 33

12 Edwards, HDEPTJ, পৃ 179

13 Das Gupta, DJC, পৃ 714-15, item no. 646

14 ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সসেক 2, পৃ 34

গ্রন্থপঞ্জী

[ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, শিক্ষা-সাংবাদিকতার বিবরণ ইত্যাদি নানা জাতীয় গ্রন্থে ডিরোজিও প্রসঙ্গে আলোচনা আছে। আমি আমার বইতে যথাস্থানে কিছু কিছু বইয়ের উল্লেখ করেছি। নীচের তালিকায় শুধু সেসব গ্রন্থের নাম আছেই সেগুলি একন্তভাবেই ডিরোজিও সম্পর্কিত। কাব্যগ্রন্থগুলির বিশদ বিবরণ বইয়ের মধ্যে থাকায় এখানে বর্ণিত হ'লো।]

ইংরেজি

1 Thomas Edwards, *Henry Derozio The Eurasian Poet, Teacher and Journalist* W. Newman & Co., Calcutta, 1884, p 276
... 2nd edition, Riddhi India, Calcutta, 1980, P 283 with an Introduction by Dr R. K. Das Gupta

2 Elliot Walter Madge, *Henry Derozio The Eurasian Poet and Reformer*, Calcutta 1905
...2nd edition Metropoliton Book Agency, Calcutta, 1967, P 59 edited with additional notes by Subir Ray Chouduri Foreward Susobhan Sarkar
...3rd edition, Naya Prakash, Calcutta, 1982, p 86

3 Mary Ann Das Gupta ed. *Henry Louis Vivian Derozio Anglo-Indian Patriot and Poet*, A Memorial volume, Derozio Commemorative Committee, Calcutta 1973,

4 Jasbir Jain, *The Colonial Encounter Henry Derozio*, 'Powre Above Powres 4', The Centre for commonwealth and Research, Foreword H. H. Anniah Gowda, University of Mysore, Mysore 1981, p 65

5 Santosh Kumar Chakrabarti, *Four Indo-Anglian Poets*, Dhakeswari Library, Calcutta, 1987, p 184. লেখক চারজন কবিকে নিয়ে আলোচনা করছেন : ডিরোজিও, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তরু দত্ত।

6 Goutam Chattopadhyay ed. *Awakening in Bengal* vol. 1 Progrerian Publisher, Calcutta, 1965

প্রবন্ধ

Anisuzzaman, 'Young Bengal,' *Journal of Asiatic Society of Pakistan*, vol XII, no III, 1967.

বাংলা

1 বিনয় ঘোষ, 'বিদ্রোহী ডিরোজিও,' বাক্-সাহিত্য, কলকাতা মার্চ 1961 পৃ 151

বিনয় ঘোষ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর 1980, পৃ 147

2 পল্লব সেনগুপ্ত 'হেনরী ডিরোজিও : কবি ও প্রাবন্ধিক,' শিখা গ্রন্থমালা, সারস্বত লাইব্রেরী, অক্টোবর 1969, পৃ 48

3 অমল দত্ত, 'ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস্', প্রকাশক সান্ত্বনা দত্ত, কলকাতা, অগাষ্ট 1973 পৃ 127

4 যোগেশচন্দ্র বাগল, 'ডিরোজিও', জিজ্ঞাসা, কলকাতা, এপ্রিল 1976,পৃ 104

5 ড. পল্লব সেনগুপ্ত, 'ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, মার্চ 1982.

6 ড. কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য, 'রামমোহন-ডিরোজিও : মূল্যায়ন', চিরায়ত, কলকাতা, মে 1982.

7 ড. রমাপ্রসাদ দে সম্পাদিত 'ডিরোজিও', শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই 1983 পৃ 208. বিভিন্ন লেখকের দশটি প্রবন্ধের সংকলন।

8 সুরেশ মৈত্র 'অশান্ত কাল জিজ্ঞাসু যুবক : হেনরি লুই ভিভিয়ান দ্যরোজিয়ো', পুথিপত্র, কলকাতা, 1988, পৃ 189 + 5

প্রবন্ধ

যোগেশ চন্দ্র বাগল, "হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও", 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম সং 1941, দ্বিতীয় সং সেপ্টেম্বর 1963. এই গ্রন্থে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গল দলের অনেকের জীবনী আছে।

কবিতার অনুবাদ

1 পল্লব সেনগুপ্ত অনূদিত ও সম্পাদিত, 'ডিরোজিওর কবিতা', কুমারী প্রকাশক, মে 1970, পৃ 48 ['হেনরী ডিরোজিও : কবি ও প্রাবন্ধিক এবং 'ডিরোজিওর কবিতা' একত্রে পরিবর্ধিতরূপে নামকরণ হয় 'ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও']

2 রমাপ্রসাদ দে সম্পাদিত, রমাপ্রসাদ দে ও মঞ্জুষ দাশগুপ্ত অনূদিত, 'বিংশতি কবিতা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও', বিজয় প্রকাশন, কলকাতা 1983 (?), পৃ 56

ডিরোজিওর জীবন নিয়ে নাটক , পালা, চিত্রনাট্য

1 চিত্তরঞ্জন ঘোষ, 'ডিরোজিয়ো', গ্রন্থ-নিলয়, কলকাতা, বৈশাখ 1370 B. S. (1963), পৃ 60।

2 উৎপল দত্ত ডিরোজিওর জীবন নিয়ে 'ঝড়' শীর্ষক যাত্রাপালা লেখেন। ঐ নামে তাঁর পরিচালনায় একটি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়।

3 পীযূষ বসুও ডিরোজিওকে নিয়ে একটি নাটক লিখেছিলেন। সেটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

পরিশিষ্ট ১

ডিরোজিওর কবিতার সমালোচনা

Monday Evening, November 23, 1829
Derozio's Poems
(From the "Oriental Herald," for July)

These volumes possess claims to our attention of a very unusual description. They contain the first productions of a young poet, a Native of British India, educated entirely in that country, and whose character, feelings, and associations, have been exclusively developed there, under circumstances apparently the most unfavourable to poetic excellence. These circumstances are thus intimated, in a letter which accompanied a copy of the poems, recently forwarded by an intelligent friend at Calcutta to Mr. Buckingham :

The writer was born in India; has never been out of it : and is now under twenty years of age. You know this country, will be able to duly appreciate the difficulties against which he has had to contend. The total absence of almost all objects of natural beauty; the still more complete want of all noble and exalted fellings amongst those with whom the poet must have associated; the very language, which can hardly be called English, that they speak : taking all these things into fair consideration, which you are will able to do from actual experience, we cannot but admit that production of such a poem as the 'Fakeer of Jungheera,' is very extraordinary." — It is, he adds, 'as if a Briton of the time of Severus, had suddenly written a poem in good Latin.'

In this opinion, after a careful perusal of Mr. Derozio's two volumes, we very cordailly concur. These volumes contain much that, under any circumstances, would have been interesting ; and which,under those above-mentioned, is really extraordinary. Taken as a whole, it is true, his poetry is marked by great faults and blemishes, but he is, nevertheless, a poet; and with better models in his eye than those on which he has obviously formed himself, he may, we conceive, one day produce something which neither India nor England 'would wllingly let die.' He has much to learn, and more perhaps to unlearn, before he can hope to produce a poem of thorough excellence; but he is still very young, and he has real poetic power; much, therefore, may be hoped from him, if he will be a rigid critic to himself. But without further

introduction, we will now exhibit what this Indian Poet can do, and then we shall talk of what he may do.

The following is a commencement of one of the smaller pieces entitled 'The Deserted Girl.' Those who, like us, have often witnessed the vivid and sudden vicissitudes of a tropical night scene, will appreciate the truth of this description.

'Wet, damp, and gloomy, 'twas a cheerless hour !
That night was not for blank forgetfulness;
And I who love to look upon heaven's face
Even when 'tis darkened into frowns, went forth
To hear the storm chide this affrighted earth.
A blackness, like despair, on nature hung,
Save when the lightning's fitful flashes gleamed ;
As if each playful spirit in his sport
Wrote with phosphoric pen some unknown sign
To break the charm that bound the gathered cloud.
The thunder's voice was angry, loud, and deep.
It knocked against the heart as 'twould have learned
If fear were lurking there. The waters shrieked.
And ran from place to place, as if to hide
Even from the presence of the tempest wild.
Silence, and rest had no existence there;
The blast shook mightiest trees with its strong breath,
And bent the mountain forests, as it claimed
Their homage on approaching. 'Twas a night
That cannot from my memory be washed out
Even by thy ceaseless tide, vicissitude !
The thunder roared till waxing weak it slept.,
And echo answered not; the lightnings pale
Which had been flashing through the sky like swords
Were sheathed at last ; the waves grown weary too
Were as unruffled as a mirror clear,
Where the moon saw her face; the howling wind
Went like a beaten hound unto his cave;
And stars came one by one to join the court
Of night's most lovely queen. I heard a voice
Like to the silver sound a harp gives out,
When evening breezes wander mid its strings
Waking delicious music out of sleep.
Then there were words so slowly, sweetly breathed,
I might have deemed 'twas an aerial bird
Softening man's language; but the words were sad,
And then I knew they were of earth, and human,'

—pp. 165-167

Some of the above lines appear to us possessed of very high poetic force and beauty.

The next poem we quote is given entire. It is entitled, 'Poetic Haunts':—

'Where the billow's bosom swells,
Where the ocean casts its shells,
Where the wave is white spray fillings ;
Where the sea-mew flaps its wings ;
Where the grey rock in the storm
Rears its proud gigantic form,
Laughing as the lightnings flash,
Heedless of the billowy dash,
Heedless though the clouds may pour.
Heedless though the thunders roar ;
Where the wind-god rideth by
Swiftly through the blackening sky,
Where the spirit of the sea
Wakes its matchless melody,
While the Nereids gather round
Gladdened by the magic sound;—
Far from human hut, or home,
Let the gifted Poet roam.
'Or, upon some star-paved lake
When the south breeze is awake,
Let him launch his little bark,—
Love's and Fancy's favored ark !
when the mellow moonlight falls
On the distant castle walls ;
When the white sail is unfurled,
And the graceful wave is curled ;
When the winds in concert sing
To the planets listening
And the lady-moon rejoices,
Hearing their melodious voices,
While she bids her softest beam
Bear an errand to the stream,
Which upon its lucid breast,
Wears an island, all at rest,
Like a gem it flasheth there
Bezeled by the waters fair
Such a spot as fairies love

When abroad they mighty rove:
Where the red deer roams unharmed,
And the wild dove unalarmed,
And the minstrel nightingle,
Tells, in plaintive strain, his tale,
Which the young rose blushing hears
Like a maid who loves, but fears;—
Such a sweet, enchanting spot
Where our griefs might be forgot,
Where, in youth, one fain would dwell
With the lady he loved well—
—Hither let the Poet be
Dreaming dreams of ecstasy,

'Or, on some bright summer even
With his eye-apraised to heaven,
Ere the ruby sun hath set,
Ere the waning day hath met
On the western mountain's height
Clad in widow's weeds the night ;
Let him muse on all around.,
On each soothing sight and sound !
Let him mark the sun-gilt cliff,
And the fisher's infant skiff ;
Let him watch the wild waves' play,
How they glide like bliss away ;
How they meet, and how they sever—
Lover's parted, and for ever !
And when every wind's asleep,
And the spirit of the deep
Maketh music on the main,
When her soft melodious strain
Charmeth Ocean's heaving breast,
How the sun's last rays expire,
How the weary waves retire
In each other's arms to rest !
Then upon the golden sky
Let him cast his gifted eye !
Such a dazzling, glorious sight,—
As if angles in their flight
With their plumage dipt in light,

Flung the radiance of their wings
(As the priest sweet incense flings)
On the western gate of heaven—
What a brilliant boon to even !
Hither let the minstrel be
Weaving wreaths of Poesy,
Lays of melody, and fraught
With th immoratal fire of thought,
Such as steal upon the soul
Like sweet spells beyond control,
Clinging, whatso'er may be,
Ever to the memory,
Like the first wild dream of love !

—pp. 184-188.

Though the verses are greatly too diffuse, yet it must be allowed, we think, that they display a command of easy and flowing versification, and of picturesque and pleasing imagery, which are highly creditable to the writer's taste and talents, and which under his peculiar circumstances, are not a little extraordinary.

The 'Fakeer of Jungheers' which gives a title to Mr. Derozio's last and principal volume, and which seems to be the composition on which he chiefly rests his young reputation, is, we must candidly confess, in spite of many reducing passage, a production not at all to our liking. It is altogether upon the strained and extravagant model of Lord Byron's poetic romances of love and murder ; and too like the exaggerated imitation of the worst Byronic style, with which we have been overflowed in this country, even to nausea, ever since the appearance of the 'Giaour,' such as 'Bertram,' the mad play of poor Maturin, the mad Irish novelist, the rhyming romances of L.E.L. *et hoc genus omne* —a school of poetry which we have the satisfaction to perceive, is (in this country at least), now nearly 'on its last legs.' Mr. Derozio has had the misfortune, like some other aspirants of no mean promise, to be carried away by the pegasian hyppography of this Byronic school, high into the perilous regions of exaggerated passion, and falsetto sentiment : and we wish we could assist in leading him back to the pleasant paths of simplicity, in the salubrious land of genuine nature, where we are convinced he might yet attain poetic distinction of no mean order.

In speaking thus of the 'Byronic School' we would not be misunderstood as if we rated lightly the merit of Lord Byron's own poetry. He is unquestionably a great and powerful poet —the greatest Britain has produced in an age exuberant in poetical genius—though not certainly to be placed on the same scale with those men of mighter and calmer intellect, that, like Shakspeare and

Milton, and a few more, stand out in gigantic relief, even amidst the highest of the sons of song. Byron, though not one of this heroic mould, possessed nevertheless poetic powers of great brilliancy and exubaerance; but this being regulated neither by a pure taste nor a pure morality, most of his productions are marred by great imperfections, both in conception and execution. His misanthropic heroes, flery in passion and feeble in principle, are only natural so far as they resemble himself; beyond that general outline they are generally unnatural, and always exaggerated. With all this, no doubt, the genuine ore of his poetry was so rich as not merely to dazzle the fervid and the unreflecting, but to excite also the enthusiastic applause of all genuine lovers of poetry. A universal shout of acclamation proclaimed him the chief of living poets; and to him, as to their monarch and their model, the plastic minds of youthful aspirants in literature looked up with emulative admiration. The result was such as might have been expected. Byron's points of excellence were peculiar, and not capable of being attained by imitation; but all that was overcharged in his delineation of character, outrageous or untrue in passion and sentiment, tinselly in description, or turgid, abrupt, and harsh in versification,—could be imitated, and has accordingly found numerous imitators.

In this class we are reluctantly constrained to rank Mr. Derozio; or, perhaps, it would be more correct to say, that his style and manner, though borrowed in a great degree from Byron, are characterised also, by frequent resemblances to the other fashionable poetry of the day, to which his reading seems to have been unfortunately almost exclusively confined. Thus, we are continually reminded of Moore's 'Lallah Rookh,' and Miss Saunders's 'Troubadour.' and other things of the same seven-times-diluted sort, which have lain in ladies' boudoirs, and been sighed over by drawing-room sentimentalists, during the last seven years, and which have no doubt, had their admirers in India, as well as in England. It is in all likelihood more Mr. Derozio's misfortune than his fault, that such flimsy volumes have, in addition to Byron's works, formed almost exclusively his poetic pabulum; but it is a great misfortune, notwithstanding; and it has infected his whole style of compositions to such an extent, as almost to destroy with gaudy verbiage the really beautiful and fragrant flowers of poetic fancy, which are genuine offspring of his ardent and elegant mind.

The 'Fakeer of Jungheera' is a personage lineally descended from The Corsair, and near of kin to the 'Velled Prophet of Khorassan;' and his lady-love, Nuleeni, is as 'warm and wild,' and owe-begone, as one of L.E.L.'s extatic damsels, whose only occupation is to kiss—and die.

Scattered throughout this 'Metrical Tale,' as well as in other parts of Mr. Derozio's two volumes, are many brilliant little gems, of poetry—somewhat

too much in the fanciful style of Moore, perhaps— but still very pleasing, and felicitous. We give a few specimens. The first is from a lady's address to her lover :—

"And I would keep thee like a thought
which Memory in her temple keeps,
When every sorrow sinks to nought,
And all the past of misery sleeps—
O thus should thy bright image dear
Above my heart's warm altar sit,
While every hope, affection, fear
Of mine like lamps were round thee lit."

'Alas ! when misery comes, Time clips his wing,
And walks in fetters, and we hear them ring.' —p. 47.

Of memory he says —

'Can'st thou not also die when all we love
Sinks in the insatiate tomb ? Ah, no !
Thou dost burn on like a pale charnel light
Above the grave of hopes, and smiles, and joys,
Which made life's wake delightful.' —p. 59.

There are many elegant and sparkling things such as these, or better than these, in the book but our limits are exhausted, and we must stop. In thus parting (but for a while, we hope) with Mr. Derozio, we wish to add a few words, if he will permit us, of friendly advice— a few words of warning and of encouragement.

He is capable, we conceive, of something better than inditing 'wild and wondrous lays', such as his 'fakeer' and much of the other matter which fills these two small volumes ; but he must if he wishes to produce a work worthy service, turn to better models and better subjects. Let him lay Moore and Byron on the shelf, burn the 'Troubandour' and the 'Improvisatrice'; read Shakespear, Milton, Spencer, the old dramatists, and Robert Burns ; study earnestly condensation in style, and, above all, stick to TRUTH and NATURE in word and thought ; and we will venture to predict that he will write something wrothy to be 'held in remembrance'.

We should be sorry if what we have said appear to the author harsh and unkind. Far otherwise, at least, is our feeling and pourpose. Not to us, therefore, let him or his friends apply his own lines :—

Alas! we live in iron days
When lips are sparing even of praise ;
As though in one approving tone
Too much of heaven and rapture shone ;
As though it were too pure a gem

Freely to cast away to them
Whose glassy joys a glance may break
Whose happiness a smile can shake,
Their heaven the rapture-lighted eye,
And triumph, song-awakened sigh. —p. 81.

Our censure is designed to induce this really talented and interesting young poet to betake himself to purer models than those which have too long fascinated his juvenile fancy, and to select worthier subjects for his muse than bandit—Fakeers, or Moslem-lovers. The page of Indian history, of his native India, in all its 'glory and its gloom', lies spread before him. The present condition and future prospects of India, are also themes of deep and inspiring interest. Let him turn to these, and he will scarcely fail to find them worthy to inspire a loftier lay than the 'Fakeer of Jungheera'. (404)

The Days of John Company Selections from *Calcutta Gazette 1824-1832* Compiled and Edited by Shri Anil Chandra Dasgupta থেকে সংকলিত।

পরিশিষ্ট 2

পদচ্যুতির কার্যবিবরণী

Reprinted from the Presidency College Magazine, vol. 41, April, 1959

[Extracts from the Proceedings of the Hindu College Committee relating to the dismissal of Henry Louis Vivian Derozio]

Prof. Susobhan Chandra Sarkar *

At the Centenary Exhibition of the College (in the Arts Section organised by Prof. P.J. Chaudhuri and colleagues) much attention was drawn to the 1831 volume of Hindu College Records which contains the proceedings relating to the dismissal of H.L.V. Derozio. Through editorial oversight, extracts were not included, as they should have been, in the Centenary Volume. This omission is now being repaired in the pages of the College Magazine.

February 5, 1831

No. 17. Read a letter from Mr. De Rozio preferring a charge against Mr. D'anselme and Requesting the Committee to investigate the matter.

Mr. D'anselme and Mr. Derozio being called upon and required to state the circumstances before the Committee upon which they respectively authorized the Committee in the following manner.

No. 18. "Mr D'anselme assured the Committee that he deeply regrets having suffered his feelings to get the better of his judgement and under an impression of an insult from Mr. De Rozio which he is satisfied was not intended to use objectionable language and gestures towards that gentleman ; he also expresses his regret for having addressed unbecoming language to Mr. Hare and pledges himself to the Committee that a Repitition of the offence shall not occur."

Signed I.I.(?) D'anselme

No. 19. "Mr. Derozio declares that in denying the assertion made by Mr. D'anselme of his frequently obtaining permission at an earlier hour to leave the College for the purpose of preparing for his lectures he is not conscious

* Prof S. C. Sarkar, who was for a long period Professor and Head of the Department of History in the Presidency College, is now Head of the Department of History in Jadavpur University

of having used language or gestures calculated to offend Mr. D'anselme that it was far from his intention to have failed in his respect towards Mr. D'anselme and that he regrets that Mr. D'anselme should have supposed he had any intention to treat him with insult or disrespect."

Signed H.L.V. Derozio

Ordered that Mr. D'anselme and Mr. Derozio resume their respectful duties.

Ordered that no holiday or halfholiday (the fixed holidays excepted) shall be granted to the College on any account whatsoever without a written order from one of the Managers.

Saturday, April 23, 1831

At a Special Meeting of the Directors of the Hindu College held at the College house on Saturday, the 23rd April 1831.

Present

Baboo Chundro Coomar Tagore—Governor
H.H. Wilson Esqr—Vice Presdt.
Baboo Radhamadub Banerjea
" Radha Canto Deb
" Ram Comul Sen
Da Hare Esqr.
Baboo Russomoy Dutt
" Prasonna Coomar Tagore
" Sri Kishen Singh
Luckynarayan Mookerjea—Secretary

Read the following Memorandum on the occasion of calling the Present Meeting.

"The object of convening this meeting is the necessity of checking the growing evil and the Public alarm arising from the very unwarranted arrangement and misconduct of a certain Teacher in whom great many children have been interested who it appears have materially injured their Morals and introduced some strange system the tendency of which is destruction to their moral character and to the peace in Society.

The affair is well-known to almost everyone and need not require to be stated.

In consequence of his misunderstanding no less than 25 Pupils of respectable families have been withdrawn from the College a list of which is submitted. There are no less than 160 boys absent some of whom are supposed to be sick but many have purposed to remove unless proper remedies are adopted a list of them is also submitted. There have been much said and heard

in the business but from the substance of the letters received and the opinion of the several directors obtained the following rules and arrangements are submitted for the consideration and orders of the Meeting.

Read also various letters withdrawing boys from the College.
Read the following Memorandum
Memoranda of the proposed rules and arrangements.

1. Mr. Derozio being the root of all evils and cause of Public alarm, should be discharged from the College, and all communications between him and the Pupils be cut off.
2. Such of the students of the higher Class whose bad habits and practices are known and who were at the dining party should be removed.
3. All those Students who are publicly hostile to Hindooism and the estblished custom of the Country and who have proved themselves as such by their conduct, should be turned out.
4. The age of admission and the time of the College study to be fixed 10 to 12 and 18 to 20.
5. Corporal punishment to be introduced when admonition fails for all crimes committed by the boys. This should be left at the discretion of the head Teacher.
6. Boys should not be admitted indiscriminately without previous enquiry regarding their character.
7. Whenever Europeans are procurable a preference shall be given to them in future their character and religion being ascertained before admission.
9. (sic) Boys are not to be allowed to remain in the College after school hours.
10. If any of the boys go to see or attend private lectures or meetings, to be dismissed.
11. Books to be read and time for each study to be fixed.
12. Such books as may injure the morals should not be allowed to be brought, taught or read in the College.
13. More time for studying Persian and Bengally should be allowed to the boys.
14. The Sanskrit should be studied by the Senior Classes.
15. Monthly Stipends be granted only to those who have good character, respectable Proficiency and whose further stay in the College be considered beneficial.
16. The student wishing to get allowance must have respectable proficiency in Sanskrit and Arabic.
17. The boys transferred from the School Society's Establishment to be admitted in the usual way and not as hitherto and their posting class to be left to the head Teacher.

18. The practice of teaching boys in a doorshut room should be discontinued.
19. A separate place be fitted for the teahers for their dining and the practice of eating upon the school Table be discontinued.

With reference to the 1 article of the above the following propositions was submitted to the meeting and put to the Vote.

> "Whether the managers had any just grounds to conclude that the moral and religious tenets of Mr. Derozio as far as ascertainable from the effects they have produced upon his Scholars are such as to render him an improper person to be intrusted with the education of youth.

Baboo Chandra Coomar stated that he knew nothing of the ill effects of Mr. Derozio's instructions except from report.

Mr. Wilson stated that he had never observed any ill effects from them and that he considered Mr. Derozio to be a teacher of superior ability.

Baboo Radha Canto Deb stated that he considered Mr. Derozio a very imporper person to be intrusted with the education of youth.

Baboo Russomoy Dutt stated that he knew nothing to Mr. Derozio's prejudice except from report.

Baboo Prosonna Coomar Tagore acquitted Mr. Derozio of all blame for want of proof to his disadvantage.

Baboo Radha madub Banerjee believed him to be an improper person from the report he heard.

Baboo Ram Comul Sen concurred with Baboo Radha Canto deb in considering him a very improper person as the teacher of youth.

Baboo Sri Kishen Sinh was firmly convinced that he was far from being an improper person and Mr. Hare was of opinion that Mr Derozio was a highly competent teacher and that his intructions have always been most beneficial.

The majority of the manager being unable from their own knowledge to pronounce upon Mr. Derozio's disqualifications as a teacher the Committee proceeded to the consideration of the negative question

Whether it was expedient in the present state of public feeling amongst the Hindoo Community of Calcutta to dismiss Mr. Derozio from the College.

Baboos Chandra Commar Tagore, Radha Canto Deb, Ram Comul Sen and Radha Madub Banerjea (sic) voted that it was necessary.

Baboos Russomoy Dutt and Prasonno Coomar Tagore that it was expedient and Baboo Sri Kishen Sinh that it was unnecessary

Mr. Wilson and Mr. Hare declined voting on a subject affecting the state of native feeling alone.

Resolved that the measure of Mr. Derozio's dismissal be carried into effect with due consideration for his merits and services.

Proceeded to consider the rest of the proposed rules.

Resolved that Rule 2 was unnecessary the Committee having already the power of dismissing any boy from the College by Rule of the Printed Regulations.

Resolved with regard to rule 3 that the Regulation of the conduct of the boys in this respect is best left to the Parents themselves who if they have reason to think that the College is the cause of hostility to Hindooism in their children can at any time withdraw them from it.

Resolved that article 4 is unnecessary.

Resolved that Rules 5 and 6 be adopted.

Resolved that Rule 7 be adopted in the following form.

"In future a preference shall be given to qualified European Teachers whenever procurable and after due investigation of their moral and religious character."

Resolved that Rule 9 be adopted with the addition—without some satisfactory reason.

Resolved that the Managers have not the power nor the right to inforce the prohibition prescribed by Rule 10 and that the conduct of the boys in those respects must be left to the regulation of their friends and relations.

Resolved that Rules 11 and 12 be adopted also Rule 13 with the addition "whose friends are desirous they should learn those languages."

Resolved that Sanskrit and Persian are actually studied by the first Class but that little progress has been made or can be expected under the present system of teaching and that the best methods of improving these branches of study remain for further consideration.

Resolved that the provisions of Rule 15 are already in force and that it is not in the Competency of the Committee to adopt the 16 Rule, the scholarships being established by the Committee of Public Instruction for proficiency in English.

Resolved that Rule 17 be in future adopted in concurrence with Mr. Hare.

Resolved that Rule 18 be left for further consideration and that Rule 19 be adopted.

Read the following correspondence with the Editor of the Sambad Probhakor.

To

The Proprietors of the Sambad Probakor

Sir,

Having observed a letter in your paper of the 15 (?) April No. 12 reflecting in very unbecoming language upon the character of the teachers of the Hindoo

College —I have to request your informing me of the writers name that legal measures be adopted for his punishment.

Hindoo College I am etc.
the 19th April 1831 *Luckynaron Mookerji*
Secy. H. College

To
The Secretary to the Hindoo College
Sir,

In acknowledging the receipt of your letter dated 19 Instant requesting me to furnish you with the name of the author of a certain article appeared in the 12th No. of the Publication, I am authorized in the name of the writer to inform you that he neither had the least intention nor did he mean by the language of his letter to bring the Colleges institution or the character of its teachers and Members as a body into hatred and contempt or ridicule. You will under this consideration see how far I should be justified as an Editor of a Public journal to meet your calls as Secretary of the College, when the writer positively denys any intention to have offered any unbecoming language either towards the institution or its members as a body which assertion he denys will be manifested by referring to the article in question.

23rd April 1831 I am etc.
(signed) Isher chunder Gopto
Editor Proprietor of Probhakor

Resolved that the following letter be written to the Editor.

To
the Editor of the Sumbad Probhakor
Sir,
I am desired by the Managing Committee of the Hindoo College to inform you that having laid before them your letter of the 23rd Inst it has not been considered as altogether satisfactory. They expect therefore that in your next number you will express your regret for having admitted into your paper a letter containing such improper and unfounded imputations against the teachers of the Hindoo College.

May 7, 1831 I am etc.

—The following letters were submitted relative to the boys who have left College since the Special Meeting.

—No. 30 Letter from Mr. Derozio communicating his resignation and commenting on the Resolution of the Committee passed at the Special Meeting to dismiss him without examining the circumstances thereof and affording him time to vindicate his character from those accusations which have been fixed upon it.

—25 April

No.31 Letter from Ditto furnishing replies to the Queries put on him by the Vice-President as to have inculcated the following lessons. Firstly Denying the existence of God. Secondly disrespect to Parents, & thirdly marriage with sisters.

—26 April

Resolved that these letters be circulated to the Committee of Management.

[Note: *Extensive comments are superfluous but a few points may be noted:*

(i) Three members of the Committee constituted the spearhead of the attack : Radha Kanta Deb, Ram Kamal Sen, Radha Madhab Banerji. The Memorandum with the proposed new 'rules' was evidently their document, (ii) Three other members declined to put on record the condemnation of Derozio's capacity as a teacher but agreed to the dismissal : the 'governor' Chandra Kumar Tagore as a 'necessary' step, Prasanna Kumar Tagore and Rassamoy Datta as merely 'expedient', (iii) One Indian member, Sri Kishan Singh, consistently opposed both the condemnation and the dismissal, (iv) The two Europeans among the nine Committee members felt Derozio to be a very able teacher but abstained from the vote on dismissal as'native' sentiment had become the question at issue. (v) The Memorandum was a determined attack on the 'advanced' pupils, proposing expulsions and curtailment of student rights but the success in getting rid of Derozio possibly mollified its sponsors and no drastic action was taken against the students. (vi) The allegation that withdrawals of boys were due to Derozio's excesses is largely disproved by fresh withdrawal after his dismissal,(vii) The Memorandum expresses a certain conservative distrust towards too much Western education (Rule 13, 14, 16). (viii) There was also a veiled attack on David Hare (Rule 17). I have discussed elsewhere (in a forthcoming paper) Hare's links with the Derozians. (ix) Something like a newspaper campaign against the 'new thought' was in the offing (the correspondence with Iswar Chandra Gupta of the *Prabhakar* above). (x) Derozio was dismissed without a hearing. His defence in the resignation letter and his long deservedly-famous epistle to Wilson demand, for their present inaccessibility, reprinting in full in the College Magazine. Nor should it be overlooked that the present year makes the 150th Anniversary of the birth of Derozio, surely the most remarkable teacher in the annals of our College.]

□□